মৃত্যুঞ্জয়ী

কলিকাতা
মহাজাতি সদন
১৯৬৬

প্রকাশক
শ্রীঅমিয়কণ্ঠ নিয়োগী
সচিব, অস্থি পরিষদ, মহাজাতি সদন
১৬৬, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ
কলিকতা ৭

মূল্য : তিন টাকা

মুদ্রক : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড,
কলিকাতা-৯

ভূমিকা
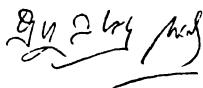
সুদীর্ঘ দুশো বছরের বিদেশী শাসন-শৃংখল থেকে মুক্তির পর ভারত আজ আবার জগৎসভায় গৌরবের আসন পেয়েছে। স্বাধীনতা-সমুজ্জ্বল এই গৌরবময় আসন অর্জন করতে জাতিকে যে মূল্য দিতে হয়েছে তা হলো অগণ্য শহীদের অমূল্য জীবন ও অগণিত দেশ-প্রেমিকের আত্মোৎসর্গ। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের পবিবর্তে তাঁরা পরাধীন মাতৃভূমির শৃংখলমোচনের জন্যে অশেষ দুঃখ ও কষ্ট, ত্যাগ ও তিতিক্ষার কণ্টকময় পথ বেছে নেন। কঠোরতম লাঞ্ছনা ও নির্যাতনও তাঁদের স্বাধীনতার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। সর্বপ্রকার বাধাবিপত্তিকেই তাঁরা তুচ্ছজ্ঞান করতেন; কারণ আদর্শে ছিল তাঁদের অটল বিশ্বাস। দেশেব কল্যাণে আত্মাহুতির সংকল্প, দুর্জয় সাহস ও নিরবচ্ছিন্ন সাধনাকে পাথেয় করে যুগযাত্রী এই সকল শহীদ, দেশ-প্রেমিক, সমাজসেবক এবং জ্ঞানবিজ্ঞানী তাপসগণ ভারতকে আবার করেছেন মহাভারত, জাতিকে করেছেন মহাজাতি। দেশ এইসব বীর যোদ্ধা ও দেশপ্রেমিকদের কোনদিন ভুলবে না। স্বাধীন ভারতের সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের জন্যে চাই নবজীবনাদর্শ। তাই পূর্ব-সূরীদের চিন্তা ও চরিত্রের অনুধ্যান নবীন ভারতের জীবনাদর্শ গঠনে সহায়ক হবে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত মহাজাতি সদন জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য রচয়িতাদের স্মৃতিরক্ষার এক পবিত্র পীঠস্থান। এইরূপ স্মৃতিসৌধ ভারতে বিরল। মহাজাতি সদন নামটি সার্থকতা লাভ করেছে ঐসকল মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের স্মৃতি সংরক্ষণে। সতীন সেন স্মৃতি সমিতি দেশবরেণ্যদের প্রতিকৃতি সংগ্রহের যে কাজ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে আরম্ভ করেছিলেন তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন মহাজাতি সদনের অছি পরিষদ। এই সদনে প্রতি বছর ৩০শে জানুয়ারী দেশবরেণ্যদের প্রতিকৃতি সংযোজিত হয়। জাতির জনক গান্ধীজী এইদিনে মানবতার বেদীতে জীবন দান করেছিলেন বলে দিনটি শহীদ দিবসরূপে উদ্‌যাপিত হয়।

মহাজাতি সদনে অদ্যাবধি ২০০টি তৈলচিত্র সংগৃহীত হয়েছে। অছি পরিষদ এই প্রতিকৃতিগুলির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি-পুস্তক প্রকাশ করতে মনস্থ করেন। সর্বসাধারণের মধ্যেও এইরূপ একটি পুস্তকের জন্যে অপরিসীম আগ্রহ রয়েছে। কিন্তু তার প্রস্তুতিকার্য খুবই দুরূহ। কারণ বহু শহীদ ও দেশপ্রেমিকের পূর্ণাঙ্গ জীবন-বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তবুও আশু কর্তব্য ও প্রারম্ভিক প্রচেষ্টা হিসাবে সীমিত তথ্যের উপর নির্ভর করে অছি পরিষদের সচিব শ্রীঅমিয়কণ্ঠ নিয়োগী নিরলস উদ্যমে 'মৃত্যুঞ্জয়ী' নাম দিয়ে এই পুস্তক সংকলন ও প্রকাশের সমুদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সতীন সেন স্মৃতি সমিতির ঐকান্তিক সহযোগিতায় ও অন্যান্য পুঁথিপত্র থেকে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করে পুস্তকটি সংকলন করেছেন মহাজাতি সদনের গ্রন্থাগারিক শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায় ও সাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী যত্ন-সহকারে পাণ্ডুলিপিটি পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করেছেন। শিল্পী শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী পুস্তকটির রূপায়ণে সহায়তা করেছেন। অছি পরিষদ তাঁদের কৃতজ্ঞচিত্তে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।

এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্তে অসম্পূর্ণতা বা তথ্যের ভুলত্রুটি থাকলে তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধিত হবে। এই প্রচেষ্টা সহৃদয় জনসাধারণের সমাদর লাভ করবে বলে আশা করি।

শহীদ দিবস

৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬৬

সভাপতি, অছি পরিষদ, মহাজাতি সদন

মৃত্যুহীন প্রাণ

'এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণ ভার,
এই চিরপেষণযন্ত্রণা, ধূলিতলে
এই নিত্য অবনতি, দণ্ডে পলে পলে
এই আত্ম-অবমান, অন্তরে বাহিরে
এই দাসত্বের রজ্জু, ত্রস্ত নতশিরে
সহস্রের পদপ্রান্ততলে বারম্বার
মনুষ্যমর্যাদাগর্ব চিরপরিহার

এ বৃহৎ লজ্জারাশি চরণ আঘাতে
চূর্ণ করি দূর করো। মঙ্গলপ্রভাতে
মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে
উদার আলোক-মাঝে উন্মুক্ত বাতাসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশনায়ক রাজা রামমোহন রায়

জন্ম : মে ১০, ১৭৭৫   মৃত্যু : সেপ্টেম্বর ২৭, ১৮৩৩

ভারতীয় নবজাগরণের জনক ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ ও কন্যাপণের বিরুদ্ধে যুগান্তকারী আন্দোলন ও আইন প্রণয়নের পথ সুগম করে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমর হয়ে রয়েছেন। ৭০টি পুস্তকের প্রণেতা রামমোহন বাংলা গদ্যের অন্যতম পথিকৃৎ। কয়েকটি পত্রপত্রিকাও তিনি সম্পাদনা করেন। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি ও ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। উদারহৃদয় এই মহামনীষীর বহু শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও অনেক ভাষায় সুগভীর জ্ঞান ছিল। দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত হয়ে তিনি তাঁর দৌত্যে বিলাত যাত্রা করেন। ফরাসী বিপ্লব তাঁকে সবিশেষ অনুপ্রাণিত করে। তাই তিনি ফ্রান্সেও গমন করেন। মৌলিক চিন্তা, সংস্কারমুক্ত মন ও অপরিমেয় পাণ্ডিত্য রামমোহন চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বৃস্টলে তাঁর জীবনাবসান হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

জন্ম সেপ্টেম্বর ২৬, ১৮২০ — মৃত্যু জুলাই ২৯, ১৮৯১

বাংলার সর্বজনপূজ্য মহামনীষী। বিধবাবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল তাঁরই কর্মকুশল আন্দোলনের ফলে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনা, সংস্কৃত কলেজে অধ্যক্ষতা ও কিছুকাল তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাজ করেন। বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' থেকে বাঙালীর শিক্ষাজীবন সুরু হয়। ব্যাকরণ কৌমুদী, শকুন্তলা, উত্তররাম চরিত প্রভৃতি বিস্তর গ্রন্থ রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। দেশের শিক্ষা সম্প্রসারণে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা অসীম; বহু বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা, বহুবিধ জনহিতকর কাজে স্বোপার্জিত বিপুল অর্থ মুক্তহস্তে দান করে তিনি শুধু অনন্য দৃষ্টান্তই রেখে যাননি, নিজের জীবনও উৎসর্গ করেছেন। দয়া, প্রেম ও পাণ্ডিত্যই বিদ্যাসাগর চরিতের শেষ কথা নয়; অজেয় পৌরুষ ও অক্ষয় মনুষ্যত্বের তিনি ছিলেন এক মূর্ত প্রতীক।
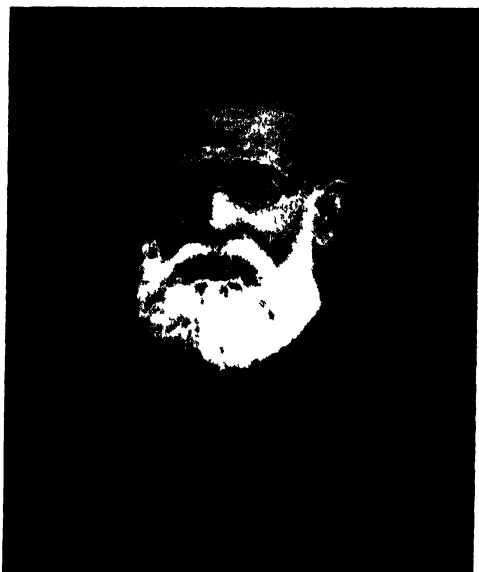
দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : নভেম্বর ১০, ১৮৪৮ মৃত্যু : আগস্ট ৬, ১৯২৫

জাতীয়তাবাদের উদ্‌গাতা ও কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা এবং পরে 'বেঙ্গলী' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। তৎপূর্বে তিনি সিভিল সার্ভিসের পদ পরিত্যাগ করেছিলেন। একাধিকবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্বের দায়ে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯১৮ সাল থেকে তিনি 'মডারেট' দলের মুখপাত্র হন ও তদানীন্তন বাংলা সরকারের মন্ত্রীসভায় যোগদান করেন। বাংলা দেশের স্বায়ত্তশাসন উন্নয়নে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অসাধারণ বাগ্মী ও নির্ভীক চরিত্রের এই জননেতা শিক্ষা প্রসারকল্পে রিপন কলেজ প্রতিষ্ঠা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভূত অর্থদান করেন। তাঁর লেখা 'A nation in making' গ্রন্থটি জাতীয় ইতিহাসের একটি দলিল বিশেষ।
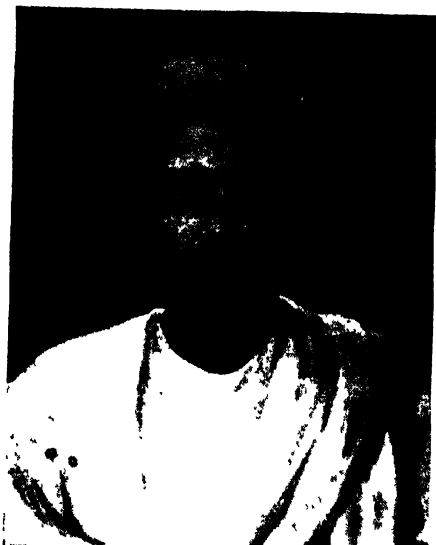
দেশনায়ক বালগঙ্গাধর তিলক

জন্ম : জুলাই ২৩, ১৮৫৬ মৃত্যু : আগস্ট ১, ১৯২০

সুবিখ্যাত মনীষী ও রাজনীতিক বালগঙ্গাধর ১৯০৭-এ কংগ্রেসে চরমপন্থী দল গঠন করেন ও হোমরুল আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন ও 'মারাঠা' ও 'কেশরী' পত্রিকার সম্পাদনা তাঁকে জনপ্রিয় করে তোলে। ১৯০৮-এ রাজদ্রোহের দরুন তিনি কারারুদ্ধ হন। লোকমান্য নামে অভিহিত সর্বভারতীয় এই জননায়ক 'গীতারহস্য', 'Arctic Home in the Vedas' প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন।

দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পাল

জন্ম : নভেম্বর ৭, ১৮৫৮ মৃত্যু : মে ২০, ১৯৩২

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের চরমপন্থী ত্রয়ী—লাল-বাল-পালের অন্যতম বিপিনচন্দ্র ভারতীয় রাজনীতিতে আধুনিক চিন্তাধারা ও যুক্তিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেছিলেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের বিরোধীতায় সুরেন্দ্রনাথ ও অরবিন্দের সহকর্মী বিপিনচন্দ্র সারা দেশ পরিভ্রমণ করে স্বরাজের মন্ত্র প্রচার করেন। ১৯০৭-এ তিনি কাবারুদ্ধ হয়েছিলেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী বিপিনচন্দ্র 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'Indian Nationalism' এবং 'Nationality and Empire' প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এই মনীষীর প্রগাঢ় জ্ঞান ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : মে ৭, ১৮৬১ মৃত্যু : আগস্ট ৭, ১৯৪১

সার্বভৌম কবি ও ভারতীয় নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক। বংগ-ভংগ রোধ আন্দোলন ও স্বদেশী যুগ থেকেই তাঁর ভারতীয় রাজ-নীতির সংগে প্রত্যক্ষ সংযোগ। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্যে নোবেল পুরস্কার অর্জন ও জগৎসভায় নিরন্তর ভারতের বাণী বহন করে তিনি দেশমাতৃকার হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও রাষ্ট্রদর্শন ছিল মানবতন্ত্রী। তিনি জাতীয় ভাবধারায় দেশকে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। জাতীয় শিক্ষার প্রসারকল্পে তিনি বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যার প্রতিবাদে তিনি 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন। বক্সার জেলের বন্দীদের তিনি অভিনন্দিত করেন ও হিজলী বন্দীনিবাসে রাজবন্দীদের উপর গুলিবর্ষণের প্রতি-বাদে আহূত সভায় পৌরোহিত্য করেন। বিশ্বজনীনতার তিনি ছিলেন এক নিষ্ঠাবান পূজারী। তাই সারা বিশ্বেই তাঁর জয়ধ্বনি। স্বাধীন ভারত কবিগুরু রচিত গানকে জাতীয় সংগীতে পরিণত করেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ

জন্ম জানুয়ারী ১২, ১৮৬৩ মৃত্যু জুলাই ৪, ১৯০২

বৈদান্তিক ও বিপ্লবী সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য বিবেকানন্দ জগৎসভায় ভারতীয় বাণীর প্রথম সার্থক উদ্‌গাতা। যৌবনের প্রারম্ভে নবগোপাল মিত্রের জাতীয় মহামেলায় তাঁর প্রথম রাজনৈতিক সংযোগ। নিজেকে তিনি 'সোসালিস্ট' বলে অভিহিত করেন। তাঁরই শিষ্যা নিবেদিতা বাংলার বিপ্লবে অন্যতম কর্ণধার ছিলেন। ভারতীয় নবজাগরণের পথপ্রদর্শনকারী বিবেকানন্দ উত্তর-কালে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে ছিলেন চিন্তা ও প্রেরণার উৎস। আধ্যাত্মিক চিন্তা ও সমাজচেতনার বিকাশ এবং জনহিতকর কাজের জন্যে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তুঙ্গ মননের অধিকারী বিবেকানন্দের কালজয়ী বক্তৃতা ও রচনাবলী তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞান উদ্‌ভাসিত জীবন দর্শনের চিরায়ত আলেখ্য।• সংক্ষিপ্ত কর্মবহুল জীবনে এবং দেশবাসীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক বিপ্লব সাধনায় তাঁর মন্ত্র ছিল 'অসতো মা সদ্গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়'।
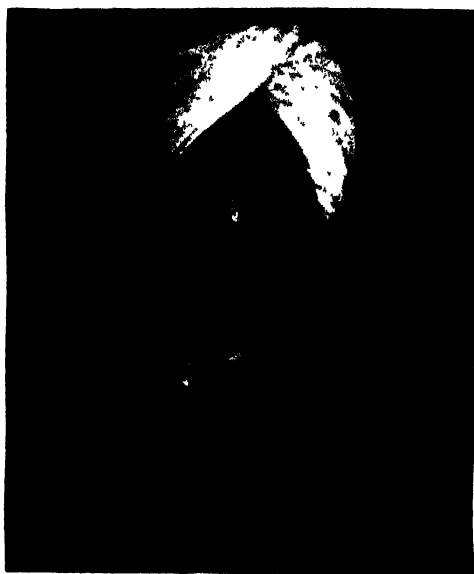
দেশনায়ক লালা লাজপৎ রায়

জন্ম . জানুয়ারী ২৮, ১৮৬৫ মৃত্যু · নভেম্বর ১৭, ১৯২৮

'পাঞ্জাবকেশরী' নামে অভিহিত লালা লাজপৎ রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মান্দালয়ে নির্বাসিত হন। চরমপন্থী ত্রয়ী · লাল-বাল-পালের অন্যতম লালা লাজপৎ রাজনৈতিক প্রচারের জন্যে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯১৯-এ তিনি কলিকাতা কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছিলেন। অতঃপর পুণায় তিনি কারারুদ্ধ হন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় তিনি স্বরাজ্য দলের অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি ভারতের সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী ও আর্য সমাজের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শ্রীমতী মেয়োর কুখ্যাত Mother India গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে Unhappy India গ্রন্থটি লিখে তিনি জাতির অভিনন্দন পেয়েছিলেন। ভারতের চিন্তানায়কদের অন্যতম লাজপৎ রায় বহু অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে লাঠির আঘাতে গুরুতর আহত হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

দেশনায়ক গোপালকৃষ্ণ গোখলে

জন্ম : মে ৯, ১৮৬৬ মৃত্যু : ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯১৫

অর্থনীতি ও রাজনীতি জ্ঞানে সুপণ্ডিত গোপালকৃষ্ণ ১৯০৫-এ বারাণসীতে ভারতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। Servants of India Society-র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তিনি দীর্ঘকাল বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য ছিলেন। তিনি একসময় সাপ্তাহিক 'সুধারক' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। কংগ্রেসের উদারনৈতিক দলের অন্যতম নেতা গোখলে ভারতীয় নবজাগরণের পথপ্রদর্শক ছিলেন।

ভগিনী নিবেদিতা

জন্ম : অক্টোবর ২৮, ১৮৬৭ মৃত্যু অক্টোবর ১৩, ১৯১১

বৈদান্তিক সন্ন্যাসিনী ও বিদুষী সমাজসেবিকা। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হয়ে ভারতে আগমন করেন। নিবেদিতা নাম স্বামিজীর দেওয়া। জাতিতে আইরিস ছিলেন; পূর্বনাম মার্গারেট নোবল। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ও তৎকালীন বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় সংযুক্ত হন। বাংলাদেশের শিক্ষা ও সমাজোন্নয়নে নিবেদিতার বিশেষ অবদান আছে। নারীকল্যাণ কার্যে তাঁর উৎসাহ ছিল সর্বাধিক। নিবেদিতা স্কুল তিনি স্থাপন করেন। শিল্পসাহিত্যেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম, ইতিহাস ও জীবনধারা সম্পর্কে নিবেদিতা বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। Foot-falls of Indian History, Cradle Tales of Hinduism, Religion and Dharma প্রভৃতি গ্রন্থ নিবেদিতার গভীর পাণ্ডিত্য ও সংবেদনশীল মনের পরিচায়ক।

মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

জন্ম অক্টোবর ২, ১৮৬৯ মৃত্যু : জানুয়ারী ৩০, ১৯৪৮

স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরোগামী ও জাতির জনক। ব্যারিস্টারী পাশ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় যুগপৎ আইন ব্যবসায় ও রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত হন। তলস্তয়ের চিন্তা তাঁকে প্রভাবিত করে। ভারতে ফেরার পর খিলাফৎ আন্দোলন থেকে শুরু করে অসহযোগ, লবণ, আইন-অমান্য ও ভারত-ছাড় আন্দোলন অবধি স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে ছিল গান্ধীজীর নেতৃত্ব। কয়েকবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন ও বহুবার তাঁকে কারারুদ্ধ ও অন্তরীণ করা হয়। অহিংস-অসহযোগ, সত্যাগ্রহ ও অনশন ছিল তাঁর কর্মপন্থা। রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করেন। বহু মূল্যবান গ্রন্থের প্রণেতা গান্ধীজীর জীবন ও রাষ্ট্রদর্শন ছিল আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ। সর্ব ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনার্থ তিনি শেষ পর্যন্ত প্রাণবলি দেন। সর্বোদয় মতবাদের প্রবর্তক ও শান্তির প্রতীক মহাত্মা গান্ধীকে সারা বিশ্বই প্রণতি জানায়।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

জন্ম নভেম্বর ৫, ১৮৭০ মৃত্যু জুন ১৬, ১৯২৫

স্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বজনবন্দিত অধিনায়ক। নবভারতের দ্রষ্টা চিত্তরঞ্জন বিলাতে ছাত্রাবস্থায় দাদাভাই নৌরজীর সান্নিধ্যে আসেন। ব্যারিস্টারী পাশ করে আইন ব্যবসায় ও দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। আলিপুর বোমার মামলায় শ্রীঅরবিন্দর মুক্তিসাধন করেন। অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে যুক্ত হন এবং পরে মতপার্থক্য হেতু স্বরাজ্য দল গঠন করেন। একাধিকবার তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাজরোষে তাঁর 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকাটি তিনি নামান্তরিত করেন 'লিবার্টি' নামে। কলিকাতার তিনি প্রথম মেয়র। 'সাদার পরিবর্তে কালোর আমলাতন্ত্র চাই না'—এটি তাঁর বিখ্যাত উক্তি। গয়া কংগ্রেসে তিনি ছিলেন সভাপতি। মৌলিক চিন্তা ও সুদৃঢ় নেতৃত্বের জন্যে ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর স্থান অনন্যসাধারণ। নিজেকে নিঃশেষ করে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা দান করেন। 'নারায়ণ' পত্রিকার সম্পাদনা এবং 'মালঞ্চ', 'সাগর সংগীত' প্রভৃতি দেশবন্ধুর সাহিত্য প্রতিভার নিদর্শন।

বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষ

জন্ম আগস্ট ১৫, ১৮৭২ মৃত্যু : ডিসেম্বর ৫, ১৯৫০

স্বদেশী যুগের অগ্নিমন্ত্রের উদ্‌গাতা ও দার্শনিক। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনের সময় বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করে তিনি কাউন্সিল অব ন্যাশন্যাল এডুকেশনের অধ্যক্ষ হন। এই সময় তিনি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকাটির সম্পাদনা শুরু করেন। ১৯০৮-এ সন্ত্রাসবাদী বলে অভিযুক্ত হন। মামলা পরিচালনা করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। বিচারে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। অতঃপর তিনি কর্মযোগিন নামে ইংরেজীতে একটি পত্রিকা সম্পাদনা আরম্ভ করেন। ক্রমে চিন্তায় পরিবর্তন আসার ফলে তিনি আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পণ্ডিচেরীতে একটি আশ্রম স্থাপন করেন। চিন্তাজগতে শ্রীঅরবিন্দ একটি নূতন দিকের সূচনা করেছেন। তাঁর জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থাবলীর মধ্যে Life Divine, The message of the Gita, Mother India প্রভৃতি পুস্তক ভারতীয় দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তার ভাণ্ডারে মূল্যবান সংযোজন।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

জন্ম : ফেব্রুয়ারী ২২, ১৮৮৫ মৃত্যু জুলাই ২২, ১৯৩৩

সুবিখ্যাত দেশনায়ক। ব্যারিস্টারী ছেড়ে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। শ্রমিক আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্যে তিনি স্ত্রী নেলী সেনগুপ্তসহ কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। চিত্তরঞ্জন স্বরাজ্য দল গঠন করলে তিনি তাতে যোগ দেন। পাঁচবার তিনি কলিকাতার মেয়র হন। চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। ১৯২৮-এ তিনি কলিকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন। রেঙ্গুন ও জালিয়ানওয়ালাবাগে আপত্তিকর বক্তৃতার জন্যে তিনি কারারুদ্ধ হন। গোলটেবিল বৈঠকের সময় তিনি বিলাত যান ও ফেরবার পথে জাহাজে বন্দী হন। যারবেদা জেল ও পরে দার্জিলিঙ ও রাঁচিতে তাঁকে রাখা হয়। শীর্ষস্থানীয় এই জনপ্রিয় নেতাকে লোকে "দেশপ্রিয়" নামে ভূষিত করে।

বিপ্লবী নায়ক মানবেন্দ্রনাথ রায়

জন্ম · ফেব্রুয়ারী ২২, ১৮৮৯ মৃত্যু : জানুয়ারী ২৫, ১৯৫৪

বিশ্ববিপ্লবী ও দার্শনিক। নবমানবতাবাদ দর্শনের জনক। বাঘা যতীনের সহকর্মী ছিলেন। অস্ত্র আমদানি করে গণঅভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে মেক্সিকোয় চলে যান। সেখানে তিনি রাশিয়ার বাইরে পৃথিবীর প্রথম কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন করেন। পরে লেনিনের আহ্বানে মস্কোয় যান ও কম্যুনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের শীর্ষনেতৃত্বে অন্তর্ভুক্ত হন। বিপ্লবকর্মের উপদেষ্টা হিসাবে চীনদেশে প্রেরিত হন। মস্কোয় প্রত্যাবর্তনের পর স্টালিনের সহিত তাঁর মতবিরোধ ঘটে। গোপনে ভারতে ফিরে এলে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। যুদ্ধনীতি সম্পর্কিত বিরোধের জন্যে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে র‍্যাডিক্যাল পার্টি গঠন করেন। পরে পার্টিহীন রাজনীতি মতের প্রবর্তক হিসাবে ঐ পার্টি ভেঙ্গে দেন। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক এবং অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থের প্রণেতা মানবেন্দ্রনাথ সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের অন্যতম।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু
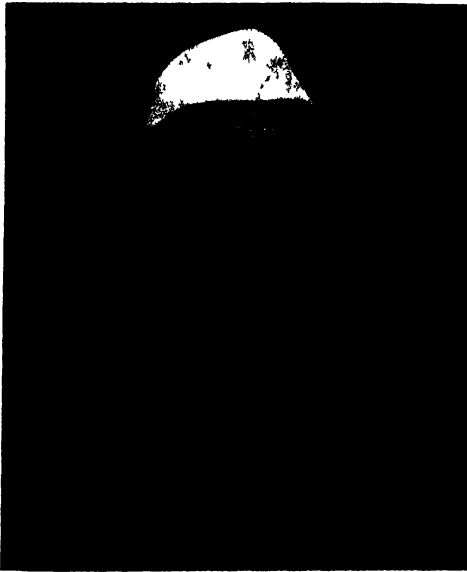
জন্ম · নভেম্বর ১৪, ১৮৮৯ মৃত্যু মে ২৭, ১৯৬৪

মুক্তি সংগ্রামের অবিসংবাদিত অধিনায়ক ও নবীন ভারতের স্থপতি। সমকালীন বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় রাজনীতিকদের অন্যতম জওহরলাল যৌবনে ব্যারিস্টারী পাশ করার পর পিতা মতিলাল ও গান্ধীজীর অনুগামী হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। সাতবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছেন। দীর্ঘকাল কেটেছে তাঁর কারাগারে। কারাজীবনেই রচিত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি। ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল বিশ্বের রাজনীতিতে ভারতের অধিকার ও মর্যাদাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত জওহরলাল ছিলেন বিশ্বশান্তির প্রতীক ও সহাবস্থান নীতির কাণ্ডারী। ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো ও পরিকল্পিত পথে বৈষয়িক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় নেহরুর ভূমিকা অবিস্মরণীয়।
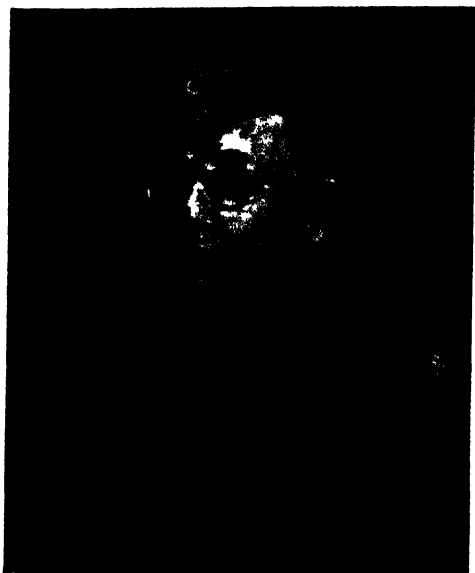
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

জন্ম জানুয়ারী ২৩, ১৮৯৭

মুক্তিযুদ্ধের অগ্রাধিনায়ক ও বীরশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। সিভিল সার্ভিসের লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। বিবেকানন্দ ও দেশবন্ধুর ভাবভূমিতে ভূমিষ্ঠ চিন্তানায়ক সুভাষচন্দ্র কলিকাতা পৌরসভার চীফ একজিকিউটিভ অফিসার এবং পরে মেয়র পদ অলংকৃত করেন। আটবার তিনি কারারুদ্ধ ও একবার বর্মায় নির্বাসিত হয়েছিলেন। হরিপুরা ও ত্রিপুরী কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন। নীতিগত বিরোধ হওয়ায় কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন ও পরে ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন। অন্তরীণ অবস্থায় তিনি গোপনে জার্মানী চলে যান এবং সেখান থেকে জাপানে উপনীত হন। জাপানে তিনি আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ সেনাদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নেতাজীর পরিচালনায় আজাদ হিন্দ বাহিনী বর্মার ভিতর দিয়ে ইংরেজদের হটিয়ে ভারতের পূর্ব প্রান্ত ভেদ করে। কর্মযোগী সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জনমনের প্রাণপ্রতিম।

সাহিত্য

"ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়-গান
আসি' অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতের করিবে ত্রাণ!
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার!"
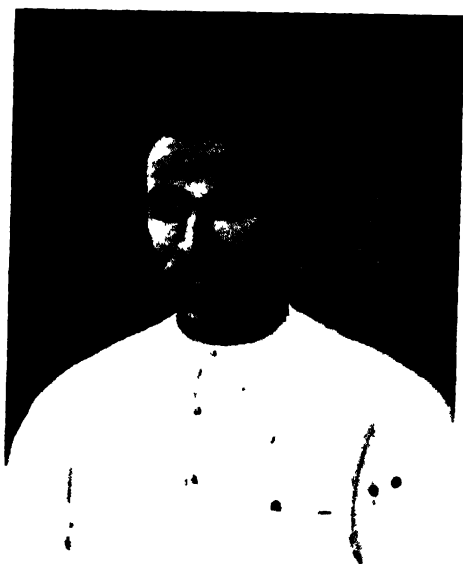
—নজরুল ইসলাম

শহীদ অতুল সেন

জন্ম :

মৃত্যু : ১৯৩৩

'দূর হতে কী শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন
ওরে উদাসীন—
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।'

বিপ্লবী শহীদ। ছাত্রাবস্থায় বৈপ্লবিক কার্যকলাপে সংযুক্ত হন। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক মিঃ ওয়াটসনকে নিধন প্রচেষ্টার পর পুলিশের কবল থেকে সঙ্গীদের রক্ষার্থে ও ধরা না দেবার জন্যে স্বহস্তে পটাসিয়াম সাইনাইড সেবনে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহীদ অনন্তহরি মিত্র

জন্ম | মৃত্যু আগস্ট ২৭, ১৯২৬

'বাহুবন্যাতরঙ্গের বেগ
বিষশ্বাসঝটিকার মেঘ
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল করা মরণে মরণে আলিঙ্গন—

বিপ্লবী শহীদ। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ভূপেন ব্যানার্জীকে আলিপুর জেলে হত্যার জন্যে তাঁর ও প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর ফাঁসি হয়।
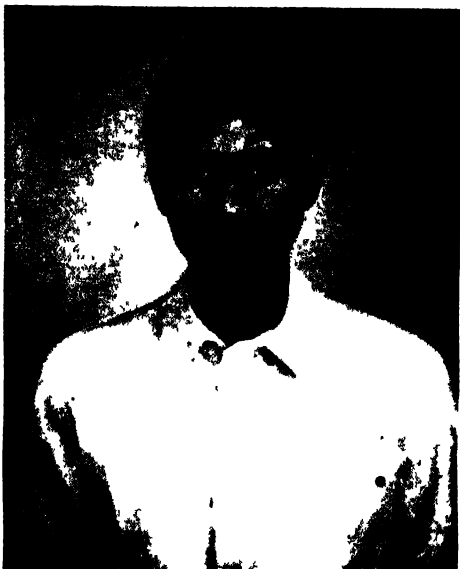
শহীদ অনাথবন্ধু পাঁজা

জন্ম : মৃত্যু : সেপ্টেম্বর ২, ১৯৩৩

'ওরই মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কাণ্ডারী,
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ।'

বিপ্লবী শহীদ। মেদিনীপুর খেলার মাঠে ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড প্রদানকালে সশস্ত্র রক্ষী ও পুলিশ বাহিনী কর্তৃক তিনি নিহত হন।

শহীদ অনিলকুমার দাস

জন্ম : জুন ৮, ১৯০৬ মৃত্যু : জুন ১৭, ১৯৩২

'পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা-কেনা
আর চলিবে না।
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি'

বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্যে কারারুদ্ধ হন। বিপ্লবীদের সন্ধান জানার জন্যে ঢাকা জেলে তাঁর উপর নির্মম নির্যাতন চলে। ফলে কারাগারে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহীদ অনুজা সেন

জন্ম জুন, ১৯০৫ মৃত্যু আগষ্ট, ১৯৩০

'বান্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
'তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর-পানে
দিতে হবে পাড়ি।'
তাড়াতাড়ি
তাই ঘর ছাড়ি
চারি দিক হতে ওই দাঁড় হাতে ছুটে আসে দাঁড়ী।'

বিপ্লবী শহীদ ছাত্রাবস্থায় খুলনায় যুগান্তর দলে যোগদান করেন। সংগঠনী কার্যে তাঁকে রংপুরে প্রেরণ করা হয়। পরে কলকাতায় এসে কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে মারার জন্যে তিনজন সঙ্গীসহ তিনি ডালহৌসী স্কোয়ারে যান। দুর্ভাগ্যবশতঃ নিক্ষিপ্ত বোমায় তিনি স্বয়ং নিহত হন।

শহীদ অপূর্ব সেন

জন্ম :   মৃত্যু জুন, ১৯৩২

'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার
খুলিতে বিলম্ব কত আর'
এ কথা শুধায় সবে
ভীত আর্তরবে
ঘুম হতে অকস্মাৎ জেগে।'

বিপ্লবী শহীদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর ইংরেজ সেনানীদের সঙ্গে ধলঘাটে সম্মুখযুদ্ধে নিহত হন।

শহীদ অমলেন্দু ঘোষ

জন্ম : ডিসেম্বর ১৯, ১৯২৬ মৃত্যু : জানুয়ারী ২২, ১৯৪৭

'ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘে
কালোয় ঢেকেছে আলো, জানে না তো কেউ'

বিপ্লবী শহীদ। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে ময়মনসিংহের ছাত্রগণ ভিয়েতনাম দিবস পালন করেন। ঐ সময় পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে আদালতের প্রাঙ্গনে ছাত্রগণ সমবেত হয়। ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণে অমলেন্দুর মৃত্যু ঘটে।
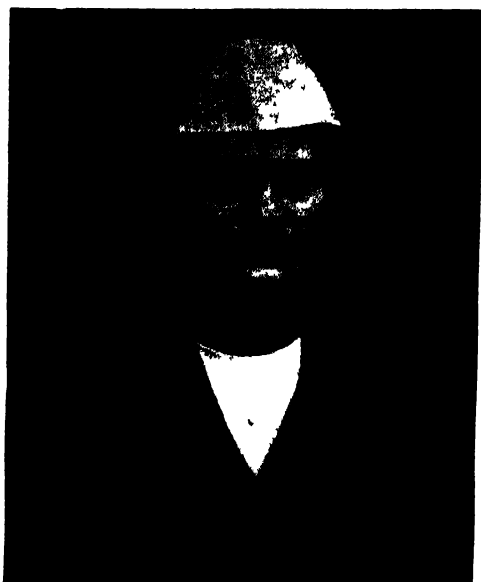
শহীদ আবদুল করিম গোলাম জিলানী

জন্ম : অক্টোবর ২৫, ১৯০৪ | মৃত্যু ফেব্রুয়ারী ১০, ১৯৩২

'রাত্রি আছে কি না আছে, দিগন্তে ফেনায়ে উঠে ঢেউ—
তারি মাঝে ফুকারে কাণ্ডারী—'

একুশ সনে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। পাটনার সদাকৎ আশ্রম থেকে শিক্ষালাভ করে কংগ্রেসের কাজে নিজকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োগ করেন। ১৯৩২-এ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ধৃত হয়ে ঢাকা জেলে কারারুদ্ধ হন। জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সর্তাধীনে মুক্তি নিতে অস্বীকার করায় কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন।
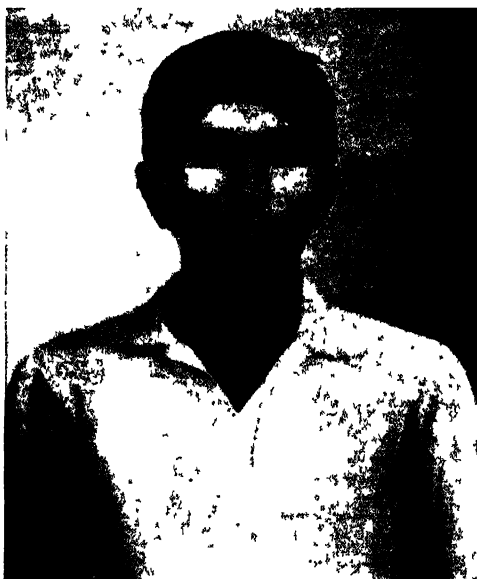
শহীদ আশুতোষ কুইলা

জন্ম : মৃত্যু : সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৪২

'তারি মাঝে ফুকারে কান্ডারী—
'নূতন সমুদ্রতীরে তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি।'
বাহিরিয়া এল কারা ? মা কাঁদিছে পিছে,
প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে।'

বীর শহীদ। ১৯৪২-এ আগস্ট আন্দোলনে মহিষাদল পুলিশ থানা আক্রমণকালে কুইলা পুলিশের গুলিতে নিহত হন।
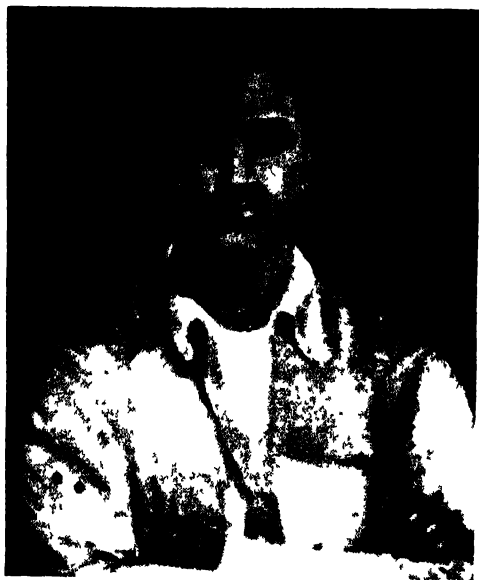
শহীদ আসফাকুল্লা

জন্ম :   মৃত্যু ডিসেম্বব, ১৯২৯

'ঝড়েব গর্জন-মাঝে
বিচ্ছেদেব হাহাকাব বাজে;
ঘরে ঘরে শূন্য হল আবামেব শয্যাতল,'

খ্যাতনামা বিপ্লবী শহীদ। ইউ-পি'র কাকোরী ষড়যন্ত্র পরি-চালনার জন্যে তাঁর ফাঁসী হয়।
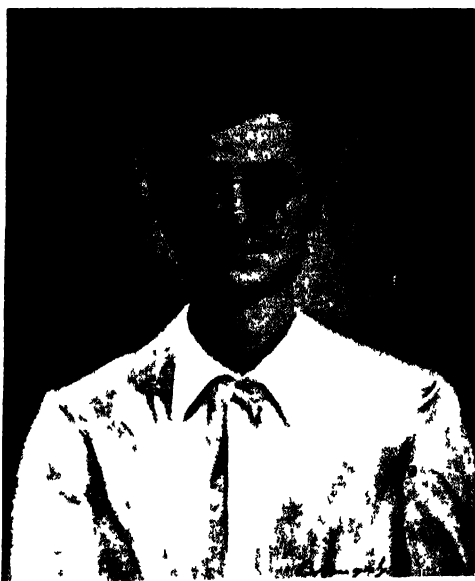
শহীদ কানাইলাল দত্ত

জন্ম সেপ্টেম্বর, ১৮৮৭ | মৃত্যু নভেম্বর ১০, ১৯০৮

যাত্রা করো যাত্রা করো যাত্রীদল'
উঠেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ'।'

বিখ্যাত শহীদ। গুপ্ত সমিতির সক্রিয় সদস্য হিসাবে বিচারাধীনে কারারুদ্ধ হন। ঐ কারাগারে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে তিনি হত্যা করে বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

শহীদ ক্ষুদিরাম বসু

জন্ম ডিসেম্বর ৩, ১৮৮৯ মৃত্যু আগস্ট ১১, ১৯০৮

'মৃত্যু ভেদ করি
দুলিয়া চলেছে তরী।
কোথায় পৌঁছিবে ঘাটে, কবে হবে পার,
সময় তো নাই শুধাবার।'

বীর বিপ্লবী শহীদ। ১৯০২-এ মেদিনীপুরে গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করেন। বিলাতী পণ্য বর্জন, স্বদেশী প্রচার প্রভৃতি কার্যে সক্রিয়তার দরুন পুলিশের নির্যাতন ভোগ করেন। যুগান্তর দল কর্তৃক তিনি মজঃফরপুরে প্রেরিত হন। উদ্দেশ্য সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট্ কিংসফোর্ডকে হত্যা। উদ্দেশ্য সফল হয়নি; ভিন্ন ব্যক্তি বোমায় নিহত হয়। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

শহীদ গুণধর হাজরা

জন্ম : মৃত্যু : ১৯২২

'এই শুধু জানিয়াছে সার,
তরঙ্গের সাথে লড়ি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী'

শহীদ ও বিশিষ্ট দেশসেবক। মেদিনীপুরের নিরলস কংগ্রেস-কর্মী ছিলেন। বিশ দশকের আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় কারারুদ্ধ হন এবং কারাগারে মৃত্যু ঘটে।

শহীদ গোপীনাথ সাহা

জন্ম :　　　　　　　　　　　　　　　　মৃত্যু　মার্চ ১, ১৯২৪

'টানিয়া রাখিতে হবে পাল,
আঁকড়ি ধরিতে হবে হাল,
বাঁচি আর মরি
বাহিয়া চলিতে হবে তরী।
এসেছে আদেশ—
বন্দরের কাল হল শেষ।'

বিপ্লবী শহীদ ও রাজনৈতিক কর্মী। কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ডে নামক অপর এক শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিকে গুলিবিদ্ধ করেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

শহীদ চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী

জন্ম মৃত্যু :

> অজানা সমুদ্রতীব, অজানা সে দেশ—
> সেথাকার লাগি
> উঠিযাছে জাগি
> ঝটিকাব কণ্ঠে কণ্ঠে শূন্যে শূন্যে প্রচণ্ড আহ্বান'।

বিপ্লবী শহীদ। যতীন মুখার্জীব সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম কর্মী ছিলেন। বালেশ্বরে সম্মুখযুদ্ধে তিনি নিহত হন।
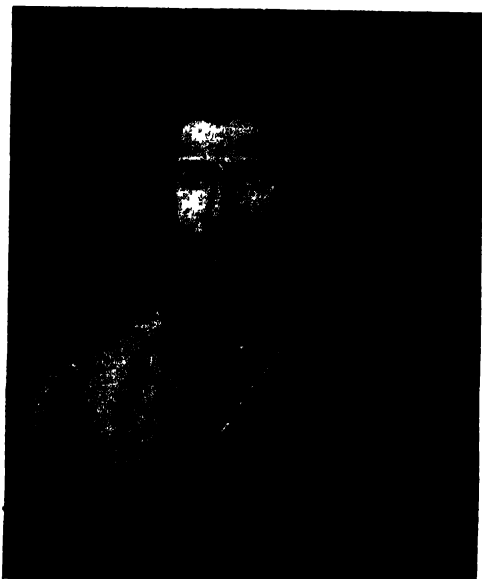
শহীদ চিত্তরঞ্জন মুখার্জী

জন্ম : অক্টোবর, ১৯১৯ মৃত্যু : সেপ্টেম্বর ২৭, ১৯৪৩

'মরণের গান
উঠেছে ধ্বনিয়া পথে নবজীবনের অভিসারে
ঘোর অন্ধকারে।'

বীর শহীদ। মাদ্রাজ বন্দরে উপকূল প্রতিরক্ষা বাহিনীর মভ্যন্তরে ১৯৪৩-এ বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁর ফাঁসি হয়।

শহীদ জীবন ঘোষাল

জন্ম জুন, ১৯১২ — মৃত্যু সেপ্টেম্বর ১ ১৯৩১

যত দুঃখ পৃথিবীর, যত পাপ যত অমঙ্গল,
যত অশ্রুজল
যত হিংসাহলাহল
সমস্ত উঠেছে তরঙ্গিয়া
কূল উল্লঙ্ঘিয়া
ঊর্ধ্ব আকাশেরে ব্যঙ্গ করি।'

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর বিপ্লবী শহীদ। মাখন নামে পরিচিত এই কিশোর বিপ্লব কর্মের জন্যে প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করতেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর পুলিশের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষে তিনি নিহত হন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বৎসর।
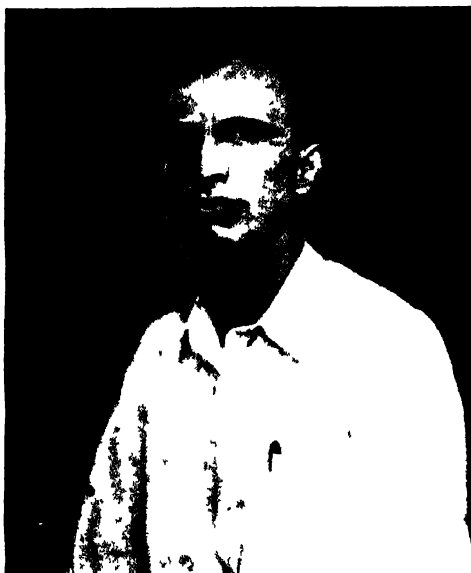
শহীদ তারকেশ্বর দস্তিদার

জন্ম মৃত্যু জানুয়ারী ১৯৩৪

'তবু বেয়ে তরী
সব ঠেলে হতে হবে পার,
কানে নিয়ে নিখিলের হাহাকার,
শিরে লয়ে উন্মত্ত দুর্দিন,
চিত্তে নিয়ে আশা অন্তহীন।'

বীর শহীদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম সৈনিক এবং মাস্টারদার সঙ্গীরূপে বহু খণ্ডযুদ্ধে বিজয়ী বীর তারকেশ্বর মাস্টারদার সহিত ধৃত হয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। চট্টগ্রাম জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

শহীদ তারকেশ্বর সেন

জন্ম　　　　　　　　　　　　মৃত্যু সেপ্টেম্বর ১৬ ১৯৩১

হে নির্ভীক দুঃখ অভিহত
ওরে ভাই কার নিন্দা কর তুমি　মাথা করো নত।
এ আমার তোমার পাপ।
বিধাতার বক্ষে এই তাপ
বহু যুগ হতে জমি বায়ুকোণে আজিকে ঘনায়—'

হিজলী বন্দীশালায় নিরস্ত্র রাজবন্দীদের উপর জেল কর্তৃপক্ষ গুলিবর্ষণ করার ফলে তারকেশ্বর নিহত হন।
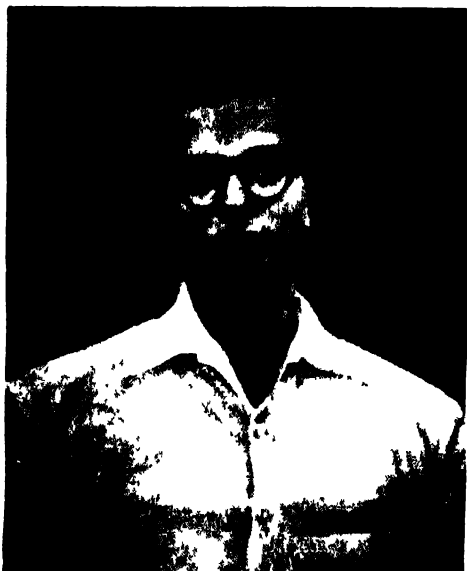
শহীদ তারাদাস ভট্টাচার্য

জন্ম মৃত্যু

'ভীরুর ভীরুতাপুঞ্জ, প্রবলের উদ্ধত অন্যায়,
লোভীর নিষ্ঠুর লোভ,
বঞ্চিতের নিত্য চিত্তক্ষোভ'

বিপ্লবী শহীদ। ছাত্রাবস্ত্রায় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। প্রথমে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দলে ছিলেন। শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃত্বে তারাদাসের খ্যাতি সুবিদিত। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলনে তিনি কারারুদ্ধ হন। ভারত স্বাধীন হবার পর নেপালে গণঅভ্যুত্থান হয়। বাংলার বিপ্লবীদের কাছে সাহায্যের জন্য আহ্বান এল। বিস্ফোরণ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতির জন্যে তিনি নেপালে উপনীত হন। বোমা তৈরির সময় তিনি নিহত হন।
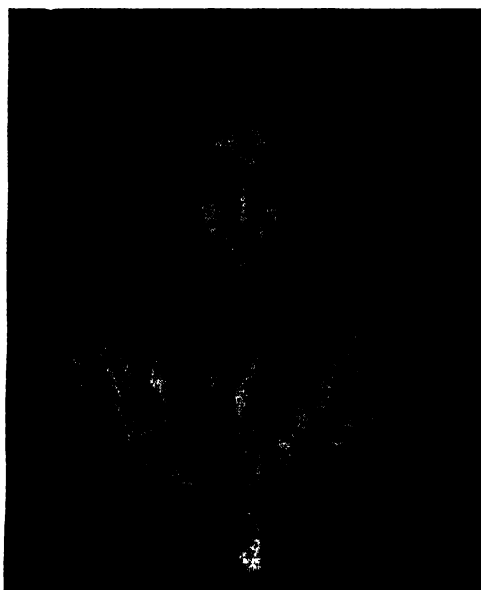
শহীদ ত্রিপুরা সেন

জন্ম মে ১২ ১৯১৩ মৃত্যু এপ্রিল ২২, ১৯৩০

'জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—
বিধাতার বক্ষ আজি বিদীরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।'

বীর শহীদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় জালালাবাদ পাহাড়ে বৃটিশ ফৌজের সঙ্গে প্রচন্ড সংগ্রামে তিনি নিহত হন।

শহীদ দীনেশ গুপ্ত

জন্ম ডিসেম্বর ৬, ১৯১১ মৃত্যু জুলাই ৭, ১৯৩১

'ভাঙিয়া পড়ুক ঝড় জাগুক তুফান,
নিঃশেষ হইয়া যাক নিখিলের যত বজ্রবাণ।'

শহীদ যুবক। ১৯৩০-এ রাইটার্স বিল্ডিংএ কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসনকে হত্যা করার অপরাধে গ্রেপ্তার হন। বিষ খেয়ে তিনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। ইংরেজ সরকার তাঁর নিকট হতে খবর বের করার জন্যে তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁর কাছ থেকে কোনও খবর পাওয়া যায় নি। প্রেসিডেন্সী জেলে তাঁর ফাঁসি হয়।

শহীদ দীনেশচন্দ্র মজুমদার

জন্ম · জ্যৈষ্ঠ ৫, ১৩১৪ মৃত্যু জ্যৈষ্ঠ ২৬, ১৩৪১

'রাখো নিন্দাবাণী রাখো আপন সাধুত্ব-অভিমান—
শুধু একমনে হও পার
এ প্রলয়-পারাবার
নূতন সৃষ্টির উপকূলে
নূতন বিজয়ধ্বজা তুলে।'

১৯৩০-এ ডালহৌসী বোমার মামলায় ধৃত হয়ে মেদিনীপুর জেলে যাবজ্জীবন কারাদন্ড ভোগ করতে থাকেন। তিনি জেল হতে পলায়ন করবার পর পুলিশের সহিত প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে ধৃত হন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত

জন্ম ডিসেম্বব ১৯১১ মৃত্যু মে ৬ ১৯৩০

'দুঃখেবে দেখেছি নিত্য পাপেবে দেখেছি নানা ছলে,
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনেব স্রোতে পলে পলে',

বিপ্লবী শহীদ। কলেজে অধ্যয়নকালে রাজনৈতিক কর্ম-তৎপবতায ব্যাপৃত হন এবং বিপ্লবী সূর্য সেনের দলে যোগদান কবেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় সশস্ত্র সংঘর্ষে তাঁর প্রাণ রক্ষা পেলেও পুলিশ তাঁকে ও তাঁর অন্যান্য সঙ্গীদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পুনরায় সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ না করে তিনি সঙ্গীগণ সহ নিজ অস্ত্রে জীবনের সমাপ্তি ঘটান।

শহীদ নগেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম : ১৮৮৫ মৃত্যু : ১৯১৮

'মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তারা সরে যায়,
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।'

বিপ্লবী শহীদ। ছাত্রাবস্থায় ঢাকায় পুলিন দাসের অনুগামী হিসাবে অনুশীলন দলে যোগদান করেন। উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কর্মসূত্রে রাসবিহারী বসুর সংস্পর্শে আসেন ও দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর নামে পরোয়ানা বেরোয়। কিন্তু তিনি সুকৌশলে আত্মগোপন করে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চালাতে থাকেন। অনতিকাল পরেই কাশী ষড়যন্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন। জেলখানায় রহস্যজনক-ভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহীদ নবজীবন ঘোষ

জন্ম মৃত্যু ১৯৩৬

আজ দেখো তাহাদের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ
তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে—
তোরে নাহি করি ভয়,'

মেদিনীপুর নিবাসী নবজীবন ফরিদপুরে অন্তরীণ হন। তথায় পুলিশের নির্যাতনে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহীদ নরেশ রায়

জন্ম　　　　　　　　　　　　　　　　　　　মৃত্যু এপ্রিল ২২, ১৯৩০

'এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য, এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব, দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।'

বীর শহীদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের অন্যতম যোদ্ধা নরেশ রায় জালালাবাদ যুদ্ধে জীবন দান করেন।
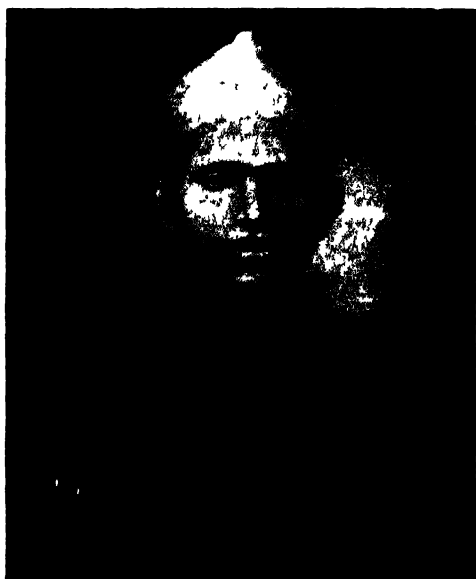
শহীদ নলিনী বাগচী

জন্ম : ১৮৯৬ মৃত্যু : জুন ১৫, ১৯১৮

'মৃত্যুর অন্তরে পশি অমৃত না পাই যদি খুঁজে,
সত্য যদি নাহি মেলে দুঃখ-সাথে যুঝে।'

বিপ্লবী শহীদ। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যোগ দেন। পুলিশের দৃষ্টি এড়াবার জন্যে বাঁকিপুর ও ভাগলপুর কলেজে অধ্যয়ন করেন। কিন্তু পরেই আত্মগোপন করতে হয়। আসামে বিপ্লবীদের কেন্দ্রে পুলিশ হানা দিলে সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। নলিনী পলায়ন করেন। পরে ঢাকার কলতাবাজারের এক গৃহে পুলিশের সঙ্গে পুনরায় গুলি বিনিময় হয় ও তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।
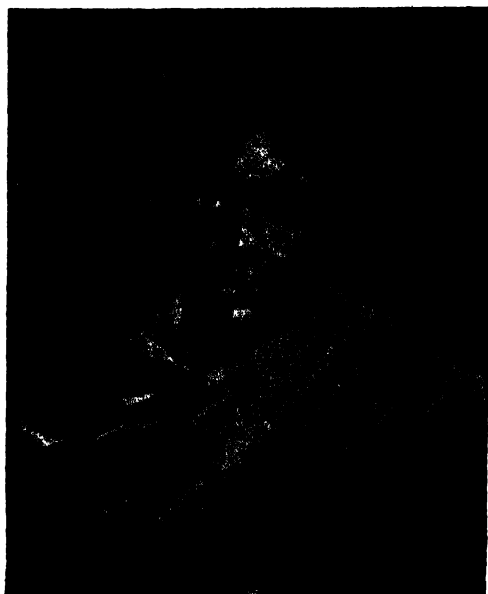
শহীদ নির্ম্মলজীবন ঘোষ

জন্ম . জানুয়ারী ১৯১৬ মৃত্যু · অক্টোবর ১৯৩৪

'পাপ যদি নাহি মরে যায়
আপনার প্রকাশ লজ্জায়,
অহংকার ভেঙে নাহি পড়ে আপনার অসহ্য সজ্জায়'

মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জকে হত্যা ষড়যন্ত্রে তিনি অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।

শহীদ নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

জন্ম : ১৮৯৬ মৃত্যু : অক্টোবর, ১৯১৫

'তবে ঘর ছাড়া সবে
অন্তরের কী আশ্বাসরবে
মরিতে ছুটিছে শত শত
প্রভাত-আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো'

বিপ্লবী শহীদ। ১৯১৩-এ ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় প্রথম অভিযুক্ত হন। ১৯১৫-এ কলিকাতায় পুলিশ কর্মচারী নিধন যজ্ঞের অন্যতম হোতা। গোয়েন্দা নিরোদ হালদার তাঁর গুলিতে নিহত হন। বুড়িবালামের তীরে বাঘা যতীনের সঙ্গে বৃটিশ সৈন্যদের সশস্ত্র সংঘর্ষে যোগ দেওয়ায় তাঁর ফাঁসি হয়।

শহীদ পঞ্চানন পালিত

জন্ম   মৃত্যু ১৯৩০

'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা
স্বর্গ কি হবে না কেনা '

দেশপ্রেমিক শহীদ। বিহার বিদ্যাপীঠ থেকে শিক্ষালাভ করেন। ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের ছাত্র ছিলেন। মেদিনীপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী অবস্থায় তৎকালীন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডী বুকে পদাঘাত করে বুকের পাঁজরা ভেঙে দেওয়ায় তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহীদ প্রভাস বল

জন্ম মৃত্যু এপ্রিল ১৯৩০

বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন

বিপ্লবী শহীদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর জালালাবাদ পাহাড়ে সম্মুখ যুদ্ধে নিহত হন।
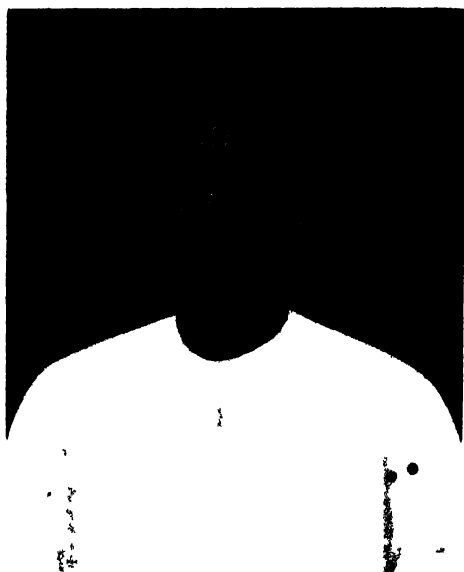
শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য

জন্ম নভেম্বর ১৩, ১৯১৩ মৃত্যু জানুয়ারী ১১, ১৯৩৩

'নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?'

ইংরেজ সরকারের পীড়ন নীতির প্রতিকারকল্পে বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাসকে প্রদ্যোৎ ও তাঁর অপর এক সহকর্মী গুলিবিদ্ধ করেন। পুলিশের হস্তে ধৃত হলে পর প্রদ্যোদের ফাঁসি হয়।
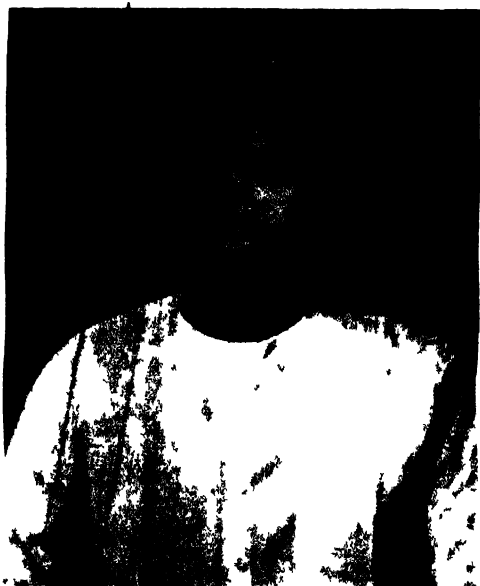
শহীদ প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী

জন্ম মৃত্যু আগস্ট, ১৯২৬

আমরা চলি সম্মুখ পানে
কে আমাদের বাঁধবে
রইল যারা পিছুর টানে
কাঁদবে তারা কাঁদবে

বিপ্লবী শহীদ। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ভূপেন ব্যানার্জীকে আলিপুর জেলে হত্যা করায় প্রমোদরঞ্জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

শহীদ প্রফুল্ল চাকী

জন্ম ডিসেম্বর, ১৮৮৮ মৃত্যু মে ১, ১৯০৮

'ছিঁড়ব বাধা রক্তপায়ে,
চলব ছুটে রৌদ্রে ছায়ে,
জড়িয়ে ওরা আপন গায়ে
কেবলি ফাঁদ ফাঁদবে,
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।'

প্রথম বিপ্লবী শহীদ। বিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলা দেশের প্রায় সকল গুপ্ত সমিতির সহিত তাঁর সংযোগ ছিল। ১৯০৬-এ রংপুরে ডাকাতির চেষ্টায় অংশ গ্রহণ করেন। আসামের ছোট লাট ফুলার সাহেবের হত্যা প্রচেষ্টায় ও আরো কয়েকটি ডাকাতি ও গুপ্তহত্যার পিছনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। মজঃফরপুরে কিংসফোর্ড হত্যায় ব্যর্থ হওয়ায় পুলিশের নিকট ধরা না দিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন।

শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

জন্ম : মে ৫, ১৯১১ মৃত্যু : সেপ্টেম্বর ২৮, ১৯৩২

'রুদ্র মোদের হাঁক দিয়েছে
বাজিয়ে আপন তূর্য।
মাথার 'পরে ডাক দিয়েছে
মধ্যদিনের সূর্য।'

বীর মহিলা শহীদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়িকা। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মাষ্টারদার (সূর্য সেন) কাছে বৈপ্লবিক শিক্ষালাভ করেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে প্রীতিলতা চট্টগ্রামের ইউরোপীয় ক্লাবের উপর বোমা নিক্ষেপ করে পুলিশের সহিত যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেন।

শহীদ বাদল (সুধীর) গুপ্ত

জন্ম ১৯১২   মৃত্যু ডিসেম্বর ৮, ১৯৩০

সাগর গিরি করব রে জয়
 যাব তাদের লঙ্ঘি।
একলা পথে করি নে ভয়,
 সঙ্গে ফেরেন সঙ্গী।'

বিপ্লবী শহীদ। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে যোগদান করেন। ইনি সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে লেফটেনান্ট পদপ্রাপ্ত হন। রাইটার্স বিল্ডিংস-এ পুলিশের কারাধ্যক্ষ সিম্পসনকে হত্যা করতে গিয়ে সশস্ত্র সংঘর্ষে আহত হন। গ্রেপ্তার এড়াবার জন্যে ঘটনাস্থলে বিষ খেয়ে জীবনের সমাপ্তি ঘটান।
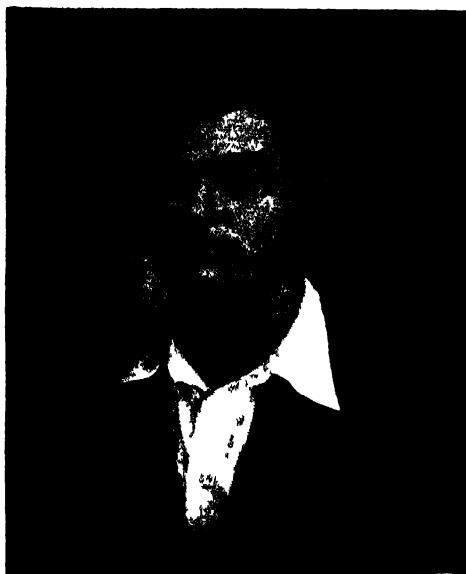
শহীদ বিনয়কৃষ্ণ বসু

জন্ম সেপ্টেম্বর ১১, ১৯০৮ মৃত্যু ডিসেম্বর ১৩, ১৯৩০

'আপন ঘোরে আপনি মেতে
আছে ওরা গন্ডী পেতে
ঘর ছেড়ে আঙিনায় যেতে
বাধবে ওদের বাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।'

বিপ্লবী শহীদ। ডাক্তারী অধ্যয়নকালে সুভাষচন্দ্রের বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলে যোগদান করেন। ঢাকায় লোমান হত্যার পর আত্ম-গোপনের সময় সঙ্গী দীনেশ গুপ্ত ও বাদল গুপ্ত সহ রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কারাধ্যক্ষ সিম্পসন ও স্বরাষ্ট্র সচিব মার-কে হত্যা করতে গিয়ে পুলিশের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষে আহত হন। বিষ খেয়ে ও নিজেকে গুলি করে আত্মহত্যার চেষ্টা তাঁর নিষ্ফল হলে তিনি ধৃত হন এবং পরে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু ঘটে।
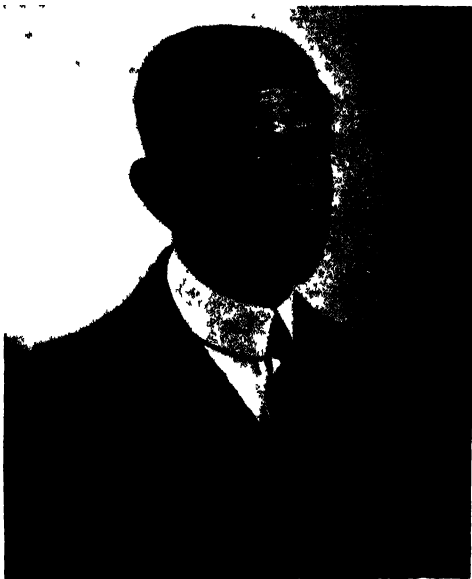
শহীদ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম অক্টোবর, ১৮৮০ মৃত্যু ডিসেম্বর ১৯৪২

'জাগবে ঈশান বাজবে বিষাণ,
পুড়বে সকল বন্ধ।
উড়বে হাওয়ায় বিজয় নিশান,
ঘুচবে দ্বিধাদ্বন্দ্ব

বিপ্লবী ও সুপণ্ডিত। সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা বীরেন্দ্রনাথ আই সি এস পরীক্ষার জন্যে বিলাতে যান। তথায় নির্বাসিত বহু ভারতীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং লন্ডন ও প্যারিসের পত্র-পত্রিকায় লিখতে সুরু করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিদেশ হতে অস্ত্র আমদানি করে ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা ও প্রচারকার্য চালানোই তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। পরে সোভিয়েট দেশে গিয়ে কম্যুনিষ্ট কার্যকলাপে যোগ দেন। সেখানেই রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহীদ ব্রজকিশোর চক্রবর্তী

জন্ম মৃত্যু অক্টোবর ২৫, ১৯৩৪

'মন ছড়ালো আকাশ ব্যেপে
আলোর নেশায় গেছি খেপে,
ওরা আছে দুয়ার ঝেঁপে,
চক্ষু ওদের বাঁধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।'

মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হয়ে তিনি ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন।

শহীদ ভগৎ সিং

জন্ম : মৃত্যু মার্চ, ১৯৩১

'মৃত্যুসাগর মথন ক'রে
অমৃতরস আনব হ'রে,
ওরা জীবন আঁকড়ে ধরে
মরণ-সাধন সাধবে।
কাঁদবে ওরা কাঁদবে।'

সর্ববিখ্যাত শহীদ। জাতিতে পাঞ্জাবী। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় এবং কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়েছিলেন, কারাগারে তিনি অনশন করেন। লাজপৎ রায়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ হিসাবে জনৈক পুলিশ অফিসারকে হত্যা করেন এবং সেন্ট্রাল এসেম্বলীতে বোমা নিক্ষেপ করে প্রতিবাদ জানান। সঙ্গীগণ সহ তাঁর ফাঁসি হয়।

শহীদ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য

জন্ম ১৯১৪ মৃত্যু ফেব্রুয়ারী ৩, ১৯৩৫

তোমার শঙ্খ ধুলায় প'ড়ে,
কেমন করে সইব?
বাতাস আলো গেল মরে,
একি রে দুর্দৈব।
লড়বি কে আয় ধ্বজা বেয়ে
গান আছে যার ওঠ না গেয়ে'

বাংলার বিপ্লবীদের শায়েস্তা করার জন্যে প্রেরিত স্যার এন্ডারসনকে দার্জিলিং-এর লেবং ঘোড়দৌড়ের মাঠে গুলিবিদ্ধ করার অভিযোগে ভবানীপ্রসাদের রাজসাহী জেলে ফাঁসি হয়।

শহীদ ভূদেবপ্রসাদ সেন (ননী)

জন্ম অক্টোবর ১৯০৫ মৃত্যু ডিসেম্বর, ১৯৪৬

চলবি যারা চল রে ধেয়ে
আয় না রে নিঃশঙ্ক।
ধুলায় পড়ে রইল চেয়ে
ওই যে অভয়শঙ্খ।

বিপ্লবী শহীদ। ছাত্রাবস্থায় ময়মনসিংহে যুগান্তর দলে যোগ দেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন হেতু বিনা বিচারে দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন। আগস্ট আন্দোলনে আত্মগোপন করে তিনি রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতেন। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রচেষ্টাকালে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তিনি নিহত হন।

শহীদ মতিলাল মল্লিক

জন্ম . ১৯১২ মৃত্যু . ডিসেম্বর ১৫, ১৯৩৪

'এবার আমার হৃদয়ক্ষত
ভেবেছিলেম হবে গত,
ধুয়ে মলিন চিহ্ন যত
হব নিষ্কলংক।
পথে দেখি ধূলায় নত
তোমার মহাশংখ।'

১৯৩৪-এ ইংরেজ সরকারের দমননীতি চরম আকার ধারণ করলে মতিলাল ও দুইজন বিপ্লবী সরকারী সৈন্য ও ভিলেজ গার্ডদের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হন। মতিলালের গুলিতে সরকারী বাহিনীর নেতা নিহত হয়। ধৃত মতিলালকে ঢাকা জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।

শহীদ মনোরঞ্জন সেন

জন্ম মৃত্যু মে ১৫, ১৯৩০

'চলেছিলেম পূজার ঘরে
 সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য।
খুঁজি সারাদিনের পরে
 কোথায় শান্তিস্বর্গ।'

চট্টগ্রাম কামারপোল যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে বিপ্লবী মনোরঞ্জনের মৃত্যু ঘটে।

শহীদ মহেন্দ্রনাথ রায়

জন্ম　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　মৃত্যু

'আরতি দীপ এই কি জ্বালা ·
　　এই কি আমার সন্ধ্যা ?
গাঁথব রক্তজবার মালা ?
　　হায় রজনীগন্ধা!'

বিপ্লবী শহীদ। বিদ্যালয়ের ব্যায়াম শিক্ষক ছিলেন। মেছুয়া-বাজার বোমার মামলায় ১৯৩০ সালে কারারুদ্ধ হন। আপীলে মুক্তির পর পুনরায় কারারুদ্ধ হয়ে দেউলী বন্দীশালায় প্রেরিত হন। গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়ায় তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় ও সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহীদ মাতঙ্গিনী হাজরা

জন্ম ১২৭৭ মৃত্যু সেপ্টেম্বর ২৯, ১৯৪২

'যৌবনেরই পরশ-মণি
করাও তবে স্পর্শ।
দীপক-তানে উঠুক ধ্বনি
দীপ্ত প্রাণের হর্ষ।'

বীরাঙ্গনা মহিলা। ১৯৩২-এ তমলুক থানা ও দেওয়ানী আদালতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের চেষ্টায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩৩-এ আবার গ্রেপ্তার হয়ে ৬ মাস কারাদন্ড ভোগ করেন। ১৯৪২-এ তমলুক থানা ও আদালত দখল করার জন্যে শোভাযাত্রা পরিচালনার সময় পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদ মানকুমার বসুঠাকুর

জন্ম জুন ২৮, ১৯২০ মৃত্যু সেপ্টেম্বর ২৭ ১৯৪৩

'ভেবেছিলেম যোঝা বুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি,
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ।'

মানকুমার ভারতীয় উপকূল রক্ষা বাহিনীতে যোগদান করে সৈন্য-বিভাগে তেরটি বিভাগীয় পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান লাভ করেন। কিন্তু সরকার ও সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটানোর অভিযোগে মানকুমার-সহ অপর নয়জনকে মাদ্রাজ কেল্লায় ফাঁসি দেওয়া হয়।

শহীদ মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম   মৃত্যু সেপ্টেম্বর ২ ১৯৩৩

'নিশার বক্ষ বিদার করে
উদ্‌বোধনে গগন ভরে
অন্ধ দিকে দিগন্তরে
জাগাও না আতঙ্ক।
দুই হাতে আজ তুলব ধরে
তোমার জয়শঙ্খ।'

মেদিনীপুর খেলার মাঠে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জকে গুলি করে মৃত্যুদণ্ড দেবার সময় সান্ত্রী বাহিনী কর্তৃক নিহত হন।

শহীদ যতীশ গুহ

জন্ম   মৃত্যু

'জানি জানি তন্দ্রা মম
রইবে না আর চক্ষে।
জানি শ্রাবণ-ধারা সম
বাণ বাজিবে বক্ষে।'

নেতাজীর অন্তর্ধানে সহায়তা করায় তাঁকে দিল্লীর লালকেল্লায় অশেষ নির্যাতন করা হয়। ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহীদ যতীন্দ্রনাথ দাস

জন্ম ১৯০৪ — মৃত্যু · সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯২৯

'কেউ বা ছুটে আসবে পাশে,
কাঁদবে বা কেউ দীর্ঘশ্বাসে,
দুঃস্বপনে কাঁপবে ত্রাসে
সুপ্তিব পর্যঙ্ক।
বাজবে যে আজ মহোল্লাসে
তোমার মহাশঙ্খ।'

সর্ববিখ্যাত দেশসেবক। ম্যাট্রিক পাশ করে কংগ্রেসে ও পরে বিপ্লবী দলে যোগদান কবেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হয়ে ৬৩ দিন একটানা অনশন করে কারাগারে মারা যান।
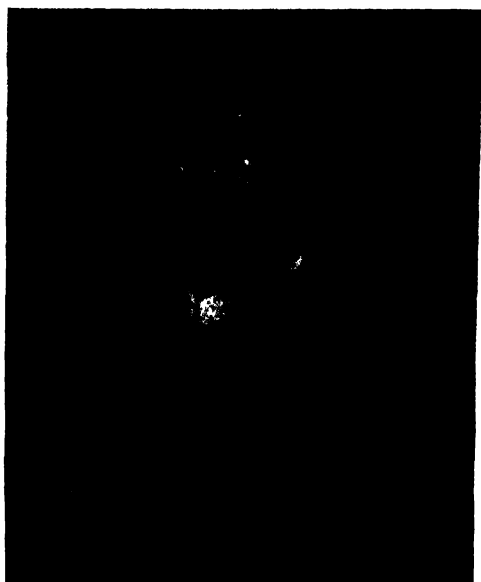
শহীদ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ডিসেম্বর ৮, ১৮৭০ মৃত্যু সেপ্টেম্বর ১০, ১৯১৫

'তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।'

'বাঘা যতীন' নামে খ্যাত বীর বিপ্লবী অধিনায়ক। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হন। বিচারে খালাস পান.। এর পর তিনি সর্ব-ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গোপনে চুক্তিবদ্ধ হয়ে জাপান ও জার্মানী হতে অস্ত্রাদি আমদানি করে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা করেন। ঠিক হয় 'মেভারিক' নামক জার্মান জাহাজে অস্ত্র এনে বালেশ্বরে রেল-লাইন অধিকার করে ইংরেজদের যাতায়াতের পথ অবরোধ করবেন। পুলিশ জানতে পেরে তাঁদের ঘেরাও করে। যতীন্দ্রনাথ চারজন সঙ্গী নিয়ে পুলিশের সঙ্গে সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত হন। যুদ্ধটি বুড়ি বালামের ধারে কোপাতপোদার যুদ্ধ নামে খ্যাত।

শহীদ রজত সেন

জন্ম : মৃত্যু মে, ১৯৩০

'ব্যাঘাত আসুক নব নব,
আঘাত খেয়ে অটল রব,
বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।'

বিপ্লবী শহীদ। চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে গুপ্ত দলে যোগদান করেন। পুলিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে তিনি নিহত হন।

শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস

জন্ম মৃত্যু ১৯৩১

'রুদ্র তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া,
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎ বাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া।'

বিপ্লবী শহীদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন যোদ্ধা বাহিনীর অন্যতম প্রধান কর্মী। দলের বোমা প্রস্তুতের কাজে লিপ্ত থাকাকালে সাংঘাতিকরূপে আহত হন। চাঁদপুরে ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ ক্রেগকে হত্যা করতে গিয়ে ভ্রমক্রমে পুলিশ অফিসার তারিণী মুখার্জীকে হত্যা করেন। বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়।
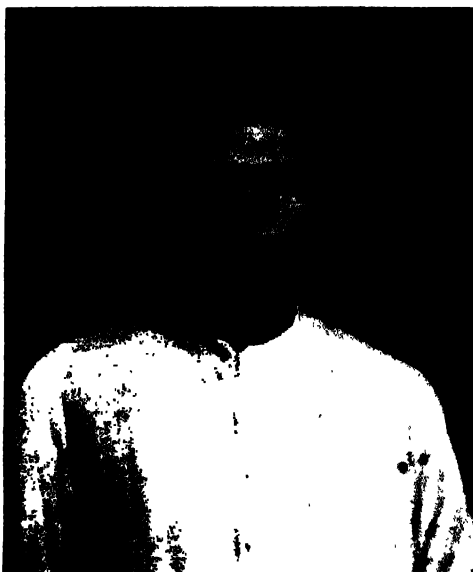
শহীদ রামকৃষ্ণ রায়

জন্ম :   মৃত্যু : অক্টোবর ২৫, ১৯৩৪

'ভাবিতেছিলাম উঠি কিনা উঠি,
অন্ধ তামস গেছে কিনা ছুটি,
রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
তন্দ্রাজড়িমা মাজিয়া।'

মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ বার্জের হত্যা ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হয়ে তিনি মেদিনীপুর জেলে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করেন।

বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী বসু

জন্ম মে ২৫, ১৮৮৫ মৃত্যু জানুয়ারী ১৯৪৫

'ভৈরব, তুমি কি বেশে এসেছ!
ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী,
রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল
সুপ্রভাতের রাগিণী।'

বিপ্লবী দেশসেবক। পাঞ্জাবে বিপ্লব কর্ম ও লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করার জন্যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু তিনি ইংরেজদের দৃষ্টি এড়িয়ে জাপানে চলে যান এবং সেখান থেকে ভারতের মুক্তিযুদ্ধের কাজে সক্রিয় থাকেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

শহীদ রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী

জন্ম মৃত্যু ডিসেম্বর ১৬, ১৯২৭

'এমন সময়ে, ঈশান, তোমার
বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।
বাজে রে গরজি বাজে রে,'

বিপ্লবী শহীদ। কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পাঠরত অবস্থায় দক্ষিণেশ্বর 'বোমার মামলায় তাঁর দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। ১৯২৬-এ কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত হয়ে বিচারে তাঁর ফাঁসির হুকুম হয়।

শহীদ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯২৬ মৃত্যু নভেম্বর ২১, ১৯৪৫

দগ্ধ মেঘের রন্ধ্রে রন্ধ্রে
দীপ্ত গগন মাঝে রে।
চমকি জাগিয়া পূর্বভুবন
রক্তবদন লাজে রে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তির দাবীতে ছাত্রদের শোভাযাত্রায় পুলিশের গুলিতে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন।
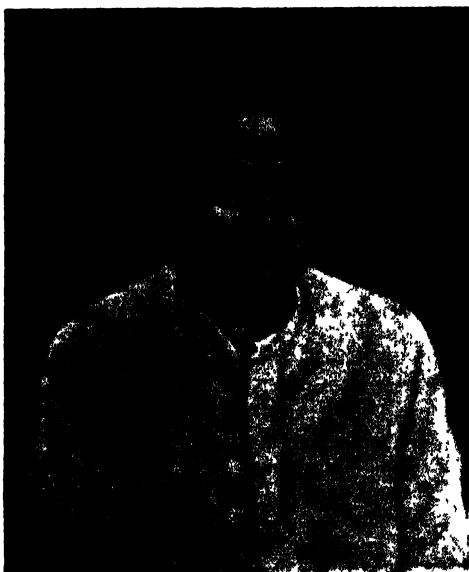
শহীদ শচীন্দ্রনাথ মিত্র

জন্ম : ডিসেম্বর ৩১, ১৯০৯ মৃত্যু : সেপ্টেম্বর ৩, ১৯৪৭

'মুগ্ধ কোকিল কই ডাকে ডালে?
কই ফোটে ফুল বনের আড়ালে?
বহুকাল পরে হঠাৎ যেন রে
অমানিশা গেল ফাটিয়া –
তোমার খড়্গ আঁধার মহিষে
দুখানা করিল কাটিয়া।'

১৯২৮-এ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করার জন্যে তাঁকে কলেজ হতে বহিষ্কৃত করা হয়। গান্ধীবাদী শচীন্দ্রনাথ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বন্ধের নিমিত্ত শান্তি মিছিল বের করেন। মিছিলে গুন্ডার ছুরিকাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের তিনিই প্রধান সংগঠক ছিলেন।

শহীদ শৈলেশ চ্যাটার্জী

জন্ম . ফেব্রুয়ারী, ১৯১৭ মৃত্যু অক্টোবর, ১৯৩৩

'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই,
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।''

বিপ্লবী শহীদ। কুমিল্লায় অনুশীলন দলে যোগদান করেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় একদল স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর পুরোভাগে তিনি জেলা শাসকের নিকট, সত্যাগ্রহ করার সময় পুলিশের গুলিতে আহত হন। সেই অবস্থায় কিছুদিন হাসপাতালে রাখার পর তাঁকে বিভিন্ন বন্দীনিবাসে রাখা হয়। শেষকালে তাঁকে আজমীঢ়ের দেউলী বন্দীনিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

শহীদ সতীন্দ্রনাথ সেন

জন্ম এপ্রিল, ১৮৯৪ মৃত্যু মার্চ ২৫, ১৯৫৫

'জীবন সঁপিয়া, জীবনেশ্বর,
পেতে হবে তব পরিচয়,
তোমার ডঙ্কা হবে যে বাজাতে
সকল শঙ্কা করি জয়'

প্রখ্যাত বিপ্লবী ও জননেতা। ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর দলে প্রবেশ করেন। ১৯১৫-এ কৃষ্ণনগরের নিকট রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ নেন। পুলিশ বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে। প্রমাণাভাবে মুক্তি পেলেও ভারতরক্ষা আইনে পুনরায় কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর অহিংস অসহ-যোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। বরিশাল-পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং ইউনিয়ন বোর্ড কর বন্ধ আন্দোলনও তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। কয়েকবার তিনি অনশন করেন। বহুবার তিনি কারাবরণ করেন। দেশবিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান সরকার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। জেলেই রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহীদ সঞ্জীবচন্দ্র রায়

জন্ম আশ্বিন ১২৯৫ — মৃত্যু ভাদ্র, ১৩২৩

'হে রুদ্র তব সংগীত আমি
কেমনে গাহিব কহি দাও স্বামী—
মরণ নৃত্যে ছন্দ মিলায়ে
হৃদয় ডমরু বাজাব,
ভীষণ দুঃখে ডালি ভরে লয়ে
তোমার অর্ঘ্য সাজাব।'

বিপ্লবী শহীদ। ময়মনসিংহ যুগান্তর দলের কর্মী। কিশোরগঞ্জ মহকুমায় বৈপ্লবিক সংগঠন কার্যে পুরোধা ছিলেন। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে রাজনৈতিক প্রস্তুতি পরিচালনা করতেন। কারাগারে নির্যাতনের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহীদ সত্যেন্দ্রনাথ বসু

জন্ম জানুয়ারী ১৮৮২   মৃত্যু নভেম্বর ২৩, ১৯০৮

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

সুবিখ্যাত বিপ্লবী, অগ্নিমন্ত্রের সাধক ও শহীদ। মেদিনীপুরে অরবিন্দ প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতির নায়ক। সমিতিতে বৈপ্লবিক শিক্ষাদান করা হত। ক্ষুদিরাম কানাইলাল প্রভৃতি তাঁরই অনুগামী ছিলেন। কিংসফোর্ড হত্যা মামলায় ধৃত ও নরেন গোঁসাই হত্যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাঁর ফাঁসি হয়।

শহীদ সন্তোষকুমার মিত্র

জন্ম আগস্ট ১৫, ১৯০০ মৃত্যু সেপ্টেম্বর ১৬, ১৯৩১

'এসেছে প্রভাত এসেছে।
তিমিরান্তক শিবশংকর
কী অট্টহাস হেসেছে!
যে জাগিল তার চিত্ত আজিকে
ভীম আনন্দে ভেসেছে।'

ছাত্রাবস্থায় রাজনৈতিক জীবন সুরু। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর তিনি কংগ্রেসের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় কলিকাতায় জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে সোসালিস্ট কনফারেন্স হয়। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সূত্রে গ্রেপ্তার হয়ে তিনি হিজলী জেলে প্রেরিত হন। জেলে রাজবন্দীদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধ চলছিল। প্রহরীরা রাজবন্দীদের আক্রমণ করতে এলে তিনি বাধা দিতে যান এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।
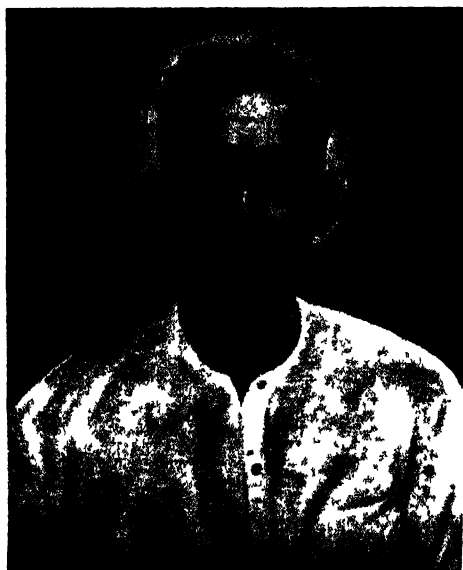
শহীদ সুশীল দাসগুপ্ত

জন্ম : মৃত্যু সেপ্টেম্বর ২, ১৯৪৭

চলেই চলেছে বন্ধন নিয়ে
প্রলয়ের জটা পড়েছে ছড়ায়ে
চলেছে চলেছে প্রভাত এসেছে
মেঘের সিংহবাহনে
মিলন যজ্ঞে অগ্নি জ্বালাবে
বজ্রশিখার মশালে

সাম্প্রদায়িক দাংগা বন্ধ করবার জন্যে শান্তি মিছিল পরিচালনা-কালে উন্মত্ত দাংগাকারীর ছুরিকাঘাতে মৃত্যুবরণ করেন।

শহীদ সুশীল সেন

জন্ম মৃত্যু এপ্রিল ৩০, ১৯১৫

তিমিররাত্রি পোহায়ে
মহাসম্পদ তোমারে লভিব
সব সম্পদ খোয়ায়ে—
মৃত্যুরে লব অমৃত করিয়া
তোমার চরণ ছোঁয়ায়ে।

বিপ্লবী শহীদ। প্রাগপুর রাজনৈতিক ডাকাতিতে নিজের গুলিতে নিহত হন। বিপ্লবীগণ অগত্যা তাঁর দেহ নৌকা হতে জলে নিক্ষেপ করে। পূর্বে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হেতু কিংসফোর্ড সাহেব সুশীলকে বেত্রদণ্ড দিয়েছিলেন।

শহীদ সূর্য সেন

জন্ম অক্টোবর ১৮৯৩ — মৃত্যু জানুয়ারী ১২, ১৯৩৪

হে পথিক তুমি একা।
আপনার মনে জানি না কেমনে
অদেখার পেলে দেখা
যে পথে পড়েনি পায়ের চিহ্ন
সে পথে চলিলে রাতে

দুঃসাহসী বিপ্লবী বীর। তিনি 'মাস্টারদা' নামে পরিচিত ছিলেন। চট্টগ্রামের উমাতারা উচ্চ বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতা করতেন। ১৯২৪-এ তাঁকে চার বৎসরের জন্যে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। তাঁর অধিনায়কত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার বিপ্লবীরা দখল করে। তিনি গোপনে বিপ্লবীদের পরিচালনা করতেন। ১৯৩৩-এ তাঁকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হয়।

শহীদ স্মৃতীশ ব্যানার্জী

জন্ম অক্টোবর, ১৯১০   মৃত্যু সেপ্টেম্বর ২, ১৯৪৭

'আকাশে দেখেছ কোন্ সংকেত,
কারেও নিলে না সাথে।
তুঙ্গগিরির উঠিছ শিখরে
যেখানে ভোরের তারা
অসীম আলোকে বরিছে আপন
আলোর যাত্রা সারা।'

হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে শান্তি মিছিল পরিচালনকালে উন্মত্ত দাঙ্গাকারীর মারণ আঘাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শহীদ হরিগোপাল বল (ট্যাগরা)

জন্ম মৃত্যু এপ্রিল ২২, ১৯৩০

আছে আছে আছে এই বাণী তাব
এক নিমেষেই ফুটে,
অচেনা পাথেব আহ্বান শুনে
অজানাব পানে ছুটে।'

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগাব লুণ্ঠনেব সময় জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে ইংরেজ সেনাদেব সঙ্গে সম্মুখ সমরে মৃত্যুবরণ কবেন।

শহীদ হৃষীকেশ সাহা

জন্ম : আগস্ট ৩১, ১৯১৮ মৃত্যু আগস্ট ১৫, ১৯৪২

'সেইমতো এক অকথিত ভাষা
ধ্বনিল তোমার মাঝে,
আছে আছে আছে এ মহামন্ত্র
প্রতি নিশ্বাসে বাজে।'

১৯৪২-এর আন্দোলনে ঢাকায় পুলিশের সঙ্গে প্রচন্ড সংঘর্ষে রাইফেলের গুলিতে তাঁর মৃত্যু ঘটে।
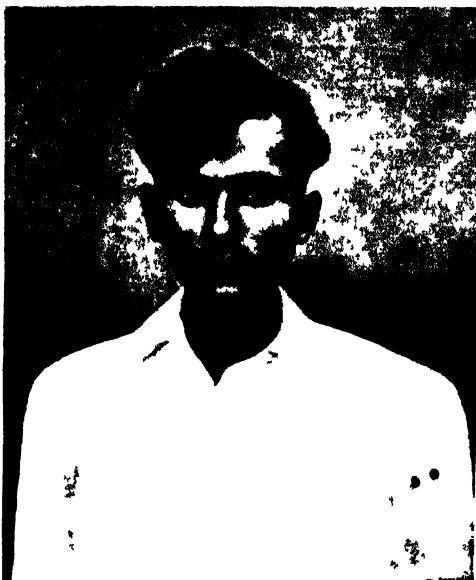
শহীদ হিমাংশু বসু

জন্ম ১৯০৬ মৃত্যু · ১৯৩৮

'নব জীবনের সংকট পথে
হে তুমি অগ্রগামী,
তোমার যাত্রা সীমা মানিবে না
কোথাও যাবে না থামি।'

বিপ্লবী শহীদ। স্কুলে পাঠকালে কৈশোরেই তিনি যুগান্তর দলের বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠরূপে যুক্ত হন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবীরা আত্মগোপন করে কলকাতায় এসে তাঁর বাড়ীতেই আস্তানা নিতেন। ডালহৌসী স্কোয়ারে টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে লিপ্ত বলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার চলে। স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি.সি মিঃ হ্যানসন স্বীকারোক্তি ও গোপন সংবাদ জানার জন্যে তাঁর বুকে বুটের পদাঘাত করেন। কোন খবর না পেয়ে শেষে তাঁকে মুমূর্ষু অবস্থায় প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরণ করা হয়। আহত অবস্থায় এই বীর সংগ্রামীর জীবনাবসান হয়।

অমৃতস্য পুত্রাঃ

"কী গাহিবে, কী শুনাবে' বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে, সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা,
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রুজল ধারা
মস্তকে পরিবে ঝরি তারি মাঝে যাবো অভিসারে
তার কাছে, জীবন সর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানি না কে। চিনি নাই তারে-
শুধু এইটুকু জানি- তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে যুগান্তর পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর প্রদীপখানি।"

—রবীন্দ্রনাথ

বিপ্লবী অনিলচন্দ্র রায়

জন্ম মে ২৬ ১৯০১ মৃত্যু জানুয়ারী ৬, ১৯৫২

বিপ্লবী জননেতা। ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী শ্রীসঙ্ঘের নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৩০-এ তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। মুক্তির পর সুভাষচন্দ্রের অনুগামী হিসাবে ফরোয়ার্ড ব্লকের বিশিষ্ট নেতারূপে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে তাঁকে দেখা যায়। ১৯৪০-এ হলওয়েল মনুমেন্ট আন্দোলনের সময় তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। পরবৎসর ছাড়া পাবার পর শরৎচন্দ্র বসুর সহিত আবার কারাবরণ করেন। বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সুপণ্ডিত অনিলচন্দ্র 'নেতাজীর জীবনবাদ', 'ধর্ম ও বিজ্ঞান', 'সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্কসবাদ' প্রভৃতি বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। জাতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবাদ ও জাতীয়তাবাদের সমন্বয়ে ভারতের বৈপ্লবিক জীবনাদর্শ রচনায় তিনি প্রয়াসী ছিলেন।

বিপ্লবী অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী

জন্ম : জানুয়ারী, ১৮৭৫ মৃত্যু . ১৯৩৮

সরকারী চাকুরে হলেও জাত বিপ্লবী।

মুন্সেফীর কাজে যেখানেই নিযুক্ত হতেন সেখানেই একটি বিপ্লবী-কেন্দ্র গড়ে উঠত। যুগান্তর দল ও বাঙলার বিপ্লবীদের প্রচুর অর্থ সাহায্য করতেন। বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি সরকারী চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন। বাঘা যতীনের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার অন্যতম কর্মীরূপে তিনি কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর পারিবারিক ও আর্থিক কারণে তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বিপ্লবীনায়ক অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

জন্ম এপ্রিল ৫, ১৮৮২ মৃত্যু মে ১০, ১৯৬১

আজীবন বিপ্লবী কর্মী।

ছাত্রাবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন। বিদেশী পণ্য বর্জন, বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ, এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে বহুবার কারাবরণ করেন। 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা', 'বন্দেমাতরম', 'নবশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মানিকতলা বোমার মামলায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য দীর্ঘকাল পর মুক্তি লাভ করেন। তারপর দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' পত্রিকার পরিচালনার দায়িত্ব লাভ করেন। স্বরাজ্য দলেও যোগদান করেন। দেশবন্ধু কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হলে—অবিনাশচন্দ্র পৌরসভার মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদনায় নিযুক্ত হন।

জননায়ক অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ

জন্ম : অগ্রহায়ণ ২, ১২৮১ মৃত্যু : পৌষ ১০, ১৩৫০

টাঙ্গাইলের সর্বজনপ্রিয় জননায়ক। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে দেশবন্ধুর প্রেরণায় আইন ব্যবসায় ছেড়ে বিপ্লবী যুগান্তর দল ও স্বরাজ্য দলের বিশিষ্ট সংগঠকরূপে পরিচিত হন। তিনি টাঙ্গাইল মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলে স্বরাজ্যদলের ডেপুটি চীফ্ হুইপ ছিলেন। অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলনে বহুবার কারাবরণ করেন। 'অমরদা' রূপে তিনি তরুণ কর্মীদের প্রেরণার উৎস ছিলেন।
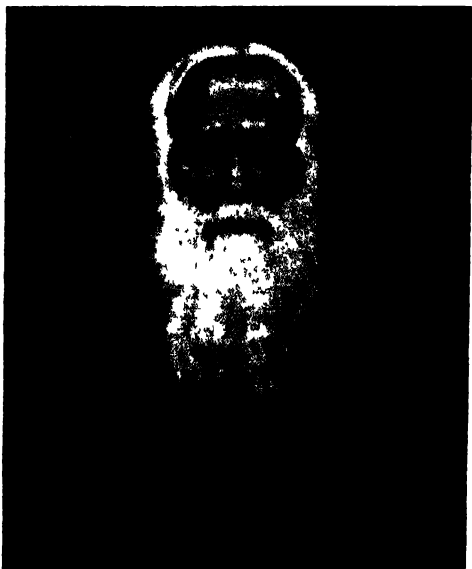
দেশনায়ক অম্বিকাচরণ মজুমদার

জন্ম : ১৮৫১ মৃত্যু : ১৯২২

তিনি কংগ্রেসের ভেতর মধ্যপন্থী ছিলেন। তিনি ফরিদপুর অঞ্চলের প্রসিদ্ধ দেশনেতা। ১৯১৬-তে তিনি লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে সভাপতি নির্বাচিত হন। তাঁর লেখা পুস্তকাবলীর মধ্যে "ইন্ডিয়ান ন্যাশন্যাল এভোলিউশন" একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

দেশনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্ত

জন্ম : জানুয়ারী ২৫, ১৮৫৬ মৃত্যু : নভেম্বর ৭, ১৯২৩

বরিশালের মুকুটহীন জননেতা। অধ্যাপক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিক। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের পুরোধারূপে ১৯০৭-এ দ্বীপান্তরিত হন। মুক্তিলাভের পর তিনি জনশিক্ষা ও লোকহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেন। দেশের তরুণ-সমাজকে তিনি দেশপ্রেম ও চরিত্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। তাঁরই প্রেরণায় মুকুন্দ দাস সারা বাঙলায় স্বদেশী যাত্রার প্রবর্তন করেন। অশ্বিনী কুমার রচিত 'ভারতগীতি', 'ভক্তিযোগ', 'প্রেম' হাজার হাজার যুবককে দেশপ্রেমে দীক্ষা দান করে।

দেশভক্ত অতীন্দ্রনাথ বসু (ঠাকুর)

জন্ম নভেম্বর ২০, ১৯০৯ মৃত্যু অক্টোবর ১৭, ১৯৬১

বিপ্লবী জননেতা। ঢাকায় অনিল রায়ের অনুগামীরূপে 'শ্রীসঙ্ঘে' যোগ দিয়ে বৈপ্লবিক কাজে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অচিরেই অন্তরীণ ও কারারুদ্ধ হন। কারাগারেই তিনি এম.এ. এবং পরবর্তী কালে পি.আর.এস্ এবং পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন। স্বাধীনতালাভের পর তিনি ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীরূপে বিধান সভা ও দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে রাজ্য সভার সদস্য হন। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী অতীন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। মৃত্যুকালে তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। 'নৈরাজ্যবাদ' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

বিপ্লবী আনন্দ মজুমদার

জন্ম : জানুয়ারী ১৫, ১৮৭৮ মৃত্যু জানুয়ারী ৩০ ১৯:

ময়মনসিংহের বিশিষ্ট নেতা। বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় তরুণ বয়সে তিনি দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বিপ্লবী-নায়ক হেমেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর তিনি ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। 'সাধনা সমিতি'-র সক্রিয় কর্মীরূপে ও কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হিসাবে অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। সেজন্যে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। নিজের পুত্র অরুণকেও তিনি কৈশোরে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন ও তাহাকেও ঐ সময় কারাজীবন বরণ করতে হয়।
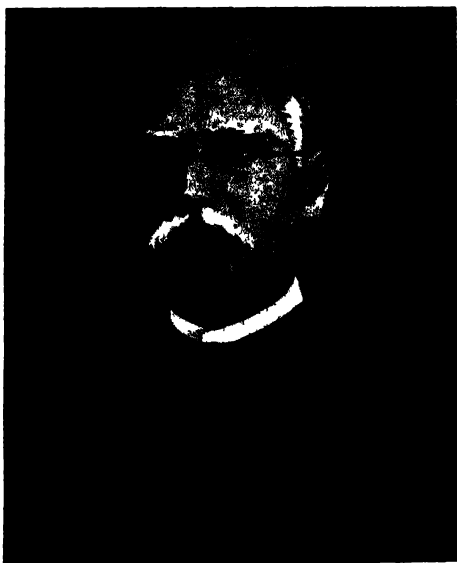
দেশভক্ত আনন্দচরণ রায়

জন্ম · ১৮৪৪ মৃত্যু : ১৯৩৫

দেশভক্ত ও সমাজ-সেবক।

বিদ্যাসাগর মশায়ের আদর্শ গ্রহণ করে তিনি ঢাকায় একটি অনাথ আশ্রম ও একটি নারী-কল্যাণ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঢাকা সারস্বত সম্মেলনের আজীবন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পিপল্‌স্ এসোসিয়েশন নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি ইলবার্ট বিল ও ভার্ণাকুলার প্রেস আইনের বিরোধিতা করেন। স্বদেশী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক সম্মেলনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিত্ব করেন।
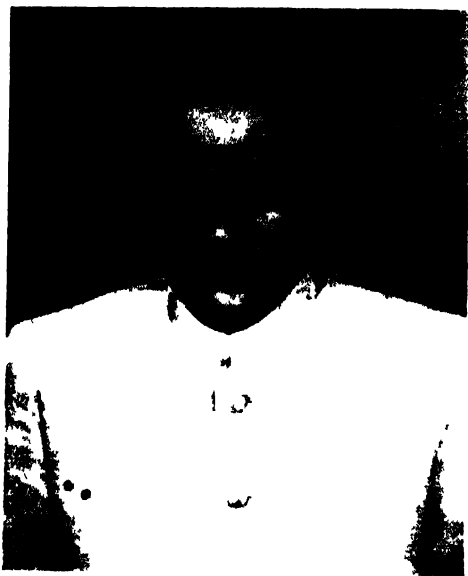
দেশভক্ত আনন্দীলাল পোদ্দার

জন্ম ১৯১৪ মৃত্যু

খ্যাতনামা শিল্পপতি।

সুভাষচন্দ্রের মনোনীত প্রার্থীরূপে ১৯৩৯ সালে তিনি কলিকাতা পৌরসভায় নির্বাচিত হন। পরবর্তীকালে মেয়রের পদ লাভ করেন। তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে বিধান সভার সদস্য হন। মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পর্ষদের অন্যতম সভ্য ছিলেন। দেশের বহু শিল্প-সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। বহু জনহিতকর কার্যে অংশ গ্রহণ করেন।
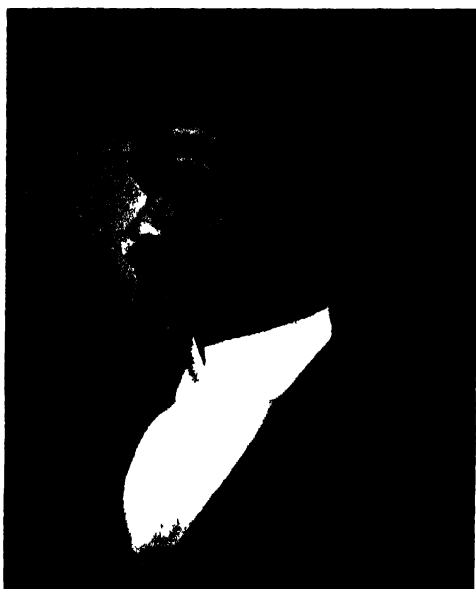
দেশনায়ক আবদুল রসুল

জন্ম . মৃত্যু

ত্রিপুরার জননেতা।

অক্সফোর্ডের এম.এ. এবং ব্যারিষ্টার রসুল বঙ্গ-ভঙ্গ রোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। তাঁর উদার মতবাদের জন্যে সকল শ্রেণীর লোকের কাছেই জনপ্রিয় ছিলেন। ঐতিহাসিক বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের নির্বাচিত সভাপতি ছিলেন। উক্ত সম্মেলন পুলিশী জুলুমে ভঙ্গ হয়ে যায় এবং বিশিষ্ট জননায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করা হয়।
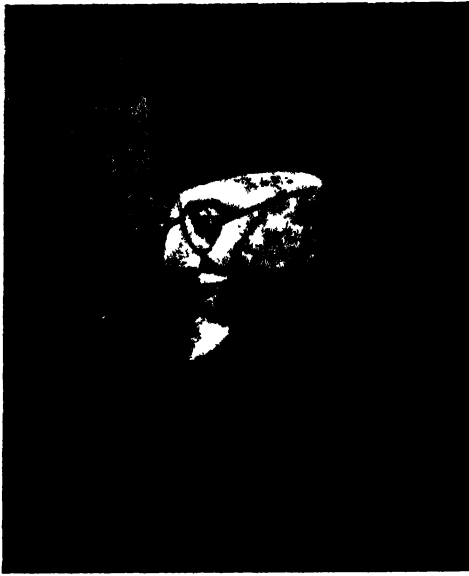
দেশনায়ক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

জন্ম : নভেম্বর ১১, ১৮৮৮ মৃত্যু : ফেব্রুয়ারী ২২, ১৯৫৮

জাতীয় নেতা। জন্ম মক্কায়। পরে পিতার সঙ্গে এসে ভারতের স্থায়ী অধিবাসী হন। সারাজীবন প্রায় কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য হন। খিলাফৎ আন্দোলনে তিনি শীর্ষ-স্থানীয় নেতা ছিলেন। একাধিকবার তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। জীবনে বহুবার কারাবরণ করেন। স্বাধীন ভারতের তিনি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন। সুপণ্ডিত আবুল কালাম আজাদ "ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম" পুস্তকটি রচনা করে খ্যাতির অধিকারী হন।
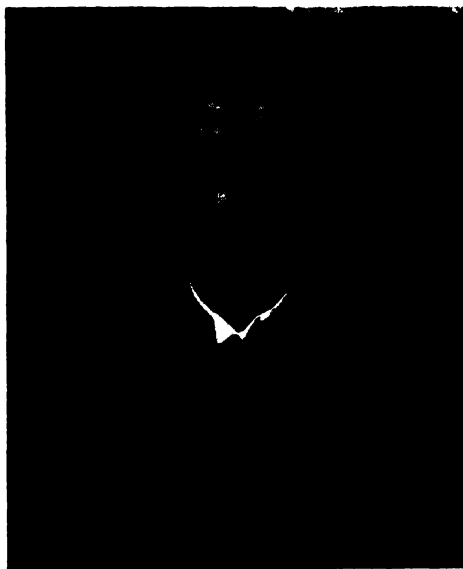
দেশভক্ত কামিনীকুমার দত্ত

জন্ম : আশ্বিন ২৫, ১২৮৫ মৃত্যু : পৌষ ১৯, ১৩৬৫

কুমিল্লার জননেতা ও বিখ্যাত আইনজীবী।

দেশবন্ধুর প্রেরণায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোদগান করেন। ফলে তিনি কারারুদ্ধ হন। দেশ বিভাগের আগে তিনি আইন সভার সভ্য ছিলেন এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সংগেও যুক্ত ছিলেন। বাগ্মীতা, আইনের তীক্ষ্ম জ্ঞান এবং প্রতিটি বিষয়ের বিশ্লেষণী-শক্তি তাঁকে যশের মুকুট পরিয়ে দেয়। বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এক সময় কৃষক আন্দোলনেও পুরোধা ছিলেন। দেশ বিভাগের পর তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চৌধুরী মহম্মদ আলির মন্ত্রী সভায় যোগদান করেন। বিভিন্ন সমাজকল্যাণ কাজে ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ব্যাপারে তিনি সকলের বিশেষ আস্থা-ভাজন ছিলেন।

দেশভক্ত কালীপদ মুখোপাধ্যায়

জন্ম মার্চ ৯ ১৯০১ মৃত্যু জুলাই ২৩ ১৯৬২

বিশ দশকের প্রাক্কালে গান্ধীজীব আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন নিজেব কলেজ জীবনের শিক্ষা অপূর্ণ রেখেই। সুভাষচন্দ্রেব ঘনিষ্ঠ সহকর্মী কালীপদ মুখার্জী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক পদে দীর্ঘদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর্তত্রাণ ও জনহিতকর কর্মের পুরোভাগে সদাই তাঁকে দেখা যেত। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সাধনেও তিনি তৎপর থাকতেন। বাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের জন্যে জীবনের এক বৃহৎ অংশ তাঁর কেটেছে কারা প্রাচীরের অন্তরালে। দেশ স্বাধীন হবার পব তিনি প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, বিধানচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রীসভায় আমরণকাল বিভিন্ন পদে বৃত থাকেন। সুবক্তা ও দেশপ্রেমিক কালীপদ মুখার্জী ক্রীড়াজগতেও জনপ্রিয় ছিলেন।
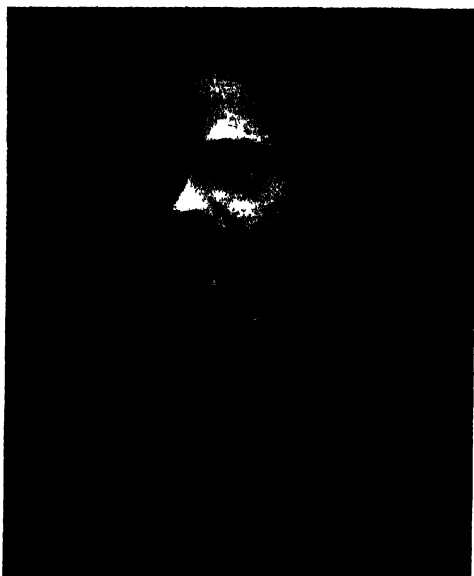
দেশভক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

জন্ম : ১৮৬১ মৃত্যু : জুলাই ৭, ১৯০৭

জাতীয় ও স্বদেশী সঙ্গীত রচনা করে সারা দেশে একটা উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন। তিনি 'হিতবাদী' পত্রিকার মাধ্যমে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করতে থাকেন। তিনি এক সময় বাঙলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন।
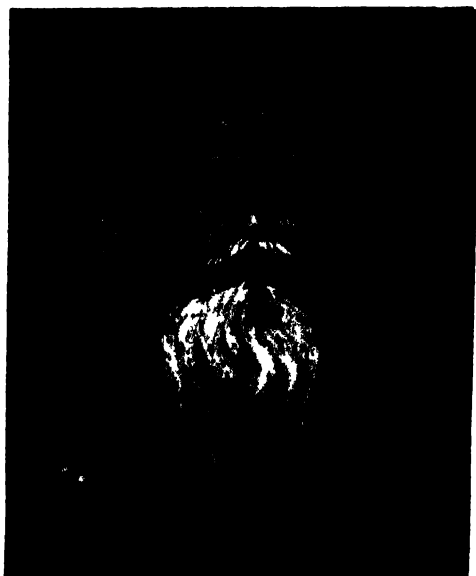
জনসেবক কিরণচন্দ্র মিত্র

জন্ম শ্রাবণ ১৫, ১২৯০ মৃত্যু চৈত্র ১, ১৩৬১

দেশভক্ত শ্রমিক নেতা।

শ্রমিকদের প্রতি অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে চাকরী ছেড়ে শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯২৮ সালের ঐতিহাসিক শ্রমিক ধর্মঘট তিনি পরিচালনা করেছিলেন। ফলে কারাবাস ও দারিদ্র্য বরণ করেন। শ্রমিক আন্দোলনে সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তিনি একাধারে ইংরাজী, হিন্দি ও বাংলায় শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কিত সাময়িকপত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করতেন।

বিপ্লবী কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৯৩ মৃত্যু ডিসেম্বর ১২, ১৯৫৪

বাংলাদেশের বিপ্লবী সংস্থা যুগান্তর দলের বিশিষ্ট নায়করূপে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। বহুবার তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। খুলনার বাগেরহাটে 'সত্যাশ্রম' নামে একটি সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অনুগামী কিরণচন্দ্র সত্যাশ্রয়ী, আদর্শনিষ্ঠ ও কঠোর ত্যাগব্রতী সমাজকর্মী হিসাবে যুবকদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

দেশভক্ত কিরণশংকর রায়

জন্ম ১৮৯১ মৃত্যু ফেব্রুয়ারি ২০, ১৯৪৯

ঢাকা জেলার তেওতার জমিদার বংশে জন্ম। ব্যারিস্টারী পাশ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের তিনি ছিলেন বিশিষ্ট নেতা। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী কিরণ-শংকর দীর্ঘদিন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। বাংলা দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের অন্যতম কিরণশংকরকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়। কিছুকাল তিনি অধ্যাপনা করেন ও সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি সুনাম অর্জন করেন। স্বাধীনতার পর বিধানচন্দ্রের মন্ত্রীসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তিনি যথেষ্ট কর্মকুশলতা প্রদর্শন করেছিলেন। মন্ত্রী থাকাকালেই তাঁর জীবনাবসান হয়।
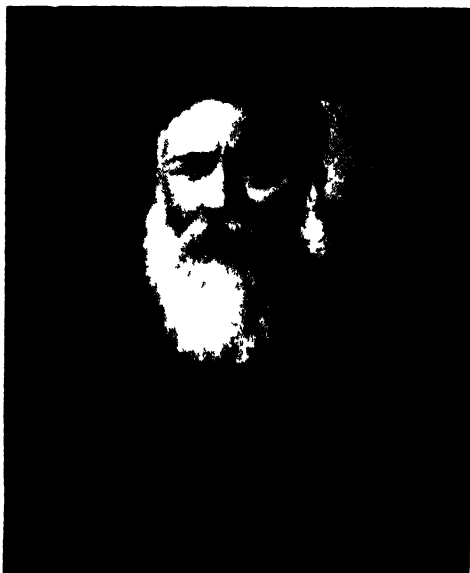
দেশসেবক কৃষ্ণকুমার মিত্র

জন্ম ১৮৫২ মৃত্যু . ১৯৩৭

দেশপ্রেমিক ও সমাজ সেবক।

দেশের সকল প্রকাব কল্যাণজনক কাজে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান কবে তিনি নির্বাসিত হন। তিনি "নারী রক্ষা সমিতি" গঠন কবেছিলেন। এন্টি সার্কুলার পার্টির সভ্যরূপে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ করার সরকারী আদেশ অমান্য করে বরিশালে শোভাযাত্রাব নেতৃত্ব করেন।

পরিব্রাজক কৃষ্ণানন্দ স্বামী

জন্ম শ্রাবণ ১৭ ১২৬৫ মৃত্যু আশ্বিন ৫ ১৩০৯

সন্ন্যাসী জীবনযাপন করেও ভারতের স্বাধীনতা অর্জন ছিল তার সংকল্প। দেশসেবাকে তিনি ধর্ম্মের অংগ বলে গ্রহণ করেছিলেন।

এই দেশসেবী-সন্ন্যাসী বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তার ভেতর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকা রচনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তিনি দেশের মানুষদের অজ্ঞানতা দূর করবার জন্যে নানা অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
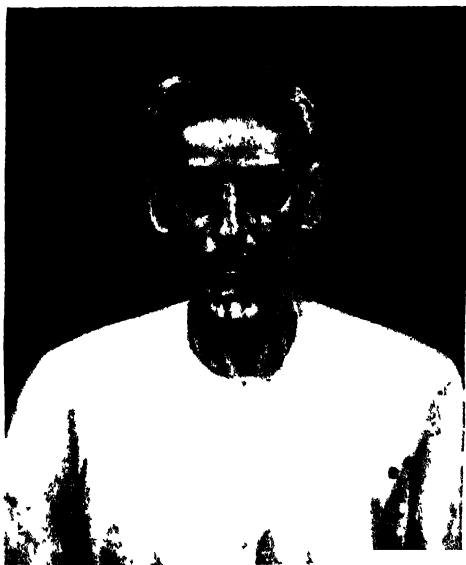
বিপ্লবী কেদারেশ্বর সেনগুপ্ত

জন্ম — মৃত্যু ডিসেম্বর ৭, ১৯৬১

বিপ্লবী জননেতা।

ঢাকায় পুলিন দাসের প্রভাবে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে উত্তর ভারতে বৈপ্লবিক কাজের জন্য পুলিশের পরোয়ানা বেরোয়। দীর্ঘকাল আত্মগোপন করে বহরমপুরে এসে ধরা পড়েন। মুক্তির পর বোম্বাইয়ের এক তুলা ব্যবসায়ীর সঙ্গে যুক্ত থেকে বাংলা ও বোম্বাইয়ের বিপ্লব কর্মের সংযোগ রক্ষা করেন। পুনরায় ধৃত হয়ে বহরমপুরে নীত হন। অনশনের পর মুক্তিলাভ করে ফরিদপুরে স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। কিন্তু বিপ্লবের কাজ অব্যাহত থাকে। পুনরায় আগষ্ট আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। শেষ জীবনের কীর্তি 'অনুশীলন ভবন' নির্মাণ।

দেশভক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ত্যু

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের সময় খগেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয় এবং যুগান্তর ও অনুশীলন দলের বৈপ্লবিক কার্যকলাপে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। চরমপন্থী আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাই সারাজীবনে তাঁকে বহুবার কারারুদ্ধ থাকতে হয়। তার নেতৃত্ব ও প্রেরণায় বহু যুবক স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। কলিকাতার বরাহনগর অঞ্চলকে তিনি তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র করেছিলেন।

বিপ্লবী গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম: জ্যৈষ্ঠ ১২৮৭ মৃত্যু: জুলাই ৩০ ১৯৪৩

কলিকাতার মলঙ্গা লেনের বাড়ীতে জন্ম। আত্মোন্নতি সমিতির শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন। ১৯১৫ র বড়া কোম্পানীর অস্ত্র সংক্রান্ত মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আট মাস কারারুদ্ধ থাকেন। পর বৎসর জলপাইগুড়িতে অন্তরীণ হন। পরে ১৮১৮ র তিন আইনেও তিনি বিভিন্ন কারাগারে বন্দী থাকেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় পুনরায় কারারুদ্ধ হন। কারামুক্তির পর ১৯২৮ থেকে তিনি গঠন-মূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বালিকা শিক্ষার জন্যে তিনি যে বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন সেটি এখন গিরীন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় নামে পরিচিত। জনহিতব্রতী গিরীন্দ্রনাথের বিদ্যোৎসাহী হিসাবেও খ্যাতি ছিল।

বাবা গুরুদিত সিং

জন্ম ১৮৫৯ মৃত্যু জুলাই ২৪ ১৯৫৪

সুবিখ্যাত গদর পার্টির অন্যতম অধিনায়ক।

অতীতে ৩৭২ জন শিখকে কোমাগাটামারু জাহাজে কানাডায় নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে তাদের অবতরণ করতে অনুমতি দেয়া হয় না। হংকং এও সেই একই ব্যবহার পেলেন। বাধ্য হয়ে তাঁরা আবার কলকাতার বজবজে ফিরে এলেন। সেখানে সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। ১৮ জন শিখ নিহত হন। ৬০ জনকে নিয়ে একটি ট্রেণ পাঞ্জাব যাত্রা করে। গুরুদিত সিং ২৮ জন সঙ্গীকে নিয়ে পলায়ন করেন। পরে কংগ্রেসে যোগদান করে কারারুদ্ধ হন। কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন।
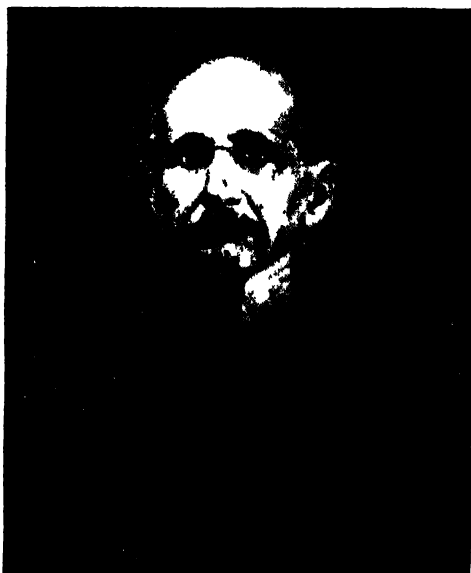
দেশসেবক চন্দ্রকান্ত বসু ঠাকুর

জন্ম জানুয়ারি ১৮৬০ | মৃত্যু নভেম্বর ৮, ১৯৪৭

পুলিন দাসের অনুগামীরূপে বঙ্গভঙ্গরোধ আন্দোলনে যোগদান করেন এবং অনুশীলন দলের অন্তর্ভুক্ত হন। দেশের তরুণগণ যাতে শরীরচর্চায় আত্মনিয়োগ করে সে বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্বের জন্য কারাবরণ করেন। তিনি ঢাকা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম : নভেম্বর ৩০, ১৮৫৮ মৃত্যু নভেম্বর ২৩, ১৯৩৭

বিদ্যুৎ বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করে স্বদেশে-বিদেশে অসামান্য খ্যাতির অধিকারী হন। এছাড়া বেতারের উদ্ভাবকরূপেও তিনি সর্বজন পরিচিত। উদ্ভিদের প্রাণ সম্পর্কে তাঁহার উদ্ভাবিত ক্রেসকোগ্রাফ্ যন্ত্র সারা বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মহলে আলোড়ন এনেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মানিত করেন। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি এস সি উপাধি প্রদান করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে "বসু বিজ্ঞান মন্দির" প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও তাঁর দান অসীম। তাঁর লেখনী ইংরেজী ও বাংলায় সমভাবে সোনার ফসল ফলিয়ে গেছে। ভারতের সাংস্কৃতিক-জগতে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও ভগিনী নিবেদিতার সমধর্মী ছিলেন।
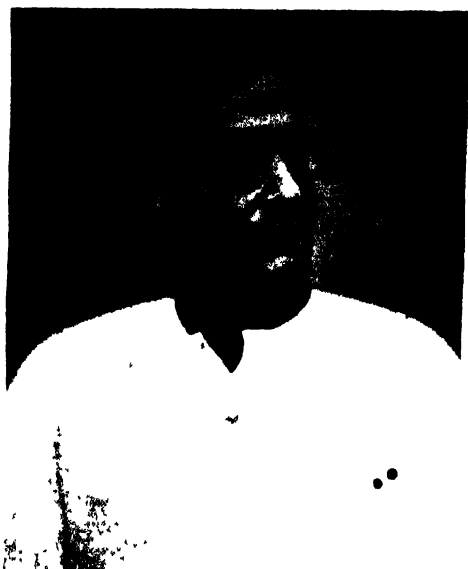
দেশভক্ত জগমোহন বসু

জন্ম ১৮৯৮ মৃত্যু এপ্রিল ৮, ১৯৬৩

উত্তর কলিকাতার জনপ্রিয় জননেতা। ছাত্রাবস্থায় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ও 'পুয়োর ব্রাদার্স' নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। পরে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের জন্যে কারারুদ্ধ হন। এক সময় তিনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার ছিলেন ও উত্তর কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। গান্ধীপন্থী জগমোহন সর্বদা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিবারণে তৎপর থাকতেন। আগস্ট আন্দোলনের সময় তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। আইনজীবিরূপেও তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল।
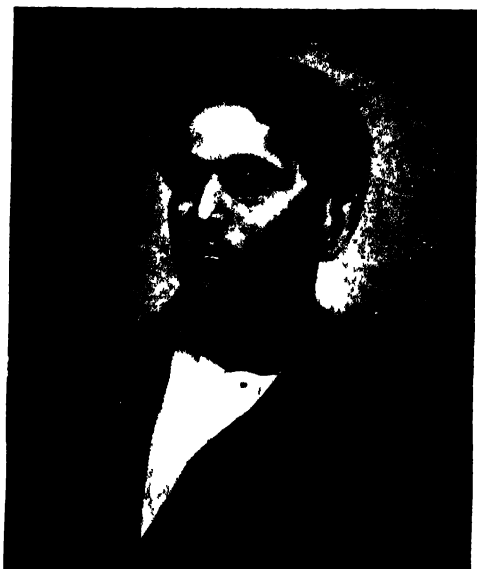
দেশভক্ত জ্ঞান বসু

জন্ম

মেদিনীপুরের বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী। জেলার রাজনৈতিক কর্মতৎপরতাকে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী করার পিছনে জ্ঞান বসুর অবদান স্মর্তব্য। বিপ্লবীদেরও তিনি সর্বপ্রকারে সহায়তা করতেন। নাড়াজোলের সুবিখ্যাত জমিদার পরিবারের দেশপ্রেমিকদ্বয় রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ ও কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপে তিনি গুরুত্বপূর্ণ সাহচর্য দান করেন।
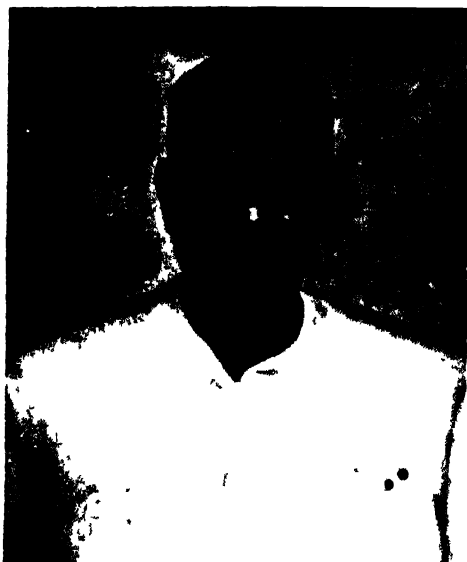
দেশভক্ত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৯৮ মৃত্যু · ১৯৫৭

নদীয়া জেলার জননেতা।

ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতিতে যোগদান করেন। নদীয়া জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ও সভাপতি হয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের অনুগামী রূপে তিনি কৃষ্ণনগরে ফরওয়ার্ড ব্লক স্থাপন করেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে বহুবার কারারুদ্ধ করে।
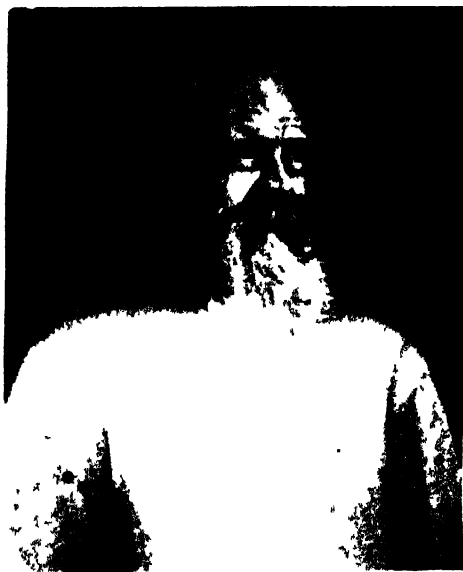
দীনবন্ধু সি. এফ্. এন্ড্রুজ্

জন্ম ফেব্রুয়ারী ১২, ১৮৭১ মৃত্যু এপ্রিল ৫, ১৯৪০

ভারতের অকৃত্রিম হিতৈষী বন্ধু ও সমাজসেবী। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ ভারতের কল্যাণ ও স্বাধীনতালাভের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ-বৈষম্যের বিরুদ্ধে ও পরবর্তী যুগে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁকে পুরোধারূপে দেখা যায়। এন্ড্রুজ দিল্লীর সেন্ট ষ্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপকের পদ ছেড়ে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন। সমাজ-সেবার কাজে তিনি মহাত্মা গান্ধীরও ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। দীনবন্ধু এন্ড্রুজ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
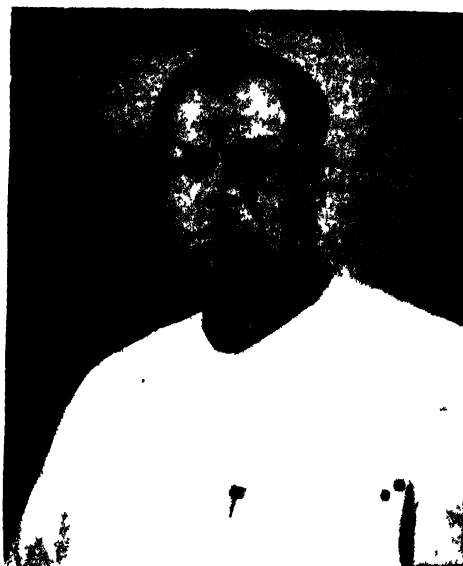
দেশনায়ক ধীরেন্দ্র নারায়ণ মুখার্জী

জন্ম জুন ২৭, ১৮৯৯ মৃত্যু ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৬৩

হুগলী জেলার জননেতা।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। এক সময়ে নিজ অঞ্চলের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। হুগলীতে লবণ ও কর-বন্ধ আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়। জীবনের অধিকাংশ দিন কারাগারের অভ্যন্তরে কাটে। বিধানসভায় কংগ্রেস দলের তিনি চীফ্ হুইপ ছিলেন। তিনি হুগলী ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করে শিল্প ও বাণিজ্য বিস্তারের সহায়তা করেন। বহু পল্লী-সংস্থা তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে ওঠে।

দেশভক্ত ধীরেশচন্দ্র চক্রবর্তী

জন্ম ১৮৯৬ মৃত্যু ১৯৪৪

ছাত্রাবস্থায় ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় কারারুদ্ধ হন। পরে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট বোমার মামলায় অভিযুক্ত হন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে ঢাকায় কংগ্রেসের কাজে যোগদান করে "ন্যাশন্যালিষ্ট পার্টি" গঠন করেন। তাঁর রচিত 'কংগ্রেস ইন এভোলিউসন' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।
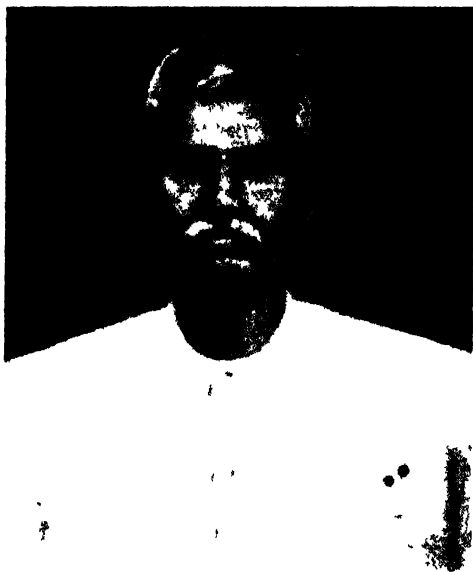
দেশভক্ত নলিনী মৈত্র

জন্ম : মার্চ ১৫, ১৮৭৮ মৃত্যু : মে ২, ১৯৫৯

ময়মনসিংহের বিশিষ্ট জননেতা।

আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। পরে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে পুরোধারূপে আন্দোলন চালিয়ে যান। বৈপ্লবিক তৎপরতার জন্যে বহুবার কারারুদ্ধ হন এবং নিজ জেলা থেকে বহিষ্কৃত হন, মহাত্মা গান্ধীর সহকর্মীরূপে তিনি কিছুকাল ওয়ার্ধা আশ্রমে ছিলেন।

বিপ্লবী নরেন ঘোষ চৌধুরী

জন্ম :　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　মৃত্যু

পূর্ব বাংলার বিপ্লবী জননেতা। ছাত্রাবস্থায় নোয়াখালীতে রাজনৈতিক কার্যকলাপে যুক্ত হন। পরে বিপ্লবী সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের অনুগামী হয়ে বৈপ্লবিক তৎপরতায় লিপ্ত হন। রাজনৈতিক ডাকাতির জন্যে ধৃত হয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও আন্দামানে প্রেরিত হন। দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি পেলেও পুনরায় যথারীতি স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় থাকেন। ফলে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন। রোগশয্যায় শেষ জীবনের পূর্বে তিনি গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।
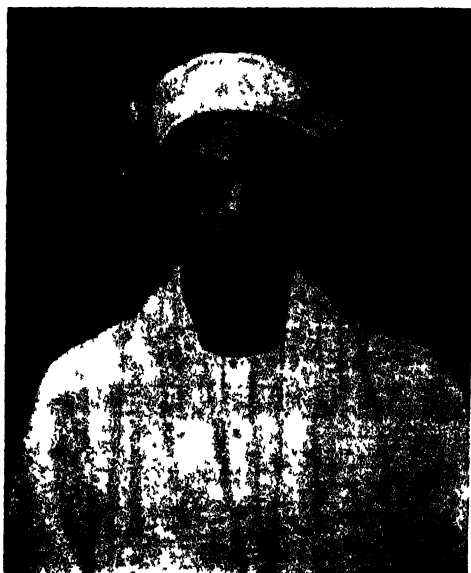
বিপ্লবী নরেন মহারাজ (সেন)

জন্ম : আগস্ট ৩১, ১৮৮৭ মৃত্যু : জানুয়ারী ২৩, ১৯৬১

বিপ্লবী জননেতা। ছাত্রাবস্থায় পুলিন দাস ছিলেন তাঁর গৃহ-শিক্ষক। নরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে বিপ্লবকর্মের দীক্ষা নিয়ে ঢাকায় অনুশীলন দলে যোগ দেন। দলটি বেআইনী ঘোষিত হলে গুপ্ত পথে কার্যনির্বাহ ও সংগঠন অটুট রাখার বিষয়ে নরেন্দ্রনাথ তাঁর কর্মকুশলতা প্রদর্শন করেন। সারা দেশময় অনুশীলন দলের সম্প্রসারণ ও অন্যান্য বিপ্লবী সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত থাকত। পার্বত্য ত্রিপুরা, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানে কৃষি খামারের নামে গোপনে অস্ত্রনির্মাণ ও শিক্ষাদান এবং বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানীর ব্যাপারেও তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ১৯১৪-এ তিন আইনে তিনি কারারুদ্ধ হন। নিরভিমান, নিষ্ঠাবান এই বিপ্লবীর প্রধান কাজ ছিল উপযুক্ত কর্মী তৈরী করা। পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেন।

দেশভক্ত নরেন্দ্রনাথ খান

জন্ম : মৃত্যু .

নাড়াজোলের জমিদার নরেন্দ্রলাল খান চিরকাল বিপ্লবীদের মুক্তহস্তে সাহায্য করেছেন। তিনি মেদিনীপুরের জননেতা ও মুখপাত্র ছিলেন। সেজন্যে তিনি সরকারের বিরাগ ভাজন হয়ে কারারুদ্ধ হন। রাজনৈতিক ও জনহিতকর কার্যে প্রভূত অর্থদান করে জেলাবাসীর অন্তর জয় করেন।

বিপ্লবীনায়ক নরেশচন্দ্র চৌধুরী

জন্ম : ১৮৯২ মৃত্যু : নভেম্বর, ১৯২৮

ছাত্রাবস্থাতেই বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীঅরবিন্দ ও যতীন মুখার্জীর সংস্পর্শে এসে নিজের আদর্শকে চিনে নেন। কিশোরগঞ্জ ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারাগারে কাটান। অসহযোগ আন্দোলন, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ও ময়মনসিংহে স্বরাজ্য দল সংগঠনে তিনি উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি পুনরায় কারারুদ্ধ হন। কারাগারে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। পরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। কারাগারে তিনি একাধিক পুস্তক রচনা করেন।
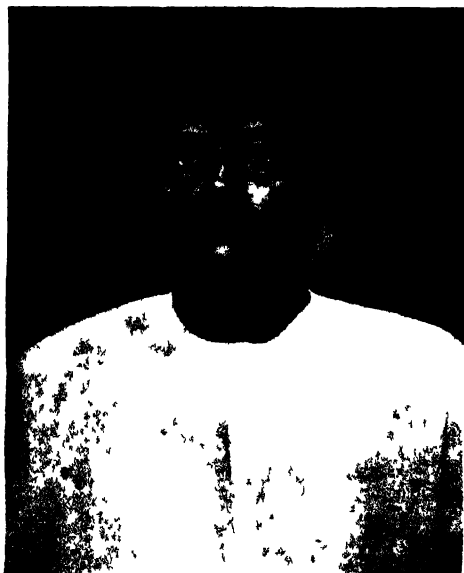
দেশসেবক নিবারণচন্দ্র পাল

জন্ম . আগস্ট ২৪, ১৮৮৯ মৃত্যু ডিসেম্বর ২, ১৯৪৯

বিপ্লবী জননেতা। ফরিদপুর জেলায় স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেন। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সঙ্গে তিনি বহুবিধ জনহিতকর ও সংগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। দেশবিভাগজনিত বিপর্যয়ে তাঁর জীবনাবসান ঘটে।

নির্মলচন্দ্র চন্দ্র

জন্ম : অক্টোবর ৬, ১৮৮৮ মৃত্যু : মার্চ ১, ১৯৫৩

বাংলাদেশের যে পাঁচজন নেতা একদা 'পঞ্চপ্রধান' আখ্যায় পরিচিত ছিলেন নির্মলচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। অর্থনীতি, দর্শন ও আইনের শীর্ষস্থানীয় ছাত্র নির্মলচন্দ্র আইন ব্যবসায়ে প্রবেশ ও জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৫ সালে পৌর-প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। পরে দেশবন্ধুর দক্ষিণহস্তস্বরূপ স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে আরোহণ করেন। দেশসেবায় প্রভূত বিত্তদান করে রাজনীতিতে সম্পূর্ণ আত্ম-নিয়োগ করেন। ডাককর্মী, ট্রাম শ্রমিক ও চ-বাগান শ্রমিক সংগঠনেও তিনি ছিলেন সক্রিয়। একাধিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। পরে কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত হন। লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী নির্মলচন্দ্রের শিল্প, সাহিত্য ও অভিনয়ে বিশেষ অবদান ও উৎসাহ ছিল। মৃত্যুকালে তিনি কলিকাতার মেয়র ছিলেন।
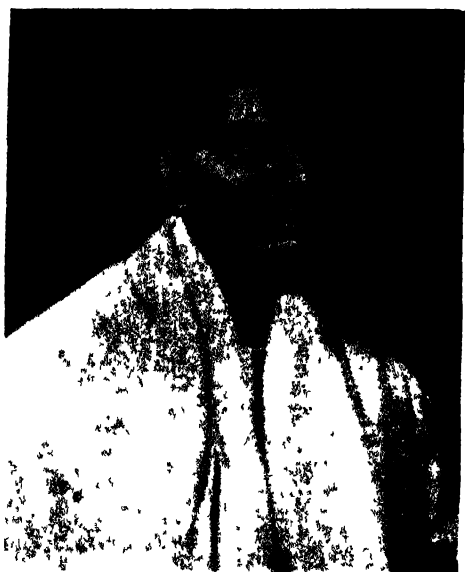
দেশভক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম : জুন ১৫, ১৮৮৫ মৃত্যু আগস্ট ১৮, ১৯৪৯

দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। প্রথমে অধ্যাপকরূপে কর্ম-জীবন শুরু করেন। দেশবন্ধুর প্রেরণায় সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করে স্বরাজ্য দলে যোগদান করেন। অসহযোগ আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। গয়া কংগ্রেসের পর বর্মায় 'রেঙ্গুন মেল' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় বহুবার কারাবাস ঘটে। বাংলার বহু অঞ্চলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। হুগলী কংগ্রেসের তিনি বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। অধ্যাপক ও সাংবাদিক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বহু গ্রন্থের প্রণেতা।

বিপ্লবীনেতা পুলিন দাস

জন্ম ১৮৭৭ মৃত্যু ১৯৪৯

অনুশীলন দলেব শীর্ষস্থানীয় নেতা। ঢাকার প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল 'মার্তাজা' নামক তুর্কী গুরুব কাছে লাঠিখেলা শিক্ষা করেন। পুলিন দাসেব প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশে পুনরায় লাঠিখেলার প্রচলন হয়। এজন্যে সরকার তাঁকে নির্বাসন দেন। বহু রাজনৈতিক ডাকাতি সূত্রে ও ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকেও সাত বছরের জন্যে দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হয়।

দেশভক্ত পুরুষোত্তম রায়

জন্ম মৃত্যু

বাংলার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দেব অন্যতম পুরুষোত্তম রায় বড়-বাজার জেলা কংগ্রেসের সংগঠক ও পরিচালক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। বহুবার তিনি কারারুদ্ধ হয়েছেন। গঠনমূলক ও বহুবিধ জনহিতকর কার্যেও তিনি অগ্রণী ছিলেন।

বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস

জন্ম জুন ১, ১৮৮৯ — মৃত্যু মে ৪, ১৯৫৬

জন্ম-বিপ্লবী।

সন্ন্যাস-জীবন পরিত্যাগ করে মাতৃভূমিব আহ্বানে সংগঠনমূলক কাজে এগিয়ে আসেন। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় দীর্ঘকাল কারারুদ্ধ থাকেন। পরবর্তী কালে দেশবন্ধুর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। যুব সমিতি সংগঠনে আত্মনিয়োগ করে ধূমকেতুর মতো সারা দেশ পরিভ্রমণ করেন। পুনরায় দীর্ঘদিন বন্দী-জীবন। মুক্তির পর সুভাষচন্দ্রের ফরওয়ার্ড ব্লক সংগঠনে তৎপর হন। আগস্ট আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। পুনরায় তরুণদের গড়ে তোলার কাজে ব্রতী হন। দেশবিভাগের পর বাস্তুহারাদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন। কলিকাতার রাজপথে উন্মাদ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

স্বামী সত্যানন্দ পুরী

জন্ম . ১৯০২ মৃত্যু মার্চ ১১, ১৯৪২

ছেলেবেলায় ফরিদপুরের অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করেন। পরে বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যুক্ত হন। বৃহত্তর ভারত সমিতির প্রচারকার্যে তিনি ব্যাংকক গমন করেন এবং দর্শন ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। সেখানে তিনি 'ডক্টরেট্' ডিগ্রি লাভ করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের সঙ্ঘবদ্ধ করে সশস্ত্র অভিযানের জন্য প্রস্তুত হন। তৎপূর্বে তিনি দেবনাথ দাস প্রভৃতির' সহযোগিতায় এক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন করেন। তিনি রাসবিহারী বসু ও নেতাজীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। টোকিও যাত্রাপথে বিমান দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন।
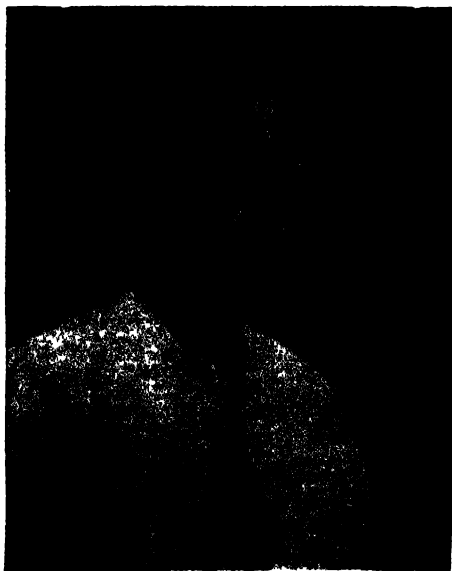
দেশভক্ত প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী

জন্ম : এপ্রিল ১৬, ১৮৯৪ মৃত্যু : জুলাই ৫, ১৯৫৭

বিপ্লবী জননেতা। কৈশোরে অনুশীলনী দলে যোগ দেন। বৈপ্লবিক সর্ববিধ কাজে অগ্রণী হন। বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর দ্বীপান্তর হয়। মুক্তির পর আবার বৈপ্লবিক কাজে এগিয়ে আসেন। ফলে আবার কারাবাস। তারপর তিনি সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন এবং বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দলের পুরোধারূপে কাজ করেন। সুদীর্ঘ কারাবাসে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। পুনরায় আগস্ট আন্দোলনে কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর তিনি রাজনীতিপথেকে অবসর গ্রহণ করেন।

বিপ্লবীনায়ক প্রমথনাথ মিত্র

জন্ম : ১৮৫৩ মৃত্যু : ১৯১০

বিপ্লবী অধিনায়ক।

ব্যারিস্টার প্রমথনাথ অনুশীলন দলের প্রতিষ্ঠাতা। সারা বাংলাদেশের তরুণ সমাজের মধ্যে শরীর চর্চার উৎসাহ প্রদান ও বৈপ্লবিক কাজে দীক্ষাদান করেন। তাঁর উৎসাহেই বাংলার বিপ্লবী তরুণ দল সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিল।

দেশভক্ত প্রমোদকুমার ঘোষাল

জন্ম ১৯০৫ মৃত্যু ১৯৬১

দেশভক্ত জননেতা।

প্রেসিডেন্সী কলেজে এম এস্‌সি পড়ার সময় 'বন্দেমাতরম্‌' সঙ্গীত গীত হওয়ায় ইউনিয়নের সম্পাদক প্রমোদকুমার কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। সাইমন কমিশন বর্জনকালে—ছাত্র আন্দোলন সূত্রে তিনি সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসেন। ধীরে ধীরে তিনি সারা বাংলায় ছাত্র আন্দোলন গড়ে, তোলেন। পরবর্তী কালে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনের জন্যে তাঁর কারাদণ্ড হয়। স্বাধীনতার পর তিনি সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি "নাগরিক কল্যাণ সমিতি"র প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া শান্তিসেনা বাহিনী, সমাজসেবী পরিষদ, সমবায় আন্দোলন প্রভৃতির সহিত যুক্ত ছিলেন।
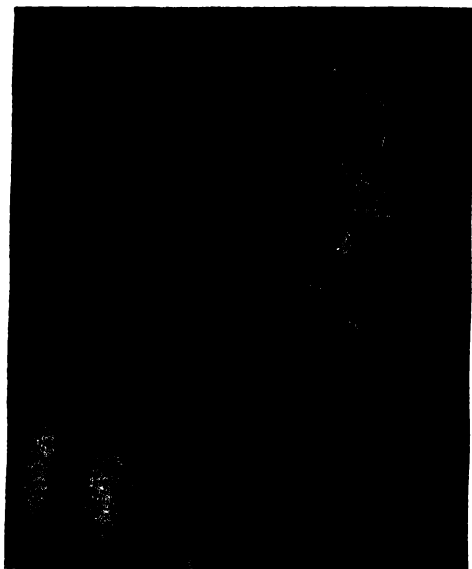
বিপ্লবীনায়ক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী

জন্ম : ১৮৮৪ মৃত্যু : ১৯২০

বিপ্লবী বৈদান্তিক।

জন্ম—বরিশালে, পূর্বাশ্রমের নাম—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। অশ্বিনীকুমার দত্তের অনুগামীরূপে বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে যোগদান করেন। ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে গয়ায় শঙ্করানন্দ সরস্বতীর কাছে দীক্ষা নেন। বিপ্লবীর ব্রত কিন্তু বন্ধ হয় না। কাশীতে অন্তরীণ হন। তারপর বাংলার বিভিন্ন কারাগারে স্থানান্তরিত হন। অবশেষে বরিশালে অন্তরীণ রাখা হয়। তৎকালে বেদান্ত, রাজনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। যুব-সম্প্রদায়ের প্রেরণাস্বরূপ ছিলেন।

বিপ্লবী ফণিভূষণ দাশগুপ্ত

জন্ম · ডিসেম্বর ২৭, ১৯০৭ মৃত্যু : ফেব্রুয়ারী ১২, ১৯৪৩

বিপ্লবী জননেতা।

ছাত্রাবস্থায় বরিশালে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৮-এ সাপ্তাহিক বিপ্লবী পত্রিকা 'স্বাধীনতা' সম্পাদনা করায় কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর মেছোবাজার বোমার মামলায় গ্রেপ্তার করে তাঁকে বিনা বিচারে হিজলী জেলে আটক রাখা হয়। সেই জেল থেকে তিনি কৌশলে পলায়ন করেন। ১৯৩৪-এ বরিশালের সিঙ্গা রাজনৈতিক ডাকাতির মামলায় পুনরায় কারারুদ্ধ হন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও আন্দামানে তাঁর দ্বীপান্তর হয়। দীর্ঘ কারাবাসে স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। মুক্তির জন্য অনশন করেন। পরে মুক্তি পেলেও ভগ্ন স্বাস্থ্য হেতু তাঁর মৃত্যু ঘটে।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : আষাঢ় ১৩, ১২৪৫ — মৃত্যু : চৈত্র ২৬, ১৩০০

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্রদূত।

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের উদ্গাতা। নিজের বলিষ্ঠ লেখনীতে সারা দেশের ঘুম ভাঙিয়ে ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী। আইন অধ্যয়ন সমাপন করে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ লাভ করেন। 'বঙ্গদর্শন' স্থাপন ও ব্যক্তিগত চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করেন। ঔপন্যাসিকরূপে খ্যাতির শিখরে আরোহণ করেন। ছেলেবেলায় 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা প্রকাশ করেন। দুর্গেশনন্দিনী, কপাল-কুণ্ডলা, আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাস এবং কমলাকান্তের দপ্তর, বিবিধ প্রবন্ধ, লোকরহস্য প্রভৃতি রচনা করে অমর হয়ে আছেন।
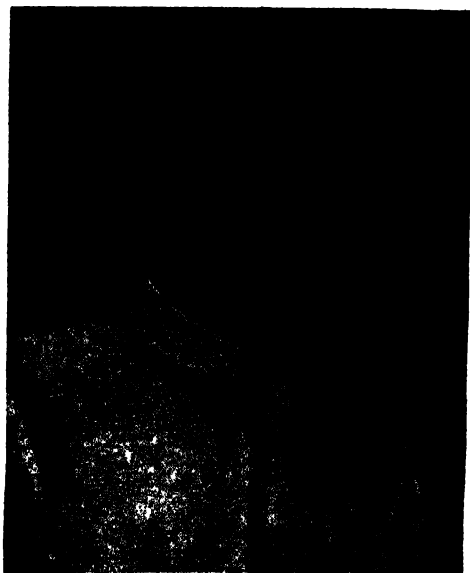
ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়

জন্ম : জুন ২৪, ১৮৯৮ মৃত্যু : ফেব্রুয়ারী ১৯, ১৯৫৮

বিখ্যাত চিকিৎসক ও দেশসেবক।

ধনীর সন্তান হয়েও নিজের পুরুষকারে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই জনহিতকর কার্যে ও সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। কলকাতায় দন্তচিকিৎসার প্রসারে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। চিরকাল দেশসেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

দেশভক্ত বসন্তলাল মুরারকা

জন্ম : ১৮৯২ মৃত্যু অক্টোবর ১০, ১৯৫৬

মধ্য কলিকাতার জননেতা। ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের পর কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা হিসাবে আমরণকাল দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। বহুবার তিনি কারাবরণ করেছেন। বিধবা বিবাহের প্রচলন এবং পর্দাপ্রথার বিরোধিতায় তাঁর সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি বিধান সভার সদস্য ছিলেন।

বিপ্লবীনায়ক বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

জন্ম জুলাই ৫, ১৮৮০ মৃত্যু এপ্রিল ১৮, ১৯৫৯

ভারতের প্রথম শ্রেণীর বিপ্লবী নেতা।

শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা ও সংগঠনে অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি 'যুগান্তর' নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করেন। মানিকতলার মুরারিপুকুর লেনে তাঁর বিপ্লবী ক্রিয়াকাণ্ডের গুপ্তঘাঁটি ছিল। কিংসফোর্ড হত্যা মামলায় অভিযুক্ত হয়ে তিনি আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন। মুক্তির পর তিনি "বিজলী" কাগজের প্রতিষ্ঠা করেন। কবিরূপেও তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে দৈনিক বসুমতীর সম্পাদক ছিলেন।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

জন্ম : জুলাই ১, ১৮৮২ **মৃত্যু : জুলাই ১, ১৯৬২**

খ্যাতনামা চিকিৎসক ও রাজনীতিক।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করে বিশ শতকের প্রারম্ভে রাজনীতিতে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের সঙ্গে যুক্ত হন। আইন অমান্য আন্দোলন করে তাঁর ছয় মাস কারাদণ্ড হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কর্পোরেশনের মেয়র হন। কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতারূপে বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন থাকেন। হাসপাতাল স্থাপন, শিল্প-বাণিজ্য সংস্থা গঠন, বহু প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তিনি অগ্রণী ছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। এই দেশনেতাকে রাষ্ট্রপতি 'ভারতরত্ন' উপাধি প্রদান করেন।

দেশভক্ত বিনয়কুমার সরকার

জন্ম : ডিসেম্বর ২৬, ১৮৮৭ মৃত্যু : নভেম্বর ২৪, ১৯৪৯

শিক্ষাব্রতী ও সুপণ্ডিত সাহিত্যিক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রাক্তন অধ্যাপক। তিনি ধন-বিজ্ঞান পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও 'আর্থিক উন্নতি' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৬) তাঁর বিশেষ ভূমিকা ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য সুবিদিত।• তিনি 'বর্তমান জগৎ', 'ক্রিয়েটিভ্ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বিনয়কুমার সরকারের বৈঠকে বহু জ্ঞানী-গুণী ও পণ্ডিত-সমাগম হত। ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি জগতে বিনয়কুমার একটি নতুন বাতায়ন খুলে দিয়েছেন।

বিপ্লবীনেতা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী

জন্ম : ১৮৮৭ মৃত্যু জানুয়ারী ১৪, ১৯৫৪

আজীবন বিপ্লবী ও দেশনেতা।

বারীন ঘোষ ও রাসবিহারী বসুর সহকর্মীরূপে বৈপ্লবিক ব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। মুরারিপুকুর, আড়িয়াদহ প্রভৃতি কেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। রডা কোম্পানীর অস্ত্রশস্ত্র লুণ্ঠনের কাজে অধিনায়কতা করায় তিনি কাবাদণ্ডে দণ্ডিত ও আন্দামানে প্রেরিত হন। পরবর্তীকালে মুক্তিলাভের পর তিনি দেশবন্ধুর সহগামীরূপে আইন অমান্য আন্দোলন, লবণ আইন ও অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। শেষ বয়সে তিনি শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।
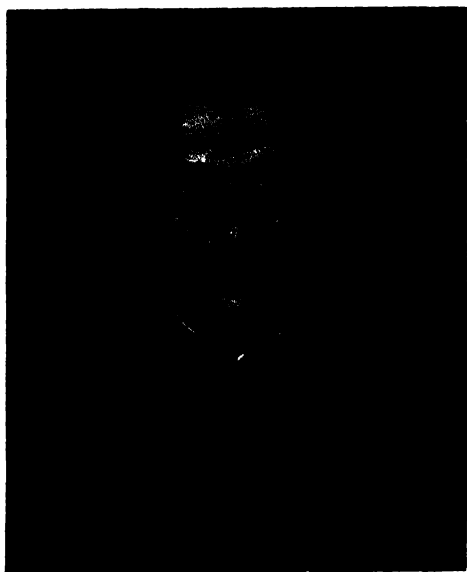
দেশভক্ত ডঃ বীরেশচন্দ্র গুহ

জন্ম জুন ৮, ১৯০৪ মৃত্যু মার্চ ২০, ১৯৬২

খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক ও দেশপ্রেমিক।

প্রাণ রসায়ন শাস্ত্রে তাঁর মৌলিকত্ব বিজ্ঞান জগতে সুবিদিত। রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণায় তিনি অগ্রণী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় কারারুদ্ধ হন। উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে গিয়ে বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করে শেষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলিত রসায়ন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ভারত সরকারের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার তিনি উপদেষ্টা ছিলেন। তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গী, ত্যাগ ও দেশপ্রেম উল্লেখযোগ্য।
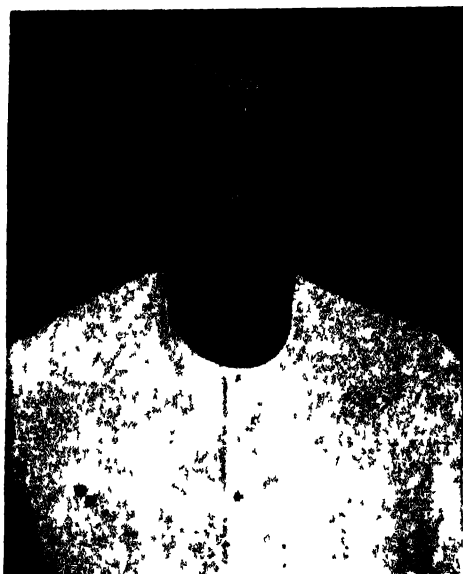
বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : অক্টোবর ৩১, ১৮৮০ **মৃত্যু : ডিসেম্বর ২, ১৯৪২**

পুলিন দাসের অনুগামী শিষ্যরূপে অনুশীলন দলে যোগদান করেন। বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এক রাজনৈতিক হত্যার জন্যে পুলিশ পশ্চাদ্ধাবন করলে আত্মগোপন করে কর্মতৎপরতা চালিয়ে যান। তাঁর ঘটনাবহুল জীবনে বহুবার কারারুদ্ধ হন। জেলেই যাঁদের জীবন কাটে এঁইনি তাঁদের দলের অন্যতম। 'বীরেনদা' নামে সকলের প্রিয়।
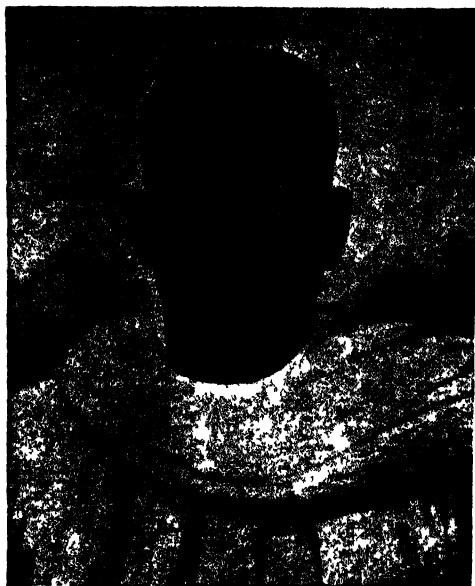
দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল

জন্ম : ১৮৮১ মৃত্যু : ১৯৩৪

মেদিনীপুরের অন্তর্গত কাঁথি তাঁর জন্মভূমি। তিনি দেশবাসীর কাছ থেকে 'দেশপ্রাণ' আখ্যা লাভ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে তিনি দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি স্বরাজ্য দলের 'হুইপ' ছিলেন। বিশিষ্ট আইনবিদরূপে তাঁর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। মেদিনীপুর জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড কর বন্ধ আন্দোলন তাঁর নেতৃত্বেই সাফল্য লাভ করে।
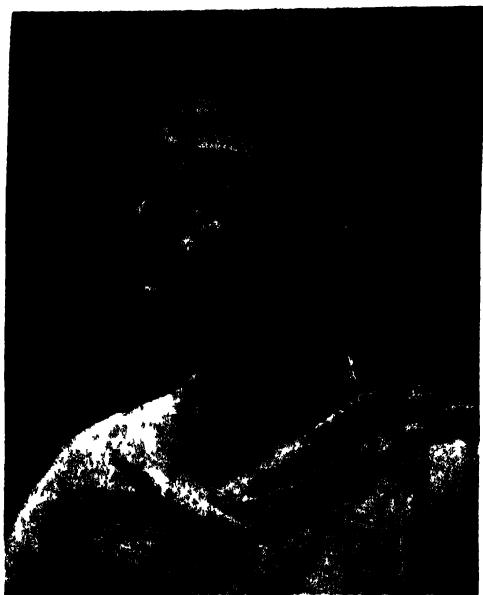
দেশনায়ক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

জন্ম ফেব্রুয়ারী ১১, ১৮৬১ মৃত্যু অক্টোবর ২৭, ১৯০৭

স্বদেশী আন্দোলনের প্রচারে ও প্রসারে ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' ও 'টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী' পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁর অগ্নিগর্ভ লেখনীতে দেশ জাগ্রত হয়ে ওঠে। আসল নাম--ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরবর্তী যুগে বৈদান্তিক সন্ন্যাসীরূপে পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যোগদান করেন। কারাগারে অনশন করে তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

দানবীর ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

জন্ম বৈশাখ ৬, ১২৮১ মৃত্যু কার্তিক ২০, ১৩৬৪

গৌরীপুর ময়মনসিংহের জমিদার পত্নী বিশ্বেশ্বরী দেবী কর্তৃক তিনি গৃহীত হন।

দানবীর ও দেশভক্তরূপে তিনি খ্যাত ছিলেন। বাংলার অগ্নি-যুগে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ সংগঠনে তিনি পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের আন্তরিক প্রচেষ্টায় শ্রীঅরবিন্দ উক্ত পরিষদের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েও তিনি লক্ষাধিক টাকা দান করেন। বাঙলার নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ভারতের মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করার জন্য তিনি বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রণী ছিলেন। সমবায় সংগঠন, পোত নির্মাণ এবং বহুবিধ ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। তিনি ইংরেজ সরকারের 'রাজা' উপাধি দানের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতেরও তিনি অনুরাগী ছিলেন।

দেশভক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী

জন্ম : জানুয়ারী ১, ১৮৮৪ — মৃত্যু জুলাই ৭, ১৯৪০

বিপ্লবী জননেতা। অনুশীলন সমিতির কর্মী হিসেবে শরীর চর্চা ও রাজনৈতিক প্রচারকার্য চালাতেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে ময়মনসিংহ জেলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। সরকার তাঁকে পূর্ববঙ্গ থেকে বহিষ্কৃত করে। তারপর তিনি গান্ধীজীর সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্বদেশী-সঙ্গীত গেয়ে তিনি দেশ-জোড়া সুনাম অর্জন করেছিলেন।
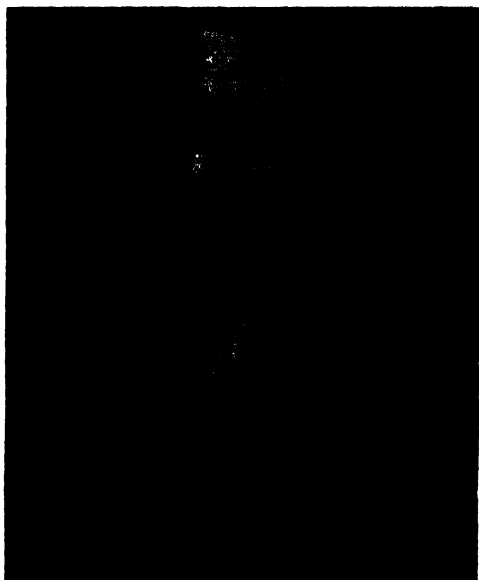
বিপ্লবীনায়ক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

জন্ম : ডিসেম্বর ৪, ১৮৮০ মৃত্যু : ডিসেম্বর ২৫, ১৯৬১

প্রখ্যাত বিপ্লবী ও প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারী।

স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ যুগান্তর দলের পুরোধা ছিলেন। রাজদ্রোহের অপরাধে তিনি কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পর সরকারের দৃষ্টি এড়িয়ে তিনি ইউরোপে গমন করেন ও বার্লিনে নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগদান করেন। পরবর্তী কালে মানবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির সঙ্গে তৃতীয় কম্যুনিস্ট আন্তর্জাতিকে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৫-এ ভারতে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি টি. ইউ. সি.র সভাপতির পদে বৃত হন। ভূপেন্দ্রনাথ বহু গ্রন্থের প্রণেতা, তন্মধ্যে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বইগুলি বিশেষ মূল্যবান।

দেশনায়ক মতিলাল ঘোষ

জন্ম : অক্টোবর ২৮, ১৮৪৭ মৃত্যু : সেপ্টেম্বর ৫, ১৯২২

অমৃতবাজার পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। জন্ম—যশোহরের অমৃতবাজার গ্রামে। তথায় অগ্রজ শিশিরকুমারের সঙ্গে একত্রে বাংলায় 'অমৃতবাজার' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণের জন্যে তাঁকে রাজরোষে পড়তে হয়। লর্ড লিটনের ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টকে পাশ কাটিয়ে রাতারাতি পত্রিকাটিকে ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। স্বদেশী আন্দোলনে চরমপন্থীরূপে যোগদান করে নির্বাসন দন্ড ভোগ করেন।

দেশনায়ক মতিলাল রায়

জন্ম : জানুয়ারী ৬, ১৮৮২ মৃত্যু : এপ্রিল ১০, ১৯৫৯

জন্মবিপ্লবী ও প্রবর্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'প্রভাকর' পত্রিকায় তিনি কবিতা লিখতেন। তিনি নাটকও রচনা করেছিলেন। এক সময় নবদ্বীপে যাত্রাদল গঠন করে তিনি বহু অর্থ ও খ্যাতি লাভ করেন। 'সীতা হরণ', 'নিমাই সন্ন্যাস' ইত্যাদি গীতিনাট্য রচনা করেন। প্রবর্তক সংঘের সংগঠনের কাজে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। এক সময় তাঁর সংঘ বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল ছিল।
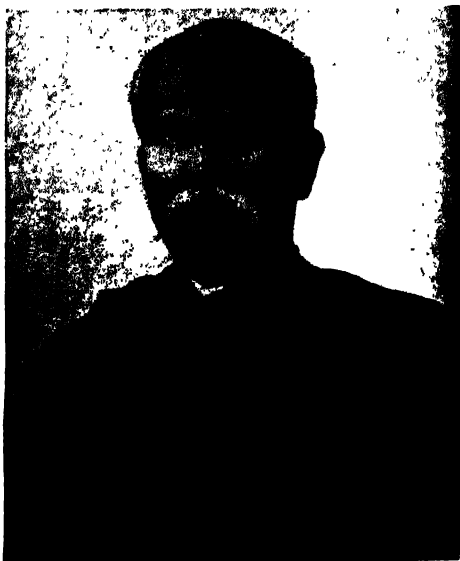
দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী

জন্ম : মে ২৭, ১৮৬০　　　　মৃত্যু : নভেম্বর ১২, ১৯২৯

বিখ্যাত দানবীর ও দেশপ্রেমিক।

বাঙলার বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার একজন প্রথম শ্রেণীর পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। বহু ছাত্র তাঁর বাড়িতে আশ্রয় পেয়ে শিক্ষালাভ করে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর দান অসামান্য। তাঁর অর্থে ছোটদের 'শিশু' মাসিক রূপ লাভ করে। স্বদেশী শিল্প ও বাণিজ্যের বহুবিধ সম্প্রসারণ করেন। বঙ্গভঙ্গ ও রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর অর্থে বঙ্গ-সাহিত্যের সম্যক প্রচার ও উন্নতি সাধিত হয়। 'দানবীর মণীন্দ্রচন্দ্র' নামে তিনি জনগণের অন্তর জয় করেন।

দেশসেবক মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

জন্ম অগ্রহায়ণ ১৭, ১২৬৫ মৃত্যু মাঘ ২৭, ১৩৫০

দেশকে ভালোবেসে অকাতরে গোপন-দান করে গেছেন। কুমিল্লায় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের তিনি আশ্রয়স্থল ছিলেন। তিনি নিজে রাজ-নৈতিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থেকেও বিপ্লবীদের বন্ধু ছিলেন। কৃচ্ছ্রসাধন করে জীবন কাটাতেন এবং অর্জিত বিপুল অর্থ অকাতরে জনসেবায় দান করতেন। তাঁর দানের বৈশিষ্ট্য ছিল যে, দানগ্রহণকারীকে শর্তানুযায়ী দাতার নাম গোপন রাখতে হত।

দেশনায়ক মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা

জন্ম শ্রাবণ, ১২৬৪ মৃত্যু : জ্যৈষ্ঠ ১৬, ১৩২৬

বরিশালের খ্যাতনামা জননেতা। বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ সময় কুখ্যাত তিন আইনে ধৃত নয়জন ব্যক্তির মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।। ১৯০৬ সালে বরিশালের রাজাহাডেলীব কংগ্রেস অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বন্দেমাতরম্ ধ্বনির উপর নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে নিজপুত্র চিত্তরঞ্জনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে তিনি ত্যাগের অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অভ্র ব্যবসায়ে অর্জিত আয়ের অধিকাংশই তিনি দেশসেবায় ব্যয় করতেন। মনোরঞ্জনবাবুর 'নবশক্তি' পত্রিকা ঐ সময় দেশবাসীকে ত্যাগ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তুলত। রাজরোষে তাঁর ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। নিজের অভ্রখনির ডিনামাইট তিনি বারীন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবীদের সরবরাহ করতেন; তাই তাঁর কারখানা বাজেয়াপ্ত হয়। অগ্নিযুগের ঋত্বিক মনোরঞ্জনবাবু সুবক্তা ও সুসাহিত্যিক হিসাবেও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।

বিপ্লবী মাদাম ভিকাজী রোস্তম কামা

জন্ম ১৮৬১ মৃত্যু আগস্ট ১২, ১৯৩৬

ভারতীয় জাতীয় পতাকার উদ্ভাবক মাদাম কামা ছিলেন ইউরোপে একমাত্র ভারতীয় বিপ্লববাদী নায়িকা। পিতা বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট পার্শী বণিক সোরাবজী প্রেমজী প্যাটেল। স্বামীর নরমপন্থী রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে ভিকাজীর বিরোধ ঘটে। বিলাতে গিয়ে দাদাভাই নৌরজী ও বিপ্লবী কৃষ্ণ বর্মার সান্নিধ্যলাভ করেন। পরে বীর সাভারকরের সহগামিনী হন। বৈপ্লবিক কাজ ও প্রচারের সুবিধার্থে মাদাম কামা প্যারিসে চলে যান। পত্রপত্রিকা ও সভা-সমিতির মাধ্যমে তিনি সারা ইউরোপে ভারতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রচার শুরু করেন। ইংরেজীতে 'বন্দেমাতরম' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করতেন। ১৯০৭ সালে স্টাটগার্টে আন্তর্জাতিক সমাজ-তন্ত্রী সম্মেলনে তিনি স্বপরিকল্পিত ও স্বহস্তনির্মিত জাতীয় পতাকা প্রথম উত্তোলন করেন। ভারতে অস্ত্র পাচারের জন্যে তাঁকে ভিসি সহরে বন্দী করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে স্বদেশে ফিরে আসেন।

জনসেবক মুকুন্দলাল সরকার

জন্ম ডিসেম্বর ৩১ ১৮৮৫ মৃত্যু অক্টোবর ২৩ ১৯৫৫

বাংলার বিশিষ্ট জননেতা।

বৈপ্লবিক কাজের জন্যে বহুবার কারারুদ্ধ হন। একদা শ্রমিক আন্দোলনে তিনি পুরোধা ছিলেন। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী-রূপে বহু সংগঠনের কাজ সম্পাদন করেন। পরবর্তীকালে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা ও সংগঠনে মুকুন্দলাল উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন।

দেশভক্ত মেঘনাদ সাহা

জন্ম : অক্টোবর ৬, ১৮৯৩ মৃত্যু : ফেব্রুয়ারী ১৬, ১৯৫৬

বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক ছিলেন। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি ও জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির সদস্য ডঃ সাহা দেশের বহু গবেষণাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পদার্থ-বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি বহু বৈজ্ঞানিক ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতায় তিনি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারত তাঁর কাছ থেকে আরো বহু জিনিস প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে সে আশা অপূর্ণ থেকে গেছে। মৃত্যুকালে তিনি লোকসভার সদস্য ছিলেন।

দেশপ্রেমিকা মোহিনী দেবী

জন্ম ফাল্গুন ২০, ১২৭০ মৃত্যু মার্চ ২৫, ১৯৫৫

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জের বেউথা গ্রামে জন্ম। ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রথম হিন্দু ছাত্রী ছিলেন। রামতনু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির নিকট শিক্ষা লাভ করেন। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতায় উৎসাহদান এবং বাল্য-বিবাহের বিরুদ্ধে তিনি সচেষ্ট থাকতেন। ১৯২২-এ গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে তিনি কারারুদ্ধ হন। তিনি দেশবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। ১৯৩১-এ রাজনৈতিক তৎপরতা ও আইন অমান্য আন্দোলনে সক্রিয়তার দরুন পুনরায় ছয় মাস কারাবরণ করেন। নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনে সভানেত্রীর ভাষণে তিনি যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন তা ঐসময় বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তিনি জীবন তুচ্ছ করে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির কাজে রত থাকতেন।

বিপ্লবী মোহিনীশঙ্কর রায়

জন্ম জ্যৈষ্ঠ ২৩, ১২৮৫ মৃত্যু আষাঢ় ২৫, ১৩৪৯

ময়মনসিংহে হেমেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর বৈপ্লবিক কাজের অন্যতম প্রধান সহকর্মী। স্থানীয় বিপ্লবী সংস্থা সাধনা সমাজের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। পরবর্তীকালে বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ ও স্বদেশী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি দীর্ঘকাল অন্তরীণে আবদ্ধ থাকেন। মুক্তির পর অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।
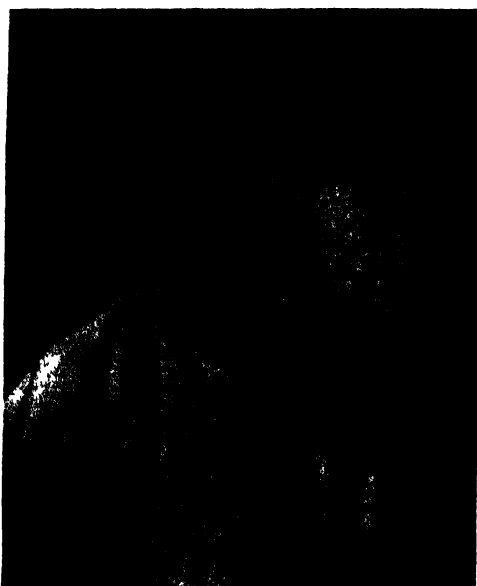
দেশভক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়

জন্ম চৈত্র ৮, ১২৮৯ মৃত্যু জানুয়ারী ১৮, ১৯৫১

উত্তর বঙ্গের জননেতা। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যে রাজসাহী কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। বগুড়ায় শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত থেকে 'গণমঙ্গল' নামে সংগঠনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শিক্ষার সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি বাঘা যতীনের সংস্পর্শে আসেন ও বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতায় যোগ দেন। বালেশ্বর যুদ্ধের পর পুলিশ তাঁকে বিভিন্ন স্থানে অন্তরীণ করে। পরে তিনি দরিদ্র অনুন্নত জনের হিতকার্যে প্রবৃত্ত হন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করায় এবং লবণ সত্যাগ্রহের সময় তিনি দেড় বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তৎপূর্বে বঙ্গীয় যুব সম্মেলনে সভাপতিত্ব ও ফরিদপুর প্রাদেশিক কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। পরে বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। "ভারত ছাড়" আন্দোলনে আবার তিনি দু'বছর কারারুদ্ধ হন।

দেশভক্ত যদুনাথ পাল

জন্ম . ১৮৮২ মৃত্যু : ১৯৪৭

আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনে এবং বিদেশী পণ্য বর্জনে আত্মনিয়োগ করেন। ফরিদপুরের বিখ্যাত নেতা অম্বিকা মজুমদারের অনুগামী ছিলেন। বহুবার কারাবরণ করেন। জেলা কংগ্রেসের তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি একটি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা।
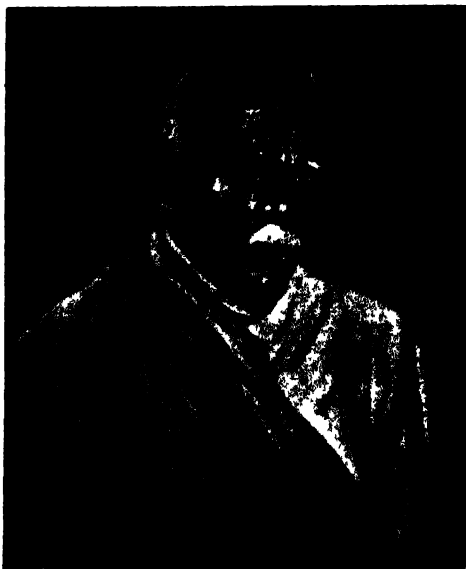
দেশনায়ক যাদবেন্দ্রনাথ পাঁজা

জন্ম : ১৮৮৫ মৃত্যু : ১৯৬১

অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত বাঙলার অন্যতম জননেতা।

তিনি আইন ব্যবসায় শুরু করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সর্বস্ব ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। চিরজীবন মুক্তি সংগ্রামে দুঃখ-কষ্ট নির্যাতন সহ্য করেছেন। একাদিক্রমে বিশ বৎসরকাল তিনি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার আইন-পরিষদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর তিনি রাজ্য মন্ত্রী সভায় যোগদান করেন। জীবনে বহুবার কারাবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি পদে আসীন ছিলেন।
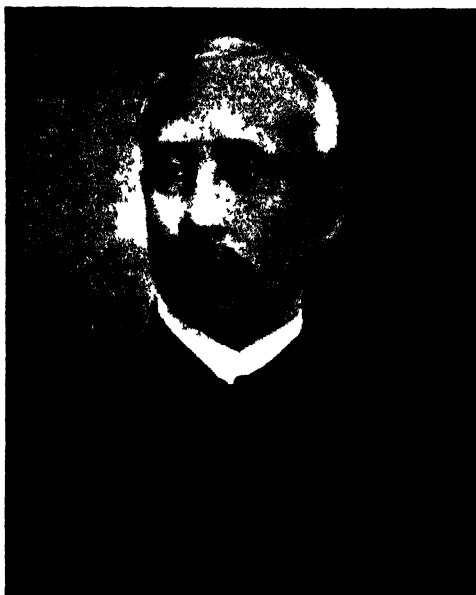
দেশভক্ত যাত্রামোহন সেন

জন্ম ১৮৫০ মৃত্যু ১৯১৯

চট্টগ্রামের সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনের পিতা। অতি সামান্য অবস্থা থেকে নিজের পুরুষকারে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। আইনজীবিরূপে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। জনহিতকর কাজে তাঁর দানও ছিল অপরিসীম। দান করে তিনি প্রায় দেউলিয়া হয়ে পড়েন। বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সমিতি ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করেন। স্বদেশী যুগ থেকেই তিনি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হন। রাউলাট বিলের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন। তিনি চট্টগ্রাম পরিষদের সভাপতি ছিলেন।

দেশভক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী

জন্ম : মৃত্যু : ১৯৪১

উত্তর বঙ্গের জননায়করূপে সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর দান অনন্যসাধারণ।
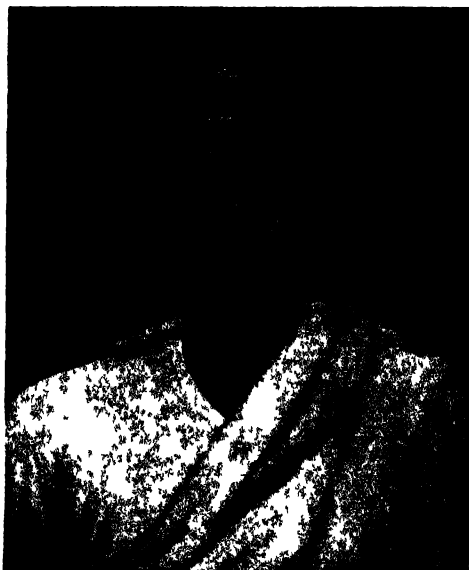
দেশভক্ত রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৮৭৪ মৃত্যু নভেম্বর ২৪, ১৯৩৬

সুরেন্দ্রনাথ ও অশ্বিনীকুমারের অনুগামীরূপে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। বরিশালের সকল আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। জেলা ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঝালকাঠিতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেখানকার পৌরসভার সভাপতি ছিলেন। ১৯২১ থেকে এগার বৎসর একাদিক্রমে জেলা কংগ্রেসের সভাপতিপদে বৃত থাকেন। বহুবার তিনি কারাবরণ করেন।

কান্তকবি রজনীকান্ত সেন

জন্ম জুলাই ২, ১৮৬৫ মৃত্যু সেপ্টেম্বর ১৩, ১৯১০

'কান্ত কবি' নামে বহু স্বদেশী গান রচনা করে দেশের অন্তর জয় করেন। তাঁর রচিত 'মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই' এক সময় বাংলার গ্রামে-গ্রামে ধ্বনিত হত।

এ ছাড়া বহু হাসির গানের ভিতর দিয়ে তিনি সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। 'বাণী' ও 'কল্যাণী' তাঁর দুটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। তিনি একাসনে বসে সঙ্গীত রচনা করে তাতে সুর-সংযোগ করে শ্রোতাদের গান শুনিয়ে মুগ্ধ কবতে পারতেন।
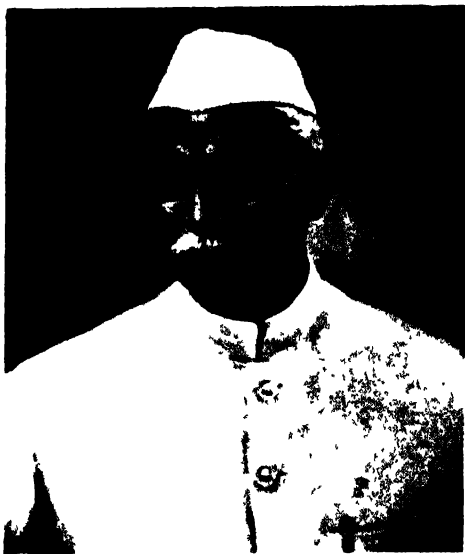
ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ

জন্ম ডিসেম্বর ৩, ১৮৮৫ মৃত্যু ফেব্রুয়ারী ২৮, ১৯৬৩

আজীবন দেশসেবক ও ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি। ১৯১৭-তে গান্ধীজীর সহচররূপে চম্পারণ সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। পরে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি দু'বার কংগ্রেস সভাপতির পদ অলংকৃত করেছিলেন। জীবনে বহুবার দেশের কাজে কারাবরণ করেন। ভারতীয় সংবিধান সভার সভাপতি ছিলেন। মনীষী ও পণ্ডিত রাজেন্দ্র প্রসাদ বহু পুস্তক রচনা করেছেন। তন্মধ্যে "ইন্ডিয়া ডিভাইডেড্" উল্লেখযোগ্য।

দেশভক্ত ললিতমোহন বর্মণ

জন্ম : ১৮৯৯ মৃত্যু ১৯৬১

প্রথম জীবনে যুগান্তর দলে যোগদান করে বৈপ্লবিক কাজে অংশ গ্রহণ করেন। তারপর চা-বাগান-শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে আন্দোলন পরিচালনাকালে ললিতমোহন কারারুদ্ধ হন। পরে ত্রিপুরায় অসহযোগ আন্দোলনের জন্যে কারাবাস ঘটে। চৌকিদারী ট্যাক্স বন্ধ, কৃষক আন্দোলন প্রভৃতির নেতৃত্বে অংশ গ্রহণ করেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর স্বরাজ্য দলে যোগদান করেন। তৎপর বিভিন্ন রাজনৈতিক কারণে তাঁকে পুনরায় কারারুদ্ধ করা হয়। পরবর্তীকালে সমাজতান্ত্রিক ও মার্ক্সীয় মতবাদে আকৃষ্ট হন। শেষ জীবনে সমবায় আন্দোলন ও সাংবাদিকতায় যোগদান করেন।
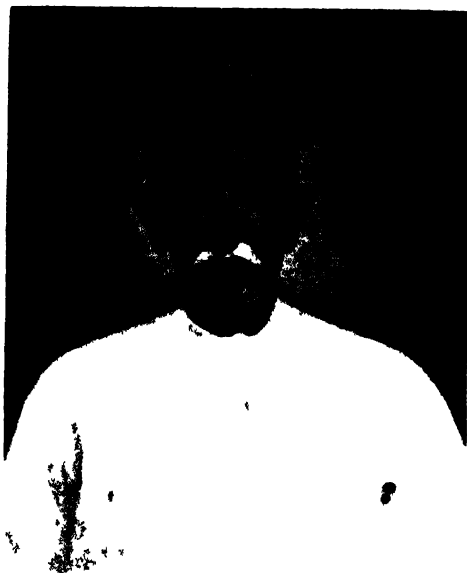
দেশভক্ত ললিতমোহন সিংহ

জন্ম মাঘ ১১ ১২৮৯ মৃত্যু ভাদ্র ১৩, ১৩৬২

বিপ্লবী জননেতা। কলিকাতার নারিকেলডাঙ্গায় সাধন সমিতির জনহিতকর কার্যক্রম এবং পরে অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক কর্ম-তৎপরতার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক জীবন শুরু। বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় প্রমথ মিত্র, সতীশচন্দ্র বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দের বৈপ্লবিক তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত হন। পুরাতন পুস্তকের দোকান খুলে তার ভিতর গোপন কার্যকলাপ চালাতেন। ১৯২০-এ অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন ও উত্তর কলিকাতা কংগ্রেসের পুরো-ভাগে ছিলেন। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে দেশবন্ধুর অনুগামী হন। তমলুকে লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্যে দু'বছর কারারুদ্ধ থাকেন। মুক্তির পর তমলুকেই কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। ফরওয়ার্ড ব্লকে তিনি যোগ দেন। ঐদল কংগ্রেস পরিত্যাগ করলে তিনি কংগ্রেসেই থেকে যান। ১৯৪২-এ ২৬শে জানুয়ারী পতাকা উত্তোলনের জন্যে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তিনি প্রহৃত হন ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

দেশভক্ত লিয়াকত হোসেন

জন্ম মৃত্যু

বিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ও সমন্বয় সাধনে নেতৃত্ব দান করেছিলেন তাঁদের মধ্যে লিয়াকত হোসেন ছিলেন অন্যতম। বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় সমগ্র বঙ্গদেশে জাতীয় একাত্মবোধ, দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ প্রচেষ্টায় তাঁর এক বিশেষ ভূমিকা ছিল।

দেশভক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ

জন্ম : ১৮৮২ মৃত্যু ১৯৫৭

• বরিশালের বিশিষ্ট জননেতা।

বিশ শতকের প্রারম্ভে তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেন। তিনি বরিশালে স্বরাজ সেবক সংঘ গঠন করেন। তিনি গান্ধীপন্থী ছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি "অবধূত ভাষ্য" নামে বেদান্ত দর্শনের একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯২১-এ রাজদ্রোহিতার জন্যে তিনি কারাবরণ করেন। পুনরায় লবণ আন্দোলন করে তিনি কারারুদ্ধ হন। আগস্ট আন্দোলনে কারামুক্তির পর তিনি অধ্যাত্ম-চিন্তায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ ও একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশভক্ত শরৎচন্দ্র বসু

জন্ম সেপ্টেম্বর ৬, ১৮৮৯ মৃত্যু ফেব্রুয়ারী ২০ ১৯৫০

সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ও দেশনায়ক। দেশবন্ধুর স্বরাজ্যদল গঠনের সময়ই তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু। তিনি কয়েকবার এ. আই. সি সি-র সদস্য; বি পি সি. সি-র সভাপতি ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস দলের নেতা হয়েছিলেন। সহোদর সুভাষচন্দ্রের সকল রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার সহায়ক ছিলেন। তিনি বহুবার কারাবরণ করেছেন।

দেশভক্ত শান্তশীলা পালিত

জন্ম ভাদ্র ২১ ১২৮৯ মৃত্যু ভাদ্র ৮ ১৩৫৮

সমাজসেবিকারূপে জননেত্রী হন।

স্বামীর মৃত্যুর পর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। 'অভয় আশ্রমে' সংগঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কর্মের মাধ্যমে কুমিল্লায় জননেত্রীরূপে পরিচিতা হন। সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করে কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পরও দেশসেবায় অবিচল থাকেন বলে সরকার তাঁর গৃহ দখল করে। তখন পুত্রদের নিয়ে বাঁকুড়ায় চলে যান। পুত্র পঞ্চানন কারাগারে অমানুষিক অত্যাচারে প্রাণত্যাগ করেন। সারা পরিবার নির্যাতনে অগ্নিশুদ্ধ হন।

দেশনায়ক শিশিরকুমার ঘোষ

জন্ম ১৮৪০ মৃত্যু জানুয়ারী ১০ ১৯১১

সুবিখ্যাত সাংবাদিক। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা। তৎকালীন সরকারী আইনকে পাশ কাটিয়ে রাতারাতি বাঙলা পত্রিকাকে ইংরাজীতে রূপান্তরিত করে দেশবাসীকে বিস্মিত করেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে 'লর্ড গৌরাঙ্গ 'অমিয় নিমাই চরিত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্যাগ, নিষ্ঠা ও ভক্তি তাঁকে সর্বজনশ্রদ্ধেয় করে তোলে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি সর্বজাতীয় স্বদেশী আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন।

বিপ্লবী শৈলেশ্বর বসু

জন্ম ১৮৮৬ মৃত্যু জুন ১১, ১৯২৮

বিপ্লবী জননেতা।

ছাত্রাবস্থায় বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্যে বিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন। পরে অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করে যতীন মুখার্জীর অন্যতম সহকারীরূপে বৈপ্লবিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। জার্মানী থেকে আগ্নেয়-অস্ত্র আমদানীর পরিকল্পনায় ও বালেশ্বর মামলায় তিনি কারারুদ্ধ হন। কারাগারে অনশন করায় তাঁর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। মুক্তিলাভের পর অসহযোগ আন্দোলনে পুনরায় কারাবরণ করেন। এই সময় তিনি, চব্বিশ পরগণা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন। মানবেন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ প্রকাশ করতেন।

দেশনায়ক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী

জন্ম : জুলাই ১২, ১৮৬৯ মৃত্যু · সেপ্টেম্বর ৭, ১৯০২

স্বদেশী যুগের সর্বত্যাগী কংগ্রেস-কর্মী।

পাবনার বারেঙ্গ গ্রামে জন্ম। বাঙ্‌লাদেশের একজন বিশিষ্ট বাগ্মী, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ছিলেন। 'বন্দেমাতরম্‌' 'বেঙ্গলী' ও 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে ১৯২২-এ তিনি কারাবরণ করেন।
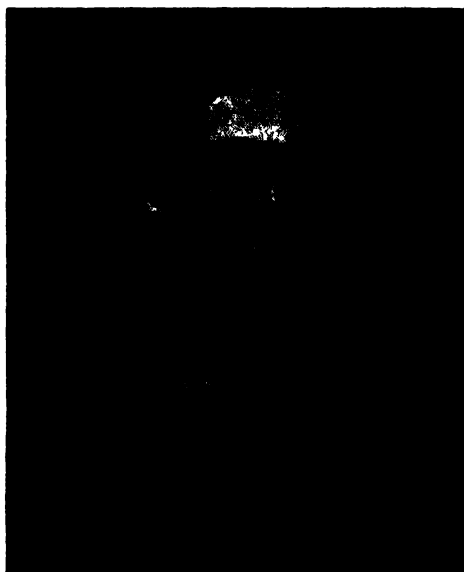
দেশভক্ত শ্যামাকান্ত, সোহহং স্বামী

জন্ম : ১৮৫৮ মৃত্যু : ১৯১৮

ব্যায়ামবিদ ও ধর্মগুরু।

তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যায়ামচর্চা, আত্মনির্ভরশীলতা, দেশপ্রেম জাগ্রত করা এবং দেশকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। তিনি বাঘের সঙ্গে লড়াই করে যুব সমাজের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন। পরবর্তী জীবনে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করেন। ধর্ম ও দর্শনের ওপর তিনি কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। পরবর্তী কালে নৈনীতালে তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

দেশভক্ত সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী

জন্ম · আগস্ট ৯, ১৮৮১ মৃত্যু আগস্ট ৫, ১৯৫২

*ফরিদপুরের জননেতা।

অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য তিনি কারারুদ্ধ হন।

জেলার সকল সংগঠনমূলক কাজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

দেশভক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র

জন্ম ডিসেম্বর ২২, ১৮৮৮ মৃত্যু অক্টোবর ২৭, ১৯৪২

বিপ্লবী যুগান্তর দলের অন্যতম নেতারূপে সত্যেন্দ্রচন্দ্রের নাম সুবিদিত। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে তিনি দেশবন্ধুর স্বরাজ্য দলে প্রবেশ করেন। সুভাষচন্দ্রেরও তিনি ছিলেন একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। বহুবার কারাবাসের মধ্যে একবার তিনি প্রতিবাদ-স্বরূপ দীর্ঘদিন অনশন করেছিলেন। অবিভক্ত বাংলার প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হয়ে তিনি তার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন।

জনসেবক সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত

জন্ম : ১৮৮১ মৃত্যু ১৯৬০

বগুড়ার জননেতা। গান্ধীজীর আহ্বানে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। দেশের কাজে বহুবার তিনি কারারুদ্ধ হন। ভারত বিভাগের পর তিনি আমরণকাল পূর্ব পাকিস্তানেই জীবন অতিবাহিত করেন।
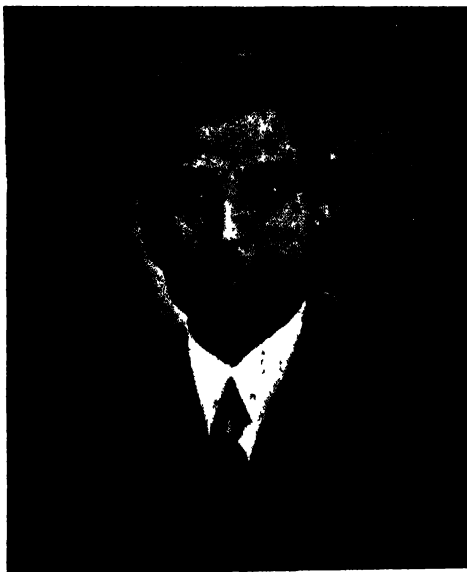
বিপ্লবী সুরেন্দ্রনাথ কর

জন্ম : মার্চ ২২, ১৮৮৯ মৃত্যু : নভেম্বর ১১, ১৯২৩

উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানী থেকে অস্ত্র-শস্ত্র আমদানীর পরিকল্পনা করে যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক কারারুদ্ধ হন। ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্যে ছাড়া পেয়ে পুনরায় বৈপ্লবিক কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। 'স্বাধীন হিন্দুস্থান পত্রিকা' সম্পাদন করেন। পরে বার্লিনে গিয়ে 'ভ্যানগার্ড' পত্রিকার সম্পাদকরূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু বাধা পেয়ে পত্রিকা প্রকাশ স্থগিত রাখেন। হঠাৎ নিউমোনিয়া রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

দেশভক্ত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন

জন্ম জুলাই ২৯, ১৮৯০ মৃত্যু কার্তিক ১৩, ১৩৬৯

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। ছাত্রাবস্থায় অশ্বিনীকুমার দত্তর সান্নিধ্যে আসেন। উত্তরকালে মূলতঃ তাঁর অনুপ্রেরণাই সুরেন্দ্রনাথের সঠিক ঐতিহাসিক গবেষণা ও গ্রন্থ রচনার কারণ হয়। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও গবেষণা কার্যে তাঁর উৎসাহদাতা ছিলেন সার আশুতোষ। তাঁর পি এইচ. ডি-র বিষয় ছিল মহারাষ্ট্রের ইতিহাস। বহুভাষাবিদ, প্রভূত পাণ্ডিত্যের অধিকারী সুরেন্দ্রনাথ ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের একবার সভাপতি হয়েছিলেন। বিদেশের বহু সংস্থাও তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি অনারারী ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন। কমপক্ষে কুড়িটি জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থের প্রণেতা সুরেন্দ্রনাথ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ অলংকৃত করেন। তাঁর লেখা Eighteen Fiftyseven গ্রন্থটি সিপাহী যুদ্ধের উপর সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত।

দেশভক্ত সুবোধ মজুমদার

জন্ম : অক্টোবর ১৩, ১৯০৭ মৃত্যু : জুলাই ৩১, ১৯৩৯

ঢাকা বিক্রমপুরের বিশিষ্ট নেতা। ছাত্রজীবনে পাঠাগার, ব্যায়ামাগার, ছাত্র সমিতি প্রভৃতি গঠন করেন। কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে গান্ধীজীর আহ্বানে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৩২-এ তিনি দুবছরের জন্যে কারারুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন বন্দীনিবাসে স্থানান্তরিত হন। মুক্তির পর অচিরেই ঢাকা সুত্রাপুর রাজনৈতিক ডাকাতি ও অন্যান্য কয়েকটি মামলায় পুনরায় গ্রেপ্তার হন ও দীর্ঘকাল কারাজীবন যাপন করেন। ১৯৩৭-এ মুক্তির পর বিক্রমপুর নয়নাগ্রামের কংগ্রেস কর্মী স্নেহলতা দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু অকালে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর গুণমুগ্ধ স্বগ্রামবাসী ও সহকর্মীরা ত্যাগব্রতী ও আদর্শনিষ্ঠ সুবোধচন্দ্রের স্মৃতি জাগরূক রাখার মানসে চন্দননগরে একটি অঞ্চলকে 'সুবোধ পল্লী' নামকরণে উদ্যোগী হয়েছেন।

দেশভক্ত রাজা সুবোধ মল্লিক

জন্ম ১৮৭৯ মৃত্যু ১৯২০

বিখ্যাত দানবীর ও দেশপ্রেমিক। পটলডাঙ্গার বসু মল্লিক পরিবারে জন্ম, উচ্চশিক্ষার্থে ইংলন্ডে যান। শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে ফিরে এসে কলা ও সংগীত চর্চায় রত হন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর গৃহে আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার ছাপাখানা সুবোধচন্দ্রের গৃহে অবস্থিত ছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময় সুবোধচন্দ্র তাঁর বিপুল সম্পত্তির অধিকাংশ জাতীয় আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কাজে দান করেন। বহু স্বদেশী শিল্প তাঁর প্রচেষ্টায় গঠিত হয়। জাতীয় শিক্ষা পর্ষদে তিনি লক্ষ টাকা দান করেন। দেশবাসী ভালবেসে তাঁকে 'রাজা' বলে অভিহিত করে। বরিশাল সম্মেলনের পর তিনি বিপিনচন্দ্র পালের সহিত সারা পূর্ববঙ্গ পর্যটন করেন। তিন আইনে প্রথম যে নয়জন নেতা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সুবোধচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। ৪১ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে।
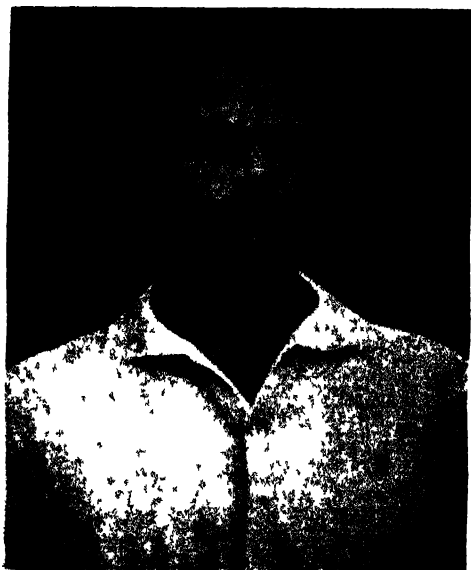
দেশভক্ত ডাঃ সুবোধচন্দ্র সরকার

জন্ম মাঘ, ১২৯৮ মৃত্যু মে, ১৯৫১

ফরিদপুর জেলাব বিপ্লবী জননেতা।

ওই অঞ্চলে অনুশীলন দল তিনিই গঠন করেন। চিকিৎসকরূপে দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন। নিখরচায় তিনি বহু গরীব লোকের চিকিৎসা করতেন। বৈপ্লবিক কাজের জন্যে বহুবার সরকার কর্তৃক অন্তরীণে আবদ্ধ থাকেন।
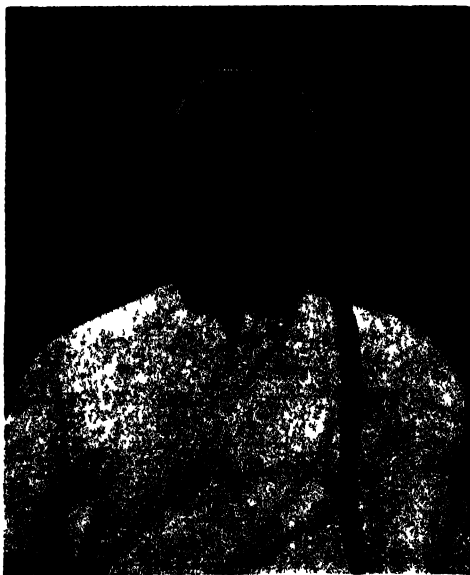
দেশভক্ত ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস

জন্ম : ডিসেম্বর ২২, ১৮৫৭   মৃত্যু : এপ্রিল ৪, ১৯৫০

খ্যাতিমান চিকিৎসক ও জনসেবক।

শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। সেবাকার্যের জন্যে তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। পরবর্তীকালে জাতীয় শিক্ষা পরিষদে যোগদান করেন। স্বদেশী শিল্পের সর্ববিধ উন্নতি বিধানে অগ্রণী ছিলেন। ১৯২৮-এ অনুষ্ঠিত সুর্মাভ্যালি রাজনৈতিক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তাঁর পরিচালনায় বহু বৈপ্লবিক কার্য পরিচালিত হত। জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি—"ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ" প্রতিষ্ঠা। তিনি তাঁর কর্মবহুল জীবনে বহু ছাত্রদের মেডিক্যাল কলেজে শিক্ষাদান করেন।
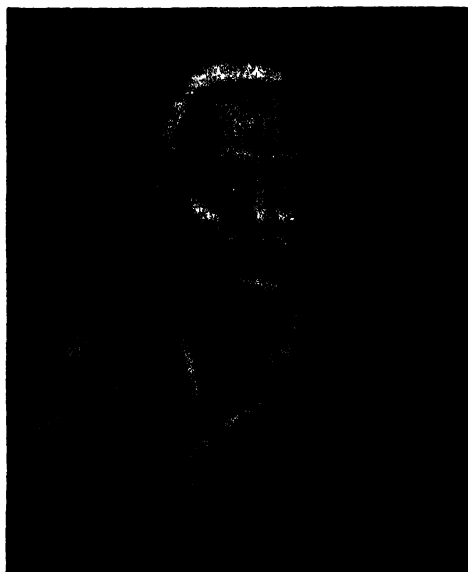
দেশসেবক ডাঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম . নভেম্বর ১৯, ১৮৮৭ মৃত্যু : অক্টোবর ১২, ১৯৬১

এই উন্নতমস্তক শালপ্রাংশু ব্যক্তি বিশিষ্ট জননেতা। সিভিল সার্জনের আকাঙ্ক্ষিত পদ পরিত্যাগ করে গান্ধীজীর ডাকে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কুমিল্লায় 'অভয় আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তীকালে টি.ইউ.সির সভাপতি, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, শ্রমমন্ত্রী ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন।

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করে বহুবার কারারুদ্ধ হন। শেষ জীবনে প্রজাসমাজতন্ত্রী দলে যোগদান করেন।

দেশভক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার

জন্ম : ১৮৮৮ — মৃত্যু আগষ্ট ১২, ১৯৫৪

বিপ্লবী জননেতা ও সংগঠক।

ছেলেবেলায় বিপ্লবী যতীন মুখাজীর দলে যোগদান করে স্বদেশীব্রতে দীক্ষাগ্রহণ করেন। স্বদেশী ডাকাতি ও হত্যার অপরাধে দুবার কারারুদ্ধ হন। ১৯১৪-তে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। নির্যাতিত রাজনৈতিক কর্মী ও তাঁদের পরিবারবর্গের পোষণের দায়িত্ব ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে ও সংগঠনের কাজে পুরোধারূপে থাকেন। মুদ্রণশিল্পের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। বাংলা লাইনো টাইপ তাঁরই আবিষ্কার। ১৯২২ থেকে তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। সাংবাদিক-রূপে সুরেশচন্দ্রের দান অসামান্য।
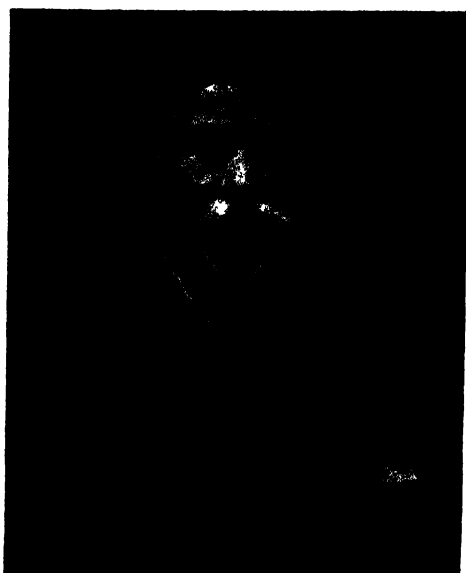
জননায়ক মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী

জন্ম ফেব্রুয়ারী ৭, ১৮৫১ মৃত্যু অক্টোবর ২০, ১৯০৮

দানবীর জননায়ক।

ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার বিখ্যাত জমিদার বংশের মহারাজা সূর্যকান্ত বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ ও স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সাহচর্য প্রদান করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করেন। এ ছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল নির্মাণ ও জনকল্যাণে বহুলক্ষ টাকা নিঃস্বার্থভাবে দান করেন।
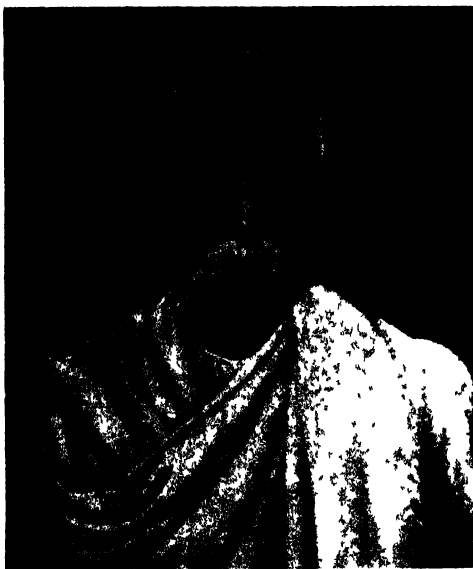
জননায়ক হরদয়াল নাগ

জন্ম সেপ্টেম্বর ১৫, ১৮৫৩ মৃত্যু সেপ্টেম্বর ২০, ১৯৪২

অখণ্ড বাঙলার অনন্যসাধারণ জননেতা। গান্ধীজীর উদাত্ত আহ্বানে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে আত্ম-নিয়োগ করেন। চাঁদপুর অঞ্চল কর্মক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করে নেন। আসামের চা-বাগানের শ্রমিকদের ওপর অমানুষিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। দেশজননীকে সেবার পুরস্কারস্বরূপ বহুবার কারারুদ্ধ হন। শ্রদ্ধানন্দ পার্কে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের রজত-জয়ন্তী উৎসবের সভাপতিত্ব করেন।
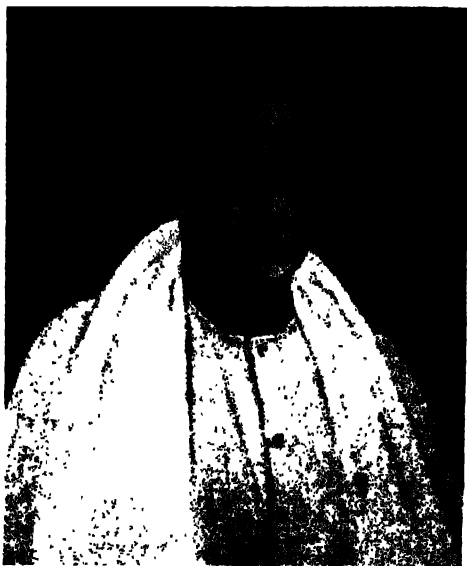
বিপ্লবীনায়ক হরিকুমার চক্রবর্তী

জন্ম : ডিসেম্বর, ১৮৮২ মৃত্যু : মার্চ, ১২, ১৯৬৩

জন্মবিপ্লবী নেতা।

যতীন মুখার্জী প্রমুখ বিপ্লবীদের সহকর্মীরূপে তিনি সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনার অন্যতম নায়ক ছিলেন। 'স্বদেশী ডাকাতি' ও বিভিন্ন প্রকারের বৈপ্লবিক কার্যের জন্যে বহুবার কারারুদ্ধ হন। হ্যারি এন্ড সন্স নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করার চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে অসহযোগ এবং আইন-অমান্য আন্দোলনেও তিনি উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে "র‍্যাডিক্যাল পার্টি" গঠন করেন। অসামান্য পাণ্ডিত্যের অধিকারী হরিকুমার 'জনতা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।
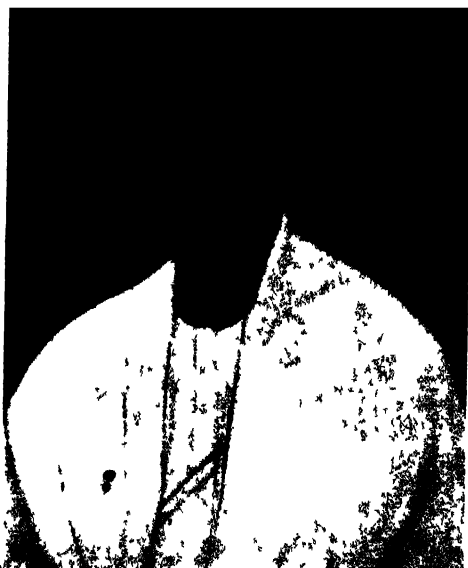
দেশভক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ

জন্ম মৃত্যু সেপ্টেম্বর ১৭ ১৯৩৮

ফরিদপুরের জননেতা।

ছাত্রাবস্থাতেই রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্যে কারারুদ্ধ হন। জেলার প্রতিটি কর্মতৎপরতাতেই তাঁকে পুরোধারূপে দেখা যেত। পরবর্তীকালে তিনি বন্দীশালায় বহু নির্যাতন সহ্য করেন এবং বহুবার কারাবরণ করেন। সেজন্যে অকাল ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হেমচন্দ্র নস্কর

জন্ম　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　মৃত্যু　নভেম্বর ১৩, ১৯৬০

১৯১৬-য় মানিকতলা পৌর সভার কমিশনার পদে নির্বাচন থেকে হেমচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন সুরু হয়। পরে কলিকাতা পৌর সভার কাউন্সিলার এবং ক্রমে অলডারম্যান, ডেপুটি মেয়র ও মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯১৭ থেকে ১৯২৯ সাল অবধি তিনি বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। স্বাধীনতার পর তিনি পশ্চিম-বঙ্গ মন্ত্রীসভার সদস্য হন এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত মন্ত্রিত্বে আসীন ছিলেন। বিভিন্ন সামাজিক ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতেন। দলমতনির্বিশেষে সকলেরই কাছে তিনি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন।
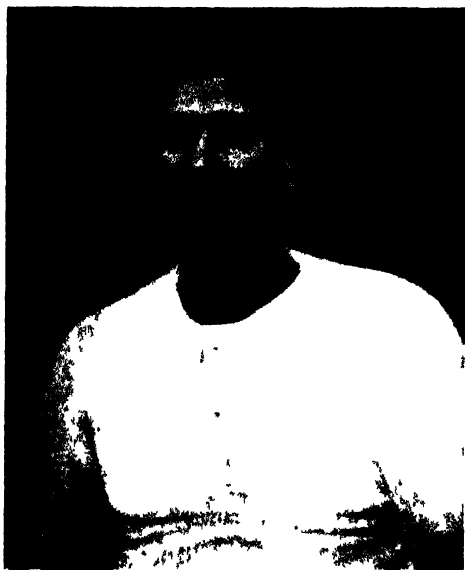
বিপ্লবীনায়ক হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী

জন্ম জ্যৈষ্ঠ ১৬, ১২৮৮ মৃত্যু আষাঢ় ১১, ১৩৪৫

মুক্তাগাছার বিখ্যাত জমিদার বংশের হেমেন্দ্রকিশোর স্বদেশী আন্দোলন ও বাঙলার বৈপ্লবিক কার্যে বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করেন। 'কার্বোনারী গুপ্ত সমিতি'র তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ ও স্বদেশী আন্দোলনেও তিনি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। ভারত-জার্মান সশস্ত্র বিপ্লব পরিকল্পনার পূর্ববঙ্গ অভ্যুত্থানের দায়িত্ব ছিল হেমেন্দ্রকিশোরের ওপর। এমন সময় চরম মুহূর্তে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে খুলনায় অন্তরীণ হন। দীর্ঘকাল কারাগারে যাপন করে যখন তিনি মুক্তিলাভ করেন—তখন তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। তিনি বাঙলার বিপ্লবীদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।
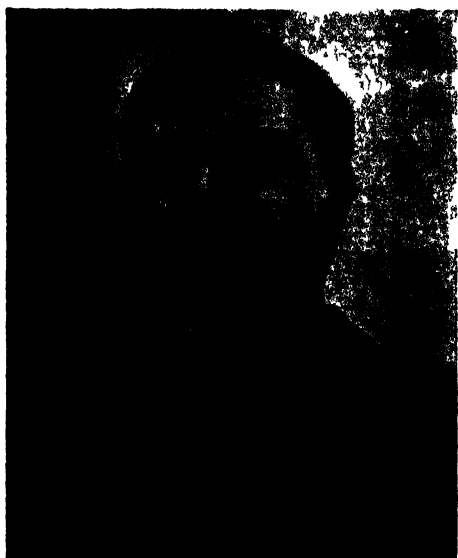
দেশভক্ত হরিশ্চন্দ্র সিকদার

জন্ম . অগ্রহায়ণ, ১২৮৮ মৃত্যু : আগস্ট ১২, ১৯৩৭

যশোহর নিবাসী হরিশ্চন্দ্র বিশ শতকের প্রারম্ভে স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৮৯৭ সালে 'আত্মোন্নতি সমিতি' গঠিত হয়। তিনি সমিতির এক নেতৃস্থানীয় কর্মী ছিলেন। তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ইন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অনুকূল মুখোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাধাকুমুদ মুখার্জী প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপে ঐ সমিতি লিপ্ত হয়। তৎপূর্বে বঙ্গ-ভঙ্গ-রোধ আন্দোলনের সময়ও সমিতির কর্মীরা বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। সমুদয় কর্মতৎপরতার পিছনে থাকত হরিশ্চন্দ্রের নিরলস নেতৃত্ব। সেজন্যে তিনি রাজরোষে পড়েন ও বহুভাবে লাঞ্ছিত ও কারারুদ্ধ হন।
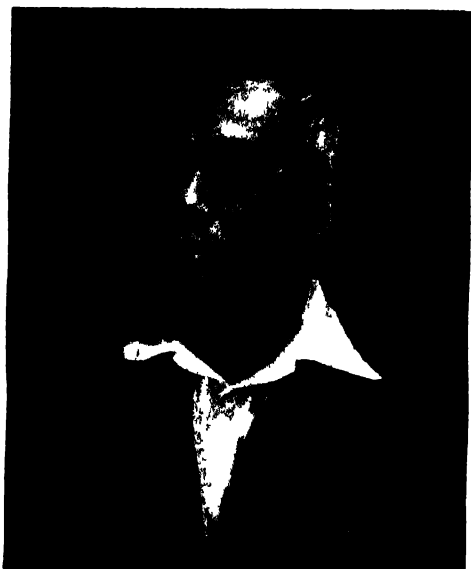
দেশভক্ত ডাঃ আশুতোষ দাশ

জন্ম : অক্টোবর, ১৮৮৮ মৃত্যু : জুলাই ৩১, ১৯৪১

হুগলীর বিশিষ্ট সমাজসেবী ও বিপ্লবী নেতা। যুগান্তর দলের কর্মীরূপে বাঘা যতীনের সাহচর্যধন্য আশুতোষ দাশ বিভিন্ন বৈপ্লবিক কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন। গান্ধীজীর আহ্বানে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের লোভনীয় পদ প্রত্যাখ্যান করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। নিভৃত গ্রামের ভিতর তিনি রাজনৈতিক প্রচার ও সেবাকার্য চালাতেন। নিখরচায় চিকিৎসা ও নানাবিধ সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টার জন্যে তিনি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। জীবনের বহু সময় তাঁর অতিবাহিত হয় কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের জন্যে তিনি নিগৃহীত হন।

দেশভক্ত বীরেশ্বর বসু

জন্ম : বৈশাখ ৩১, ১২৯৬ — মৃত্যু : ভাদ্র ১২, ১৩৫২

নদীয়ার জননেতা। ছাত্রাবস্থায় সমাজ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। গান্ধীজীর আহ্বানে কৃষ্ণনগর কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। লবণ ও আইন অমান্য আন্দোলনেরও তিনি পুরোভাগে ছিলেন। পরে একবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করেন। বহুবার তিনি কারারুদ্ধ হন। ত্যাগ, সেবা ও আদর্শনিষ্ঠ বীরেশ্বর বসু যুবকদের কাছে দেশাত্ম-বোধের উৎস ছিলেন।